পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ	পত্রাঙ্ক	প্রদানের তারিখ

G.P. DS—2,000. 2-89

বাসবদত্তা

শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

বাসবদত্তা

[ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত]

প্রথম অভিনয় রজনী

শনিবার, ২রা মাঘ, ১৩২৭।

শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

প্রণীত

ফাল্গুন, ১৩২৭

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র

প্রকাশক—
শ্রীহরিদাস
চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস
চট্টোপাধ্যায়
এণ্ড সন্স
কর্ণওয়ালিস
ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
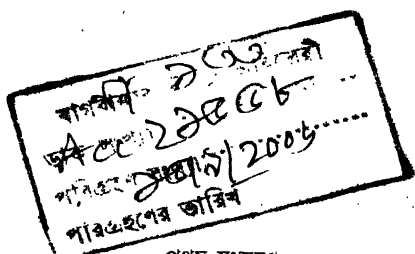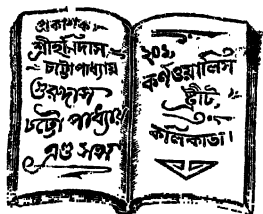
প্রথম সংস্করণ

প্রিণ্টার—শ্রীরাধাশ্যাম দাস,
ভিক্টোরিয়া প্রেস
২৭. ২ গোয়াবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

উৎসর্গ

পণ্ডিতাগ্রগণ্য সুধী বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সাধক

শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায়

মহাশয়েষু—

মহাকবি "ভাসের" নাট্য-কাব্য গুলি বঙ্গভাষায় প্রচার করিয়া আপনি বঙ্গসাহিত্যের সম্পৎ বৃদ্ধি করিয়াছেন। মহাকবি "ভাস"-প্রণীত প্রতিজ্ঞা-যৌগন্ধরায়ণ ও স্বপ্ন-বাসবদত্ত হইতে অবদান গ্রহণ করিয়া আমি "বাসবদত্তা" নাটক রচনা করি। এই রচনা কল্পে আমি আপনার "কবি কথা" হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছি।

"বাসবদত্তা" আপনার নামে উৎসর্গ করিলাম। গ্রহণ করিলে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিব।

অলমিতি—

ভবদীয়

শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

নাট্যোল্লিখিত পাত্র পাত্রীগণ

পুরুষ।

উদয়ন	কৌশাম্বীর রাজা।
যৌগন্ধরায়ণ	ঐ মন্ত্রী।
রুমন্বান	ঐ অন্যতম মন্ত্রী।
অমরক	ঐ সখা।
হংসক	ঐ চর।
প্রদ্যোত	অবন্তীর রাজা।
শালঙ্কায়ণ	ঐ মন্ত্রী।
বাদরায়ণ	ঐ কঞ্চুকী।

কাশীরাজ, সৌরাষ্ট্ররাজ, মগধরাজ, কঞ্চুকী, ব্রহ্মচারী, শিষ্যগণ, চরগণ, তাপস কুমার, অনুচরগণ ও সৈন্যগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

বাসবদত্তা	...	...	অবন্তী রাজপুত্রী ও উদয়নের প্রথমা মহিষী।
পদ্মাবতী	...	...	মগধরাজপুত্রী ও উদয়নের দ্বিতীয়া মহিষী।
অঙ্গারবতী	...	...	অবন্তী রাজমহিষী।
সুসঙ্গতা	...	...	বাসবদত্তার সহচরী (ব্রহ্মচারিণী বেশে উত্তরা)

তাপসী, মুনিবালিকাগণ, বাসবদত্তার সখি[illegible], পদ্মাবতীর সখিগণ ও রঙ্গিণীগণ ইত্যাদি

সংগঠনকারীগণ

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ দাস	...	সঙ্গীত শিক্ষক
রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য	...	সহকারী ঐ ও হারমোনিয়ম বাদক
„ অমৃতলাল ঘোষ	...	বংশীবাদক
„ অমূল্য চরণ সুর	...	ষ্টেজ ম্যানেজার
„ বনবিহারী পান		তবলা বাদক

উদয়ন	শ্রীযুক্ত শশীভূষণ বসু
যৌগন্ধরায়ণ	„ ননীগোপাল মল্লিক
রুমন্বান	„ রাজেন্দ্র লাল মুখোপাধ্যায়
অমরক	„ শ্রীমতী তারাসুন্দরী
হংসক	„ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র নাথ সরকার
প্রদ্যোত	„ প্রফুল্লকুমার সেন গুপ্ত
শালঙ্কায়ন	„ নরেন্দ্রনাথ সিংহ
বাদরায়ণ	„ অতীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য
ব্রহ্মচারী	„ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী
বাসবদত্তা	„ শ্রীমতী কিরণময়ী
পদ্মাবতী	„ বারীন্দ্রবালা
অঙ্গারবতী	„ গোলাপসুন্দরী
সুসঙ্গতা	„ নরীসুন্দরী

প্রস্তাবনা

(রঙ্গিণীগণের গীত)

মদনের বিষম বাহাদুরী ।
কে জানে কখন্ কি ভাবে করে মনচুরী !
কেউ কাণে শোনে—চোখে দেখেনা,
প্রাণ বিভোরা মানা মানেনা,
পলকে নয়ন কোণে কেউ আঁকে মাধুরী—
এ খেলা বোঝে সে, যে ভাল বেসেছে
ভাল বেসে লুকিয়ে কেঁদেছে
কেঁদেছে তবু চেয়েছে !
পায়ে ধ'রে বিকিয়েছে পায় ভাসিয়ে দিয়ে চাতুরী

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নর্ম্মদা তীরস্থ নাগবন—শিবির

(শিকারী বেশে কৌশাম্বীপতি উদয়ন,
মন্ত্রী রুমন্বান ও জনৈক চরের প্রবেশ)

উদ। ঠিক দেখেছ ?

চর। (অভিবাদনান্তে) হাঁ প্রভু !

উদ। কোথায় ?

চর। এই নাগবনের অতি নিকটে—

উদ। যূথ-ভ্রষ্ট বল্লে না ?

চর। হাঁ প্রভু ! অদ্ভুত হস্তী ! নীলপদ্মের মত বর্ণ, পর্ব্বতের মত উচ্চ, দীর্ঘ দন্ত, আষাঢ়ের মেঘের মত একটা দিক্‌কে যেন আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে।

উদ। সুসংবাদ বটে। এরূপ লক্ষণযুক্ত হস্তীর কথা হস্তী-শাস্ত্রে পাঠ ক'রেছি, কিন্তু কখন দেখিনি। এ হস্তী শিকারের লোভ আমি সম্বরণ করতে পাচ্ছি না। মন্ত্রী !

(মন্ত্রী রুমন্বান নিকটে আসিয়া অভিবাদন করিলেন)

রুম। মহারাজ!

উদ। চর শুভসংবাদ এনেছে, একে পুরস্কৃত করুন।

রুম। যথা আজ্ঞা।

উদ। চর! স্থান নির্দ্দেশের জন্য তুমি আমার সঙ্গে চল। আমি একাকীই এই অদ্ভুত হস্তীকে বন্ধন ক'রে ল'য়ে আসব।

রুম। মহারাজ! আমরা উজ্জয়িনী-রাজ প্রদ্যোতের অধিকারভুক্ত দেশের অতি নিকটেই এসেছি; প্রদ্যোত চিরদিনই আপনার বলবীর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের হিংসা করে। আমরা আপনার হস্তী শিকারে বাধা দিতে ইচ্ছা করি না, কিন্তু আমাদের বক্তব্য—

উদ। কি বলুন?

রুম। আপনি একাকী না গিয়ে, সসৈন্য অনুচরবর্গের সহিত যাত্রা করেন, এই আমাদের ইচ্ছা।

উদ। মন্ত্রী রুমন্বান! আপনার ভবিষ্যতের জন্য সতর্কতা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু আপনি কি মনে করেন কল্পিত অনিষ্টের আশঙ্কায়, প্রদ্যোতের ভয়ে, আমি একাকী হস্তী শিকারে বিরত হব? ভরতবংশধরগণ চিরদিনই উজ্জয়িনী রাজবংশকে উপেক্ষা চক্ষে দেখে এসেছে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি শীঘ্রই হস্তী শিকার ক'রে প্রত্যাবর্তন ক'রব। [illegible]সক! আমার

ঘোষবতী বীণা নিয়ে আমার অনুসরণ কর ; চর, তুমি পথ দেখাও।

চর। মহারাজ! এই পথে, এই পথে।

[উদয়ন ও চরের প্রস্থান।

রুম্‌। (স্বগতঃ) ভরতবংশের কুলভূষণ এই রাজা উদয়ন, ভারতের সকল রাজারই সম্মান যোগ্য। ইনি অশেষ-গুণের আকর! অন্য কোন বিষয়ে এঁর আসক্তি নাই, এক দোষ, গজ-মৃগয়ার কথা শুনলে একেবারে উন্মত্ত হন। আমাদের কাউকে সঙ্গে নিলেন না। যদি কোন অনিষ্ট হয়? কি ক'রব? প্রভুর আদেশ পালনই ভৃত্যের ধর্ম্ম —ফলাফল বিচারের নয়।

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—শালতরু বেষ্টিত বিশাল তড়াগ

অসংখ্য লাল ও শ্বেত পদ্ম ফুটিয়াছে। জলমধ্যে তীরের নিকটে বিশালকায় নীলবর্ণ একটী হস্তী ; দূরে ধূম্রবর্ণ পাহাড় দেখা যাইতেছে।

কাল—বেলা ৯টা ১০টা।

উদয়ন ও চরের প্রবেশ

চর মহারাজ! ঐ দেখুন।

উদ সত্যই এরূপ অপূর্ব্ব হস্তী কখনও দেখিনি। চল আমরা ধীরে ধীরে অগ্রসর হই।

(রাজা উদয়ন, তৎপশ্চাতে অনুচর ধীরে ধীরে তড়াগের দিগে অগ্রসর হইলেন, সহসা কৃত্রিম হস্তী ফাটিয়া মধ্য হইতে আটজন অস্ত্রধারী সৈন্য বাহির হইল)

সৈন্যগণ। জয় মহাসেন প্রদ্যোতের জয়!

উদ। একি! এ যে কপট হস্তী!

চর। (ভীতভাবে) মহারাজ! আমার চক্ষু প্রতারিত।

উদ — শুধু তোমার নয়। অদ্ভুত কৌশলে নির্ম্মিত এই হস্তী, আমার চক্ষুকেও প্রতারিত ক'রেছে। মন্ত্রী রুমন্বানের আশঙ্কা দেখছি সত্যে পরিণত হ'ল! এ প্রদ্যোতের কৌশল। কিন্তু প্রদ্যোত জানে না যে, অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়ের নিকট এ কৌশল বিড়ম্বনা মাত্র।

বৃক্ষান্তরাল হইতে সসৈন্য মন্ত্রী শালঙ্কায়নের প্রবেশ

শাল — উজ্জয়িনী-রাজ মহাসেন প্রদ্যোতের উপেক্ষাকারী এই সেই বৎসরাজ উদয়ন—একে বন্দী কর।

উদ — এ তো জানতেম না, ক্ষত্রিয় শৌর্য্যের এতদূর অধঃপতন হ'য়েছে যে যুদ্ধক্ষেত্রে অপরাঙ্মুখ প্রতিদ্বন্দীকে বন্দী ক'রতে হীন কপটতার আশ্রয় গ্রহণে, মহাসেন বা তাঁর ভৃত্যেরা কিছুমাত্র লজ্জিত হয় না?

শাল — সে বিচার পরে হবে মহারাজ! সৈন্যগণ বিলম্ব কেন? বন্দী কর।

উদ — কারও সাধ্য নাই যে, জীবন থাকতে কৌশাম্বীর অধিপতিকে বন্দী করে। এস, অগ্রসর হও! কৌশলে কপট হস্তী নির্ম্মিত হ'তে পারে, কিন্তু এই হস্তস্থিত অসির ধারে কপটতা নাই।

[পরস্পরের যুদ্ধ]

তৃতীয় দৃশ্য

প্রদ্যোতের উদ্যান বাটিকা

(সখিগণের গীত)

কোটা ফুল লুটিয়ে দেব কোন্ প্রাণে
ফুলের আদর কে জানে ॥
যদি পর-পরশে যায় লো ঝ'রে জ্বালা বুঝবে কি পরে ?
অযতনে মলিন হ'লে, কেউ চাবে না আর তার পানে ॥
ফুল জাগে কোন্ সুরে, কোন্ রাগিনী ফুলের পাশে
হাওয়ায় বেড়ায় ঘুরে ঘুরে ;
ফুল আপনি ফোটে আপনি ঝরে, কে জানে কি অভিমানে ॥

গীতান্তে বাসবদত্তা ও সুসঙ্গতার প্রবেশ

বাসব। তোমার নাম উত্তরা ?

সুস। হাঁ।

বাসব। বেশ নাম তোমার। তোমায় পেয়ে আমার ভারি আনন্দ হ'ল। তুমি আমায় গান শেখাবে ?

সুস। হাঁ—এই জন্যই তো মহাসেন আমাকে আনিয়েছেন।

বাসব। তুমি কোন্ মঠে ছিলে ব'ল্লে ?

সুস। ত্রিপুরা মঠে।

বাসব। এ মঠে কি কেবল স্ত্রীলোকেরাই থাকে

সুস। হাঁ, বৌদ্ধ ভিক্ষুণীর মঠ। বিবাহিতা স্ত্রীলোকের এ মঠে স্থান নাই। যারা চিরজীবন কুমারীব্রত পালন ক'রবে, তারাই এই মঠে প্রবেশ করবার অধিকার পায়।

বাসব। চিরজীবন কুমারীব্রত পালন! কেন?

সুস। কেন জানিনা—এই নিয়ম। পুরুষ সংসার ত্যাগ করে, সন্ন্যাসী হয়, বৈরাগ্য গ্রহণ করে; স্ত্রীলোকেও ইচ্ছা ক'রলে যাতে পুরুষের ন্যায় বৈরাগ্য গ্রহণ ক'রতে পারে, এই জন্যই এই মঠের সৃষ্টি।

বাসব। কি ক'রতে হয়?

সুস। মঠের সকল কার্য্যই স্ত্রীলোকের দ্বারা নির্ব্বাহ হয়। অনেক বিদূষী কুমারী আছেন, তাঁরা যত্ন ক'রে নানা বিদ্যা শিক্ষা দেন। সাহিত্য, অলঙ্কার, জ্যোতিষ, ন্যায়, বেদান্ত প্রভৃতি নানা বিদ্যার সঙ্গে, অতি যত্নে সঙ্গীত ও চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হ'য়ে থাকে। মহাসেন তোমাকে গান শেখাবার জন্য একজন কুমারীকে মঠ-স্বামিনীর নিকট চেয়ে পাঠিয়েছিলেন, তিনি আমাকেই পাঠিয়ে দিলেন।

বাসব। তোমাকে যে পাঠিয়েছেন, ভালই হ'য়েছে। তোমাকে দেখেই, তোমার প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হ'য়েছে, যেন তুমি ? দিনের চেনা! তোমার বাড়ী ছিল কোথায়?

সুস। কৌশাম্বীতে।

বাসব। কৌশাম্বী? মহারাজ উদয়নের রাজধানী না?

সুস। হাঁ।

বাসব। খুব ছেলেবেলা থেকেই মঠে এসেছিলে বুঝি?

সুস। না।

বাসব। না!—তবে?

সুস। বেশী বয়সেই আসি।

বাসব। বেশী বয়স পর্য্যন্ত তোমার বিয়ে হয়নি? কুমারী ছিলে? তোমার মা বাপ যে বড় তোমার বিয়ে না দিয়ে মঠে পাঠালেন?

সুস। মা বাপ পাঠান নি—নিজেই এসেছি।

বাসব। নিজে?

সুস। হাঁ। গরীবের মেয়ে, মা বাপ ছেলেবেলায় মারা যান—আত্মীয়ের কাছে মানুষ হই, দু'একবার বিয়ে দেবার চেষ্টাও তাঁরা ক'রেছিলেন। তা শুনেছি, বিয়ের নাকি একরকম ফুল আছে, সে চোখে দেখা যায় না, তার গন্ধও নাই, বর্ণও নাই, তবু সে এ সংসারে দিন রাতই ফোটে। কপাল গুণে আমার সে ফুল ফোট ফোট হ'য়েও ফুট্‌ল না, কাজেই আত্মীয় স্বজনকে বিশেষ ব্যস্ত না ক'রেই মঠের আশ্রয় নিলেম। ...

বাসব। দেখ, তুমি গান শেখাবে তা ভালই, কিন্তু গানের চেয়ে আমার বীণা শেখবার খুব সাধ। তুমি বীণা বাজাতে জান?

সুস। কৌশাম্বীতে বাড়ী, আর বীণা বাজাতে জানিনা?
একটু একটু জানি বৈ কি।

বাসব। কৌশাম্বীতে বাড়ী হ'লেই কি বীণা বাজাতে জানতে হয়? কেন?

সুস। কৌশাম্বীর অধিপতি মহারাজ উদয়ন সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশারদ। তাঁর মত বীণা-বাদক ভারতে কেউ নাই। ঘোষবতী নামে তাঁর এক বীণা আছে, শুনেছি দেবলোকেও সে বীণা দুর্লভ। সেই বীণা বাজিয়ে তিনি উন্মত্ত গজরাজকে সহজেই বশীভূত ক'রে ফেলেন। তাঁর রাজ্যের প্রজা হ'য়ে যদি একটু আধটু বীণা বাজাতে না জানব, তাহ'লে যে তাঁর কলঙ্ক।

বাসব। মহারাজ উদয়নের অনেক গুণের কথা শুনেছি। পিতা বলেন, তাঁর ন্যায় যোদ্ধা ভারতে বিরল। অমন বীর হ'য়েও, তিনি যে সুকুমার সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী, এ খুব আশ্চর্য্য।

সুস। তাঁর অনেক ব্যাপারই এমনি আশ্চর্য্য।

বাসব আর কি?

সুস। এমন সর্ব্বগুণে ভূষিত হ'য়েও, কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় রূপবান আমাদের মহারাজ, আজও বিবাহ করেন নি।

বাসব। বিবাহ করেন নি? আশ্চর্য্য বটে! কেন?

সুস। বোধ হয় তাঁরও বিয়ের ফুল ফোটেনি। তিনি বলেন—তিনি যেমন বীণা বাজিয়ে উন্মত্ত গজকে বশীভূত করেন,

তেমনি যদি কোন কুমারী—(ঈষৎ হাসিয়া) অবশ্য তোমার স্থায় রূপসী—বীণা বাজিয়ে তাঁর মন হরণ ক'রত পারে, তবে তাকেই তিনি পত্নী ব'লে গ্রহণ ক'রবেন, নচেৎ তিনি চিরদিন কার্ত্তিক ঠাকুরের মত চির-কুমার থাকবেন।

বাসব তুমি আমাকে বীণা শেখাবে?

স্থস। কেন? বৎসরাজ উদয়নের চিত্ত বশ করবার সাধ আছে নাকি? তা, তিনি থাকেন কৌশাম্বীতে, এ হ'ল উজ্জয়িনী! এক হৃদয়-বীণা ছাড়া কোন বীণাই তো নাই—যার ঝঙ্কার অত দূরে পৌঁছায়?

বাসব দূর! তা কেন? আমি তো তোমায় আগেই ব'ল-ছিলেম যে, গানের চেয়ে আমার বীণা শেখবার সাধ বেশী।

স্থস।— (গীত)

বুঝি সাধের সাধ উথ্‌লে উঠেছে।
গোপনে মনের কোণে তাই চাঁদের হাসি লুটিয়ে পড়েছে॥
পাখী কি গেয়েছে গান,
ও তার পাগল করা তান,
কুসুম বনে মদন ঠাকুর ফুলবাণ হেনেছে॥

বাসব। এ তোমার কল্পনা!

স্থস। কল্পনাই তো! কল্পনা কি? না চিন্তা। শাস্ত্রে ব'লেছে, চিন্তাই ভাবী কার্য্যের প্রসূতি।

বাসব। এরূপ কল্পনা, মঠচারিণী কুমারীর পক্ষে অতি অসঙ্গত।

সুস। কিন্তু, রাজান্তঃপুর-বিহারিণী কুমারীর পক্ষে অতি সুসঙ্গত।

বাসব। তুমি খুব কথা জান। বেশ! ঐ পিতা আসছেন, সঙ্গে কঞ্চুকী। চল আমরা মল্লিকা কুঞ্জে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

কঞ্চুকী ও প্রদ্যোতের প্রবেশ

প্রদ্যোত। কে এসেছেন?

কঞ্চুকী। কাশীরাজের দূত আচার্য্য জৈবন্তি।

প্রদ্যোত। তাঁকে যোগ্য সম্মান দেওয়া হ'য়েছে?

কঞ্চুকী। মহারাজ! তাতে কোন ত্রুটী হয় নি। কিন্তু বাসবদত্তার পাণিগ্রহণের জন্য বঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, মিথিলা, মথুরা, মগধ প্রভৃতি অনুরূপ বংশ রাজকুল থেকে নিত্যই তো দূত আসছে; কিন্তু আপনি তো কা'কেও প্রত্যাখ্যান করছেন না, কা'কেও অনুগ্রহও দেখাচ্ছেন না? আপনার অভিপ্রায় তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না।

প্রদ্যোত। বাদরায়ণ! কন্যার প্রতি অতি-মমতায়, এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পাত্রের আশায়, আমি এখনও বাসবদত্তার বিবাহ সম্বন্ধে কিছুই স্থির ক'রতে পারছিনি! দেখ, আমার অশ্ব-খুর উত্থিত ধূলি, ভারতের সকল রাজাই ললাটে তিলক স্বরূপ ধারণ ক'রে আমার বশ্যতা স্বীকার

ক'রেছেন বটে! আজ আমার কন্যার পাণিগ্রহণের জন্য—ভারতের সম্ভ্রান্ত রাজগণ—কেহ বা দূত, কেহ বা স্বয়ং আমার আতিথ্য গ্রহণ ক'রেছেন সত্য, কিন্তু তথাপি আমি যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই গুণশালী হস্তী-জ্ঞান-গর্ব্বিত বৎসরাজকে আমার সমক্ষে অবনত-মস্তক হ'তে না দেখছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই স্থির করতে পারছিনি। তুমি দেবীকে ডাক, শুনি তাঁর কি মত!

কঞ্চুকী। বেশ, তাই ডাকছি। কিন্তু ভয় হচ্ছে মহারাজ—বাসবদত্তার বিবাহ নিয়ে আবার না লক্ষ্য বেধের অভিনয় হয়!

[প্রস্থান।

প্রদ্যোত। কাশীরাজও দূত পাঠিয়েছেন; কিন্তু আমি ভাবছি শালঙ্কায়নের কথা। শালঙ্কায়ন তো এ পর্য্যন্ত কোন সংবাদই পাঠালে না! তবে কি সে উদয়নকে আয়ত্ত ক'রতে পারে নি? বৎসরাজ মৃগয়াসক্ত বটে, কিন্তু তাঁর মন্ত্রীরা সর্ব্বদা সতর্ক। বিশেষতঃ মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ শুনেছি চাণক্যের ন্যায় কূটনীতি-পরায়ণ।

(রাণী অঙ্গারবতীর প্রবেশ)

অঙ্গার। মহারাজ কি দাসীকে স্মরণ ক'রেছেন?

প্রদ্যোত। হাঁ, প্রিয়ে; আমি উৎকণ্ঠার সহিত তোমার প্রতীক্ষা করছি। বাসবদত্তা কোথা?

অঙ্গার। বোধ হয় নূতন কৈতালী উত্তরার নিকট নারদীয়া বীণা শিখছে।

প্রদ্যোত। তার আবার বীণা শেখবার সাধ হ'ল বুঝি? ছেলে-মানুষ আর কাকে বলে?

অঙ্গার। মহারাজ, বাসবদত্তাকে বীণা শেখাবার জন্য একজন ভাল আচার্য্য চাই।

প্রদ্যোত। রাণী, বাসবদত্তার বিবাহের সময় উপস্থিত, এখন আর অন্য আচার্য্যের প্রয়োজন কি? তার স্বামীই তাকে শেখাবে।

অঙ্গার। আহা! এতদিন পরে বাছা আমার পর হবে! আনন্দ পুতলী! নেচে গেয়ে বেড়ায়, কেমন ঘরে গিয়ে প'ড়বে কে জানে?

প্রদ্যোত। মা বাপের কর্ত্তব্য দেখে শুনে দেওয়া। কিন্তু শেষ তো দৈবাধীন! মেয়ে তো পরের জন্যই বটে, আক্ষেপে ফল কি?

অঙ্গার। কোথাও সম্বন্ধ স্থির ক'রলেন?

প্রদ্যোত। এখনও স্থির করিনি। তোমার মত জানবার জন্যই তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি। মগধেশ্বর, কাশীরাজ, বঙ্গ, সৌরাষ্ট্র, মিথিলা, মথুরা প্রভৃতির রাজারা আমার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য ব্যগ্র! এইমাত্র শুনলেম, কাশীরাজও দূত পাঠিয়েছেন। এঁদের মধ্যে কা'কে তুমি মনোনীত কর?

কঞ্চুকীর পুনঃ প্রবেশ

কঞ্চুকী। বৎসরাজ—

প্রদ্যোত বৎসরাজ কি? তুমি কি ব'লছ?

কঞ্চুকী। আজ্ঞে, বৎসরাজ উদয়ন—

প্রদ্যোত। বৎসরাজ উদয়ন তা আমি জানি। তার পর?

কঞ্চুকী। মন্ত্রী শালঙ্কায়ন কর্ত্তৃক তিনি ধৃত হয়েছেন।

প্রদ্যোত। কি ব'লছ তুমি? কে ধৃত হ'য়েছে? বৎসরাজ উদয়ন? শতানীকের পুত্র, সহস্রানীকের পৌত্র উদয়ন? কৌশাম্বীর অধীশ্বর? সঙ্গীত-বিশারদ সেই বৎসরাজ?

কঞ্চুকী। হাঁ মহারাজ! কেননা দ্বিতীয় উদয়ন তো ভারতে নাই।

প্রদ্যোত। উদয়ন বন্দী? মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ কি মৃত? নচেৎ এও কি সম্ভব—সেই গর্ব্বী চির উদ্ধত উদয়ন, আজ শালঙ্কায়নের কৌশলে পরাজিত?

কঞ্চুকী মহারাজ! যৌগন্ধরায়ণ মৃত নন। তিনি কৌশাম্বীতেই আছেন।

প্রদ্যোত। তাহ'লে নিশ্চয়ই বৎসরাজ ধৃত হননি।

কঞ্চুকী তা হ'লে মহারাজ কি স্থির ক'রলেন যে, এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, পলিত মুণ্ড, গলিত চর্ম্ম, এ নিশ্চয় মিথ্যাবাদী?

প্রদ্যোত। মন্ত্রী শালঙ্কায়নের নিকট হ'তে এই সংবাদ ল'য়ে যে দূত এসেছে, তাকে শীঘ্র এইখানে নিয়ে এস।

কঞ্চুকী। মহারাজ! দূত কেউ আসেনি। মন্ত্রী শালঙ্কায়ন নিজে রাজাকে সঙ্গে ক'রে এখানে এসে পৌঁছেছেন।

প্রদ্যোত। বটে? রাণী এতদিন পরে আমার মহাসেন নাম সার্থক হ'ল।

অঙ্গার। সত্য মহারাজ! এই রাজবংশে এমন অভ্যুদয়ের কথা পূর্ব্বে আমিও কখন শুনিনি।

প্রদ্যোত। এইবার আমিও নিশ্চিন্ত হ'লেম! এইবার আমার অক্ষৌহিণী, বর্ম্ম ও অস্ত্র ত্যাগ ক'রে বিশ্রাম লাভ করুক! এইবার শত্রুর মস্তক নত হ'ক। প্রতিযোগী রাজারা শঙ্কায় আকুল হ'য়ে উঠুক! কঞ্চুকী যাও, সত্বর শালঙ্কায়নকে বল, কুমারদের যোগ্য আবাসে বৎসরাজের বিশ্রামের স্থান নির্দ্দিষ্ট হ'ক্; পুরবাসীগণ বৎসরাজের যোগ্য অভ্যর্থনায় নিযুক্ত হ'ক্; মাল্য চন্দনে রাজাকে ভূষিত করুক; ব্রাহ্মণগণ তাঁকে আশীর্ব্বাদ করুন।

কঞ্চুকী। পরাজিতের প্রতি এইরূপ ব্যবহার আপনার ন্যায় মহতেরই অনুরূপ!

[প্রস্থান।

অঙ্গার। মহারাজ! এই জন্যই কি এতদিন কন্যা বাসবদত্তার বিবাহের কোন স্থির করেন নি।

প্রদ্যোত। রাণী! আমার মনোভাব তাই বটে।

অঙ্গার। কিন্তু মহারাজ! সকল রাজাই তো বাসবদত্তার জন্য দূত পাঠিয়েছেন, বৎসরাজ তো পাঠান নি?

প্রদ্যোত। না, সে গর্ব্বী, উদ্ধত। আমাকে সে কখনও গ্রাহের মধ্যেই আনে না।

অঙ্গার। তবে সে বালক—না মূর্খ?

প্রদ্যোত। না মূর্খ নয়, তবে বালক বটে।

কঞ্চুকীর পুনঃ প্রবেশ

কঞ্চুকী। মহারাজ! বৎসরাজ উদয়ন সম্বন্ধে আপনার ইচ্ছানুরূপ ব্যবস্থাই করা হ'য়েছে। মন্ত্রী শালঙ্কায়ন ময়ূর-যষ্টি প্রাসাদে তাঁর স্থান নির্দ্দেশ ক'রেছেন। এই নিন মহারাজ! বৎসরাজ উদয়নের ঘোষবতী নামে এই বীণা-রত্ন, মন্ত্রী শালঙ্কায়ন আপনাকে প্রদান ক'রেছেন।

প্রদ্যোত। এই সেই ঘোষবতী? ঋষিমুখ নির্গত মন্ত্রবিদ্যার ন্যায় যার ধ্বনি সবলে উন্মত্ত গজ-হৃদয়ে প্রবেশ করে; স্বভাবতঃ রাগযুক্তা শ্রুতি-সুখ-মধুরা এই সেই ঘোষবতী? রাণী, তুমি বলছিলে না যে বাসবদত্তা বীণা শিক্ষা আরম্ভ ক'রেছে? আমার পুত্রেরা তো গান্ধর্ব্ব-দ্বেষী, এই মহারত্ন তুমি বাসবদত্তাকে দাও! এই অপূর্ব্ব বীণা পেলে তার আনন্দের অবধি থাকবে না।

অঙ্গার। এমন বীণা পেলে সে আনন্দে উন্মত্ত হ'য়ে উঠবে মহারাজ।

প্রদ্যোত। কঞ্চুকী! চল, উদয়নের যথাযোগ্য সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করিগে।

অঙ্গার। "আমিও যাই; বাসবদত্তাকে এই বীণাটী দিইগে।

"মহারাজ,—বাসবদত্তা আমার বালিকা; দেখবেন, সহসা তার বিবাহের স্থির ক'রবেন না।

প্রদ্যোত। তাই হবে। চল কঞ্চুকী।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

কৌশাম্বীর রাজ প্রাসাদ—মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের কক্ষ

যৌগন্ধরায়ণ

যৌগ। রাজকার্য্যের জন্য স্থানান্তরে গিয়েছিলেম, রাজধানীতে এসে শুনি, মহারাজ হস্তী শিকারের নিমিত্ত নাগবনে গিয়েছেন। নাগবন উজ্জয়িনী-রাজ প্রদ্যোতের রাজ্যের সীমান্তে। আমাদের রাজার সৌভাগ্যে মহাসেন সর্ব্বদাই ঈর্ষান্বিত। আমার সদাই ভয়, মহাসেন কর্ত্তৃক মহারাজের কোন অনিষ্ট না হয়!

হংসকের প্রবেশ

হংসক। মন্ত্রী মহাশয়, বড়ই দুঃসংবাদ!

যৌগ। কি দুঃসংবাদ? মহারাজের কুশল তো? তুমি একাকী কেন? তোমার মুখ বিবর্ণ কেন? তবে কি আমার অনুমান ঠিক? প্রদ্যোতের মন্ত্রী শালঙ্কায়ন কপট হস্তি-কৌশলে মহারাজকে যে প্রতারিত করবার ব্যবস্থা ক'রেছিল, তা কি কার্য্যে পরিণত হয়েছে?

হংসক। মন্ত্রীবর, আপনি ত্রিকালদর্শী! কি আশ্চর্য্য! আমি যে সংবাদ দিতে এসেছিলেম, দেখছি—আপনি সে সংবাদ

পূর্ব্ব হ'তেই কতক অবগত। মহারাজ কপট হস্তীর দ্বারা প্রতারিত হ'য়ে এখন মহাসেনের বন্দী!

যৌগ। হংসক! মন্ত্রী রুমন্বান্ থাকতে মহারাজ এই বিপদে পড়লেন! তবে কি বুঝব, মন্ত্রী রুমন্বান আর বিশ্বাস-যোগ্য নন? তিনি প্রভু কার্য্যে অমনোযোগী? রাজার বিপদ, এ তো মন্ত্রীবর্গেরই কলঙ্ক।

হংসক। মন্ত্রী রুমন্বানের কোন দোষ নাই। তিনি মহারাজকে একাকী যেতে নিষেধ ক'রেছিলেন, মহারাজ শোনেন নি। যে চর এই হস্তীর সংবাদ দেয়, সেই তাঁর সঙ্গে ছিল, এবং আমি তাঁর বীণা ল'য়ে তাঁর অনুসরণ করি।

যৌগ। বটে! তুমি এলে কি ক'রে? তোমাকে তারা বন্দী ক'রলে না?

হংসক। না, মন্ত্রী শালঙ্কায়ন আমাকে বন্দী ক'রতে নিষেধ করলেন; বরং বিদ্রূপ ক'রে আমায় বল্লেন—"যাও, রাজ্যে এই শুভ সংবাদ দাও।"

যৌগ। তুমি রুমন্বানকে এ সংবাদ দিলে না কেন?

হংসক। অশেষ বিক্রমে অসংখ্য শত্রুসৈন্যের সহিত যুদ্ধ ক'রে মহারাজ যখন ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, আমি বরাবরই তাঁর পার্শ্ব রক্ষা ক'রছিলেম, সেই সময় মন্ত্রী শালঙ্কায়নের সৈন্যগণ মহারাজকে বন্দী করে। সেই সময় রুদ্ধবীর্য্য ভুজঙ্গের ন্যায় গর্জ্জন ক'রে মহারাজ আমায় বল্লেন, "হংসক, আমি রুমন্বানের কথা অবহেলা ক'রে এই

বিপদে পড়েছি, তুমি রুমন্বান কিম্বা অন্য কোন পৌরজনকে এই দুর্ঘটনার কথা বলো না। যত সত্বর পার, মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণকে এই সংবাদ দাও।" মন্ত্রী মহাশয়! অনিচ্ছাসত্ত্বেও—কেবল প্রভুর আদেশ পালনের জন্য, শত্রুমধ্যে বন্দী অবস্থায় মহারাজকে রেখে আমায় একাকী ফিরে আসতে হ'য়েছে।

যৌগ। (স্বগতঃ) সকলকে পরিহার ক'রে, স্বামী যে বিপদকালে আমাকেই স্মরণ রেখেছেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য! (প্রকাশ্যে) কি দুর্দ্দৈব! হংসক, দেখছি, সে কপট হস্তী নয়, আমাদের বিষাদ! মহারাজকে বন্দী ক'রে মন্ত্রী শালঙ্কায়ন তাঁর সহিত কিরূপ ব্যবহার ক'রলেন?

হংসক। স্বামীর সমস্ত বন্ধন মুক্ত ক'রে দিলেন, তারপর তাঁকে প্রণাম ক'রে, যোগ্য যানে আরোহণ করিয়ে সম্মানের সঙ্গেই নিয়ে গেলেন দেখলেম।

যৌগ। সাধু! সাধু! বিজিত শত্রুর প্রতি এইরূপ বিনীত ব্যবহার শালঙ্কায়নের মহত্ত্বের পরিচায়ক! বহন ক'রে কোথায় নিয়ে গেলেন?

হংসক। উজ্জয়িনীতে।

যৌগ। এতদিন পরে দেখছি প্রদ্যোতের দুরাশা সত্যে পরিণত হ'ল। কিন্তু হংসক, স্বামী যেমন সকল সচিবকে অতিক্রম ক'রে আমাকেই স্মরণ ক'রেছেন,—

তেমনি প্রতিজ্ঞা ক'রছি, রাহুগ্রস্ত শশধরের ন্যায় মহারাজকে আমি প্রদ্যোতের গ্রাস হ'তে অচিরে মুক্ত ক'রব। হে জগতের চক্ষু সূর্য্যদেব—তুমি সাক্ষী! হে অন্তরীক্ষচারী সিদ্ধ পুরুষগণ—তোমরা সাক্ষী! হে স্বর্গস্থ দেববৃন্দ—তোমাদের উদ্দেশ ক'রে আমি শপথ ক'রছি—তোমরা সাক্ষী! মন্ত্রী শালঙ্কায়ন যেমন কপট হস্তীর সাহায্যে মহারাজকে বন্দী ক'রেছে, আমিও তেমনি ঐ হস্তী-কৌশলেই মহারাজকে মুক্ত ক'রব। যদি না পারি, আমি যৌগন্ধরায়ণ নই।

[উভয়ের প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

উজ্জয়িনী—উদ্যান

স্তরে স্তরে নানাবিধ ফুল ফুটিয়া আছে।

সুসঙ্গতার গীত

ফুল, আজ সই পাতাব দু'জনে।
মনের কথা কইব যত, তোমায় আমায় গোপনে॥
গোলাপ! টুক্‌টুকে তোর ঠোঁট দু'খানি আদর মাখানো.
রূপের রাণী, সুধার খনি, প্রেমের স্বপন জড়ান;—
ছোট্ট মেয়ে তুই লো যুঁই, তোর এত কি হাসি,
সাধ করে কি বল্‌লো তোরে এত ভালবাসি;—
টগর! এত কি গুমোর, বুঝি তোর নাগর এসেছে?
পাতায় পাতায় সোহাগ তাই ছড়িয়ে পড়েছে:—
বকুল! আকুল করা সৌরভে তোর
প্রাণের লহর ছুটছে বনে।
ফুল! প্রাণ খুলে আয় ভালবাসি—লুকিয়ে হাসি.
তোমায় আমায় নূতন যৌবনে॥

জনৈক সখীর প্রবেশ

সখী। কিলো, আজ ফুল নিয়ে যে বড় বাড়াবাড়ি? বিয়ের ফুল তো ফুটবে না—চিরকুমারী—তাই গাছের ফুলের সঙ্গে বুঝি প্রণয় কচ্ছিস্? তা দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে?

স্বস। বসন্তের এমন ফুরফুরে হাওয়ায়, এমন চাঁদনী রাতে, যে ফুলের সঙ্গে কখনও প্রণয় করেনি, সে যেন ভুলেও না প্রেমের কথা মুখে আনে। তারপর, চিরকালই তো শুনে আসছি, দেখে আসছি, মানুষের সঙ্গে প্রেম ক'রে কেউ কখনও সুখী হয়নি। শুধু মানুষ কেন? স্বয়ং ভগবানই এই প্রেমের ফাঁদে প'ড়ে কেঁদে সারা! তাই আমি আমার এমন বেদাগ প্রাণ সাধ ক'রে মূর্খ মানুষের হাতে না ধ'রে দিয়ে, এই ফোটা ফুলকে দিয়ে রাখছি। নইলে কোন্ দিন আবার সখী বাসবদত্তার মত, ঘুম থেকে উঠে বেদখলী প্রাণ কাউকে যদি দিয়ে ফেলি?

সখী। সখী উত্তরা! রাজকুমারী বাসবদত্তা কি সত্যই উদয়নকে দেখে মুগ্ধ হ'য়েছেন?

স্বস। শুধু মুগ্ধ হন নি, আপনাকে একটু বেশী রকম হারিয়ে ফেলে দিন দিন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছেন!

সখী। কেন? তুমি কি লক্ষণ দেখলে?

স্বস। নিদানে যা যা লেখে সব,—লক্ষণ?

গীত

সদা আনমন—ও তার উদাস নয়ন।
কষ্টে হাসে, অল্পে কাঁদে, বোঝেনাকো কি কারণ॥
তার ঘন বহে শ্বাস, সদা হাঁস ফাঁস,
মাঝে মাঝে হয় শিহরণ॥

থাকে নিরালায়, আশে পাশে চায়—
কে যেন দাঁড়িয়ে আছে—
জেগে জেগে সদা দেখে গো স্বপন ॥
রাঙা ঠোঁট কেঁপে উঠে, (শুধু শুধু)
গাল দু'টিতে গোলাপ ফো'টে (একান্ত অনুরাগে)
সাধ হৃদে—হৃদয়ে ধারণ ॥

বাসবদত্তা ও সখিগণের প্রবেশ

সখী। এই যে সখী এই দিকে আসছে।

বাসব। সখী উত্তরা, তুমি এখানে? আজ আমার ঘুম হ'লনা, তাই উঠে বাগানে এলেম।

সুস। এ পর্য্যন্ত কারুর হয়নি, তোমার ঘুম কি ক'রে হবে বল?

বাসব। তুমি ঠাট্টা ক'রছ?

সুস। ঠাট্টা নয়, সত্য ব'লছি। এ রোগের লক্ষণই, এই। আহারে অরুচি, নিদ্রায় বীতরাগ, কোন দুঃখ নাই তবু মনে হয়—যেন আমার মত দুঃখী কেউ নাই।

বাসব। তুমি চিরকুমারী, তুমি এত জানলে কি ক'রে?

সুস। জেনে শুনেই তো চিরকুমারী হ'য়েছি। নইলে সহজে সাধ ক'রে কেউ কি আর বিবাগী হয়?

বাসব। তা নয়; এমন নিঝুম রাত যে ঘুমিয়ে কাটালে, সে তো চোখ থাকতে কাণা! প্রাণ থাকতেও মৃত!

সুস। ঠিকই তো! কাণা ব'লে কাণা, একেবারে রাতকাণা!

সুস। তার উপরে আকাশে ঐ সুধাকরের অত্যাচার, মলয় পবনের উৎপীড়ন; পাখীগুলো পর্য্যন্ত গলা ভেঙ্গে বাদ সাধে; ভ্রমর গুণগুণ ক'রে ফুলের মধু খায়! সে হুল এসে ফোটে বুকের মাঝখানে! অবলা প্রাণে কত সয় বল?

সখী। সত্যই তো!

(সখিগণের গীত)

ঝিমিকি ঝিমিকি ঝিম—ঝিঁঝিয়া ডাকে নিঝুম রাতে।
বোলে কোয়েলা কুহু কুহু, পিউ পিউ পাপিয়া,
অভিসারে মেদিনী মাতে।
কামিনী একাকিনী কেমনে রহে?
হা! হা! বিরহ বিধুরা মরম দহে!
অবলা বল কত বা সহে?
দূরে—দূরে—নয়ন মুদিলে, পিয়া মুখ-চাঁদ হৃদয়ে ভাতে!
অভাগিনী বিরহিণী—বিরহী বিধু শুধু জ্বালাতে জাগে সাথে॥

(নেপথ্যে বীণাধ্বনি)

বাসব। আবার সেই বীণার ঝঙ্কার—সেই আকাশপ্লাবী সম্মোহন সুরের চঞ্চল গতি!

সুস কি শুনছ?

বাস বড় মিষ্টি।

সুস। কোন্‌টি? যে বাজাচ্ছে, না যা বাজছে?

বাসব। দুই।

সুস। মিছে কথা।

বাসব। কেন?

সুস। চিনি মিষ্টি না হ'লে কি সরবৎ মিষ্টি হয়?

বাসব। আর একবার কি দেখা হয় না?

সুস। কেমন ক'রে? সে দিন জলক্রীড়া ক'রে ফিরে আসছিলে, তিনিও স্নান করে ফিরছিলেন, হঠাৎ দেখা হ'ল। সে সুযোগ তো আর নিত্য হয় না; বিশেষ মহারাজ উদয়ন বন্দী, তাঁর স্বেচ্ছা ভ্রমণের তো অধিকার নাই।

বাসব। তাঁর সঙ্গে তো বন্দীর মত ব্যবহার করা হয় নি, তিনি রাজসম্মানেই আছেন।

সুস। হাঁ, সোণার পিঞ্জরে সোণার জিঞ্জীর!

বাসব। সখি, ও ঘোষবতী বীণা আমি আর বাজাব না।

সুস। কেন?

বাসব। বজ্র ইন্দ্রের হাতেই শোভা পায়, ফুলধনু মদনেরই আয়ুধ, ঘোষবতী উদয়নেরই যোগ্য,—আমার নয়। তিনি ঐ সামান্য বীণায় কি সুধা বর্ষণ ক'রছেন, আর আমি তোমার মত নিপুণার কাছে শিক্ষা পেয়েও, ঘোষবতী বীণার ঝঙ্কারে—

সুস। উদয়নের মন হরণ করতে পারলে না, এই তো? তা

আক্ষেপ কেন? অভিমানই বা কেন? আমার মনে হয়, মহারাজ সঙ্গীত শাস্ত্রে যত বড় নিপুণ হ'ন, তাঁর হৃদয়ে যদি বাসবদত্তার চিত্র না ফুটত, তাহ'লে কি শুকনো কাঠের উপর লোহার তারে এত মধু

বাসব। এ তোমার কল্পনা।

সুস। সত্যি মিছে জানবার যখন উপায় নাই, তখন আর প্রতিবাদ করতে চাই না।

(নেপথ্যে পুনরায় বীণাধ্বনি)

সুস। ঐ—আবার!

(সখিগণের গীত)

কে নিঃস্ব হ'য়ে বিশ্বমাঝে বিলিয়ে দেয় গো প্রাণ।
গুমরি' গুমরি' বীণা গাহে এমন মরম ভ ঙ্গা গান॥
তারে কি গো আঁখি ঝরে, কি বেদনা হৃদি-তারে,
কে যেন গো কেঁদে ফেরে—
মুরছি' মুরছি' সুর তোলে পাগল করা তান॥

সুস। সারারাত কি বীণা শুনে হা হুতাশ ক'রবে? আমি বলি কি, তার চাইতে বিছানায় শুয়ে ধ্যানস্থ হ'লে ভাল হয়না?

বাসব। না সখি! তোমরা যাও, আমি চিত্রশালে যাই, একটা নূতন চিত্র আঁকছি—

সুস। কার? চিত-চোরের নাকি?

বাসব দূর! চোরের ছবি আমি আঁকতে যাব কেন?

সুস। নইলে রাত জেগে কে আর ভিক্ষু-শ্রমণের ছবি আঁকে বল? বিশেষতঃ তোমার মত রসবতী যুবতী!

বাসব। যা! তোর সকল কথায় ঠাট্টা।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

ময়ুর-যষ্টি প্রাসাদ

উদয়ন

উদ। অপূর্ব্ব সুন্দরী! সিক্ত বেশ, সিক্ত কেশ, জলক্রীড়ায় উন্মত্ত রূপসী ললনা! চকিতে দেখলেম; কিন্তু পাষাণে খোদিত চিত্রের ন্যায় নিমিষের দৃষ্টি বিনিময়ে কি ক'রে সে, আমার চিত্তে এ আধিপত্য বিস্তার ক'রলে, কিছুই বুঝতে পারছি না। একজন সখী ডাকলে, "বাসবদত্তা"; যুবতী উত্তর দিলে—"যাচ্ছি।" বাসবদত্তা! মহাসেনের কন্যা বাসবদত্তা; কুমারী। শুনলেম তো, বিবাহের জন্য নানাদেশ হ'তে রাজারা এসেছে, আর আমি বন্দী! যদি পুরাকালের মত স্বয়ম্বর প্রথা থাকত, যদি মুক্ত হতেম, তাহ'লে বীর্য্যশুল্কে এই রমণী-রত্ন গ্রহণ ক'রে আমি ধন্য হতেম। কিন্তু উপায় কি? আজ আমি শৃঙ্খলাবদ্ধ! হংসক কি মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণকে সংবাদ দিতে পারেনি? মন্ত্রী কি নিশ্চেষ্ট?

অমরকের প্রবেশ

একি! কে তুমি? এও কি হস্তী-কৌশলের ন্যায় মহাসেনের কোন কৌশল? তুমি কি সত্যই আমার সখা অমরক, না আমি স্বপ্ন দেখছি?

অম   এখনতো আর রাত্রি নয় মহারাজ, তবে আর স্বপ্ন দেখবেন কি ক'রে? আমি আপনার সখাই বটে।

উদ।   তুমি এখানে এলে কি ক'রে! কি আশ্চর্য্য! প্রহরীরা তোমায় বাধা দিলে না? আমি যে বন্দী; এ প্রাসাদ যে কারাগার!

অম।   থাকলেই বা প্রহরী, হ'লই বা কারাগার; আমি এখন আর সেই আগেকার পেটুক বামুন রাজসখা নই। মহারাজ বন্দী হ'বার পর আমার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া হয়েছে।

উদ।   তবে কি আমি তোমায় সূক্ষ্ম দেহে দেখছি?

অম।   আজ্ঞে না, স্থূল দেহেই দেখছেন।

উদ।   তাইতো আশ্চর্য্য হচ্ছি; তুমি এলে কি ক'রে?

অম।   আশ্চর্য্য হ'বার কথাই মহারাজ! যত দিন যাচ্ছে, আমিও তত আশ্চর্য্য হচ্ছি! কি মজার আংটিই দিয়ে গেল মহারাজ! ভেল্‌কি কোথায় লাগে! ও বুঝে নিয়েছি দেবতাদের বাহাদুরী। ওঃ কি মজাতেই সব থাকে! আংটী হাতে দাও, আর যা ইচ্ছা ক'রে বেড়াও, সাত খুন মাপ—বস্‌!

উদ।   কি আবোল তাবোল ব'কছ? তোমায় কি ভূতে পেয়েছে? নইলে তুমি সশস্ত্র প্রহরীদের চক্ষে ধূলি দিয়ে এখানে এলে কি ক'রে?

অম।   ভূতে পায়নি মহারাজ, আংটীতে পেয়েছে।

উদ। সংশয়ে রেখনা, কি হয়েছে বল।

অম। মহারাজ, তবে শুনুন। হংসক গিয়ে খবর দিলে আপনি বন্দী। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনিও অচিরে হস্তী-কৌশলেই আপনাকে মুক্ত ক'রবেন।

উদ। তার পর?

অম। মন্ত্রী প্রচ্ছন্ন ব্রাহ্মণ বেশে এই উজ্জয়িনীতে এলেন। আমি মন্ত্রীর পরামর্শে পাগল সেজে বেড়াতে লাগলেম। মন্ত্রী রুমণ্বান ভিক্ষু বেশে উজ্জয়িনীর মহাকালের মন্দিরে আড্ডা নিলেন। কৌশাম্বীর অনেক প্রভুভক্ত ভৃত্য, মন্ত্রীর কৌশলে, মহাসেনের চাকরী গ্রহণ করলে।

উদ। ধন্য যৌগন্ধরায়ণ, ধন্য তোমার প্রভু-ভক্তি! তার পর সখা, তার পর?

অম। মন্ত্রীর উদ্দেশ্য, মহাসেন যেমন হস্তী-কৌশলে আপনাকে বন্দী করেছেন, তেমনি হস্তী-কৌশলে তিনি আপনাকে মুক্ত করবেন।

উদ। কি ক'রে?

অম। মহাসেনের হস্তীশালে এখন আমাদের লোক প্রচ্ছন্ন ভাবে চাকরী নিয়ে আছে। মন্ত্রী এই স্থির ক'রেছেন যে, ঔষধের দ্বারা হস্তী-চালকেরা মহাসেনের হস্তী গুলিকে ক্ষেপিয়ে দেবে। উন্মত্ত হাতীর দল নগর তোলপাড় ক'রে তুলবে, কেউ তাদের বশে আনতে

পারবে না ; কাজেই বাধ্য হ'য়ে তখন ডাক পড়বে আপনাকে। আপনি হস্তী-শাস্ত্রে বিশারদ, এ কথা মহাসেন জানেন। তিনি আপনার হাতে ঘোষবতী বীণা দিয়ে হস্তী যূথকে শান্ত করতে বলবেন, আর আপনিও সেই সুযোগে একেবারে বৃহৎ নালিকা হস্তিনীতে আরোহণ ক'রে, একেবারে উজ্জয়িনী পার ! আপনাকে ধরবার জন্য লোক ছুটবে। প্রচ্ছন্নভাবে আমাদের যে সমস্ত লোক এখানে আছে, মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ তাদেরই সাহায্যে, আপনি যতক্ষণ স্বরাজ্যে নিরাপদে পৌঁছাতে না পারেন, ততক্ষণ বাধা দেবেন। মন্ত্রীর এই অভিসন্ধি আপনাকে জানাবার জন্য আমি এখানে এসেছি মহারাজ !

উদ সুন্দর কৌশল ! কিন্তু তোমায় যে এরা বড় আসতে দিলে ? কোন অপরিচিত লোকের তো এখানে প্রবেশ নিষেধ।

অম আসতে দেয়নি, তবু আমি এখানে এসেছি। কি ক'রে, শুনুন। পাগল সেজে আমি এই উজ্জয়িনীতে থাকি। গোপনে সন্ধান নিই আমাদের লোকেরা কোথায় আছে, কি করছে। একদিন নগরের বাহিরে একটা জনশূন্য মাঠে বসে আছি, দেখলেম সম্মুখের পাহাড় থেকে এক দেবকান্তি যুবা আর এক অসামান্যা সুন্দরী যুবতী নেমে আসছেন। অমন রূপ কখনও

দেখিনি! ভাল ক'রে দেখবার জন্য আমিও অগ্রসর হলেম, তাঁরাও ইতিমধ্যে আমার সম্মুখীন হলেন।

উদ। সখা, এ দেব-দম্পতি কে?

অম। দেব-দম্পতি নয়; এক যক্ষ ও তাঁর স্ত্রী, ধরা ভ্রমণে এসেছিলেন। পৃথিবীর উত্তাপে ক্লান্ত হ'য়ে যক্ষ-পত্নী পিপাসার্ত্তা হন। সৌভাগ্যক্রমে আমার কাছে তখন মহা-কালের প্রসাদি কিছু মোদক আর কমণ্ডলুতে সুপেয় জল ছিল, আমি তাই দিয়ে যক্ষ-পত্নীর তৃষ্ণা নিবারণ করি। যক্ষ আমার প্রতি সন্তুষ্ট হ'য়ে, যাবার সময় আমাকে এই অপূর্ব্ব অঙ্গুরীটী দিয়ে যান। এই অঙ্গুরীর গুণ এই মহারাজ, ডান হাতের আঙ্গুলে প'রে থাকলে আমি সকলকে দেখতে পাব, কিন্তু আমায় কেউ দেখতে পাবে না; আর বাঁ হাতের আঙ্গুলে পরলে, আমি আবার যে মানুষ সেই মানুষ—স্বরূপে প্রকাশ—এই যেমন আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছি।

উদ। এ্যাঁ! বল কি? এ অঙ্গুরীয় তো তাহ'লে দেখছি অতি অদ্ভুত গুণসম্পন্ন। তাহ'লে যৌগন্ধরায়ণের কৌশলে মুক্ত হওয়া অপেক্ষা এই আংটী হাতে দিয়ে চ'লে যাওয়া তো আরও নিরাপদ।

অম। আজ্ঞে মহারাজ! সেটী হবার যো নাই। হস্তান্তর ক'রলে আংটীর গুণ লোপ পাবে। আর একটা কড়ার আছে।

উদ। কি?

অম। যদি কোন ব্রহ্মচারিণী আমায় ভালবাসে আর আমিও যদি তাকে ভালবাসি—আর সে কথা পরস্পরে স্বীকার করি, তাহ'লে এই আংটী তৎক্ষণাৎ গুণশূন্য হ'য়ে পড়বে।

উদ। বটে? সখা, তুমি ভাগ্যবান্ যে এমন অমূল্য আংটী পেয়েছ।

অম। না মহারাজ, এই আংটী পেয়েছি ব'লে আমি ভাগ্যবান্ নই, ভাগ্যবান্—এই আংটীর প্রভাবে আপনার দর্শন আমার পক্ষে সুলভ হ'য়েছে ব'লে।

উদ। যার এমন প্রভুভক্ত মন্ত্রী, যার এমন অনুরক্ত সখা, সে মহা দুঃখেও অতি সুখী। কিন্তু সখা, তোমাদের এত চেষ্টা, এত যত্ন—সব বৃথা।

অম। কেন মহারাজ?

উদ। আমি কৌশাম্বীতে আর ফিরে যাব না।

অম। ফিরে যাবেন না!

উদ। না।

অম। না? কেন, ভৃত্যেরা কি এতই অপরাধী?

উদ। না।

অম। তবে?

উদ। মহাসেন আমাকে কৌশলে বন্দী ক'রেছেন, তাঁর সে বন্ধন ছিন্ন করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত; কিন্তু সখা, মহাসেন-কন্যা বাসবদত্তা যে কোমল শৃঙ্খলে আমায় বেঁধেছেন,

সে শৃঙ্খল হ'তে মুক্ত হওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য। আমি একবার তাকে দেখেছি, আর একবার দেখবার আশায়—আর একটীবার সেই মধুর দৃষ্টি-বিনিময়ের লোভে আজীবন স্বেচ্ছায় এই কারাগারে বাস ক'রতে প্রস্তুত, তথাপি এস্থান ত্যাগ ক'রে, কৌশাম্বী কি—স্বর্গে যেতেও প্রস্তুত নই।

অম। তা হ'লে উপায় ?

উদ। তুমি ফিরে যাও—যৌগন্ধরায়ণকে বল, যদি বাসবদত্তাকে কখনও পাই, তবেই কৌশাম্বীতে ফিরব—নচেৎ এই কারাগারে ব'সে মৃত্যুর আগমন প্রতীক্ষা ক'রব।

অম। আমি তো এর কিছুই বুঝতে পারছিনি, এই কদিনের মধ্যে এমন একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড হ'ল কি ক'রে। কারাগারে এসেও মদনের হাত থেকে নিষ্কৃতি নাই! বলিহারী মদন ঠাকুর! তোমার বালাই নিয়ে মরি। তুমি মহাদেবের ধ্যান ভাঙ্গ, ইন্দ্রকে পাগল কর, নারদকে ঘোল খাওয়াও, তোমার কারসাজীতে বিশ্বামিত্রকেও আঁতুড় বাঁধতে হয়, পরাশরকে শরবিদ্ধ কর—সখা উদয়নকে যে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রবে, তার আর আশ্চর্য্য কি! সখা, বাসবদত্তাকে দেখে যে উন্মত্ত হয়েছেন, আমাদের সখী, সে বাসবদত্তাটী দেখতে কেমন ?

উদ। আমাদের সখী? ব্রাহ্মণ, তোমার বাক্য যেন সফল হয়। দেখতে কেমন? একবার দেখে আমি তার যে চিত্র

এঁকেছি, এই দেখ সখা; নির্জ্জীব চিত্রে তার আভাস মাত্র দেখ! সে প্রাণময়ী যে কেমন, পলক-বিহীন শত চক্ষে, শত বর্ষ চেয়ে থাকলেও সম্যক উপলব্ধি হয় না! অসংখ্য শ্বেত পদ্ম বিশোভিত তড়াগ জলে দাঁড়িয়েছিল—আবক্ষ-নিমজ্জিত,কনক-সরোজ-লাঞ্ছিতবরবপু, চঞ্চল-জল-তরঙ্গে উদ্বেলিত, গলিত-কনক-কান্তি তীরে নীরে মোহকরী রূপ ধারা—মুহূর্ত্তে আমায় উন্মাদ ক'রে দিয়ে গেল! সখা! সখা! আমি বিজিত—আমি বন্দী—আমি পরাধীন!

অম। সবই তো বুঝলেম। কিন্তু মহারাজ,শুধু কারাগারে ব'সে ভাবলে তো কোন উপায় হবে না! যাতে বাসবদত্তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে পারেন, তারও তো একটা উপায় ঠাওরাতে হবে।

উদ। কি ক'রে?

অম। দেখি। চিত্রখানি অনুগ্রহ ক'রে আমায় দিন; আংটীর প্রভাবে তো নির্ব্বিবাদে অন্তঃপুরে যেতে পা'রব; দেখি, মদন পক্ষপাতিত্ব করেছেন, না সে দিকেও পঞ্চশরের জ্বালা ধরেছে।

উদ। চিত্র নিয়ে গিয়ে কি ক'রবে?

অম। রাজ-অন্তঃপুর—সুন্দরী যুবতীর তো অভাব নাই; ছবিখানা হাতে থাকলে চিনে নিতে কষ্ট হবে না।

উদ। সখা! তুমি দৈব প্রেরিত। আমার সৌভাগ্যের জন্যই বোধ হয় তুমি এই দৈব গুণসম্পন্ন অঙ্গুরীয় পেয়েছ; কিন্তু চোরের ন্যায় অন্তঃপুরে প্রবেশ—

অম। আজ্ঞে, চোরের ন্যায় হৃদয়ে প্রবেশটা যদি না দোষের হয়—তাহ'লে এ ক্ষেত্রে ঘটকালী ক'রতে চোরের মত অন্তঃপুর প্রবেশ বোধ হয় বিশেষ নীতিবিরুদ্ধ হবেনা। তার উপর, যখন আমার উদ্দেশ্য হ'ল সাধু।

উদ। বেশ, তাই হ'ক। কিন্তু, সে ললনা যদি আমায় না চায়?

অম। বীণা বাজিয়ে হাতী বশ ক'রতে পারেন, আর একটী অবলার হৃদয় জয় ক'রতে এত ভয়?

উদ। রমণী-হৃদয় যে চিরদিনই অজেয়; তারা স্বেচ্ছায় দান করে, আর অহঙ্কারে বিমুগ্ধ নির্ব্বোধ আমরা, ভিক্ষুকের ন্যায় সে দান গ্রহণ ক'রে মনে করি, কি প্রভাব আমাদের!

অম। আপনি সর্ব্ব শাস্ত্রে পণ্ডিত, এবার রাজ্যে ফিরে গিয়ে, প্রণয়-শাস্ত্রের টোল করবেন, আমি আপনার কাছে বর্ণ-পরিচয় হ'তে প'ড়তে আরম্ভ ক'রব।

উদ। সখা, অঙ্গুরীয় প্রভাবে তোমাকেই লোকে দেখতে পাবে না; কিন্তু চিত্র নিয়ে গেলে তো ধরা পড়বে?

অম। না, মহারাজ! নির্জ্জীব পদার্থ, যা আমার অঙ্গ সংশ্লিষ্ট থাকবে, তাও কারুর প্রত্যক্ষীভূত হবে না।

উদ। উত্তম; তবে তাই হোক; এই চিত্র গ্রহণ কর। তোমার আগমনের অপেক্ষায় আমি উৎকণ্ঠিত হ'য়ে রইলেম।

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

উজ্জয়িনী—বাসবদত্তার কক্ষ

সুসঙ্গতা।

সুস। সখী চিত্রশাল হ'তে ছবিখানি দিয়ে আমায় বল্লেন, কেউ যেন না দেখে, তুমি লুকিয়ে নিয়ে গিয়ে আমার শয়ন-কক্ষে রাখ, আমি মালা গেঁথে নিয়ে যাচ্ছি, মালা দিয়ে একে সাজাব। এ একরকম মন্দ নয়। বাড়ী কৌশাম্বীতে, বিয়ে হয়-হয়, হ'ল না; এলেম সাধ ক'রে মঠে চিরকুমারী হ'য়ে থাকব ব'লে! কিন্তু কি নাছোড়-বন্দা কপাল! সেখান থেকে টেনে নিয়ে এল একেবারে উজ্জয়িনীর রাজগৃহে। চাকরী—সখী-সংবাদ বহন করা নয়, শ্রবণ করা! দেখছি এ প্রেমের পালা থেকে নিষ্কৃতি, বিধাতা আমার অদৃষ্টে লেখেন নি। যাক্,—"কর্ম্মে অধিকার মোর, নহে ফলাফলে।" যা হ'চ্ছে, হ'য়ে যাক! দেখে শুনে বুঝছি, প্রেমের পূর্ব্বরাগটাই ভাল! কোন ঝঞ্ঝাট নাই, ব'সে ব'সে কেবল ভাব, পেলে কি ক'রব, কি কথা কইব, কোথায় বসাব, কি ফুলের মালা গেঁথে পরাব, কি গান শোনাব?

কল্পনার রাজ্যে এই রকম ক'রে দিন একপ্রকার কাটে মন্দ নয়। যত গোল মিলনের পর। যাক, কেউ কোথাও নাই ছবিখানি, তো লুকিয়ে রাখি।

(অলক্ষ্যে অমরক)

অম। তোমার চোখের সামনে কেউ কোথাও নাই বটে, কিন্তু জলজ্যান্ত আমি এসে পড়েছি। একখানা ছবি রাখছে ; কার ছবি ?

সুস। একবার দেখেই সখী ছবিখানি এঁকেছে নিখুঁত ; বাহাদুরী আছে বটে! এইখানে ঢাকা দিয়ে রেখে যাই, কেউ হঠাৎ এসে না দেখে ফেলে।

অম। আমি ছাড়া।

সুস। যাই, দেখি সখীর কেন এত দেরী হ'চ্ছে।

[প্রস্থান।

অম। (স্বমূর্ত্তিতে প্রকাশ) তুমিও দেখগে, আমিও দেখি, কার ছবি তোমার সখী এঁকেছেন ? (দেখিয়া) বা! বা! এযে আমাদের মহারাজের চিত্র! সত্যই তো বাহাদুরী আছে! তা হ'লে দেখছি, মদন দুই পক্ষেই অনুকুল! যাক!—অকূলে একটা কূলতো পেলেম ? মহারাজকে শুভসংবাদটা দিতে পারব! কিন্তু হঠাৎ নয়, আর একটু দেখি। ছবিখানা একলা কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকছে—এর বামে যদি বাসবদত্তার

চিত্রখানি রাখা যায়? (রাখিয়া) বা! বা! কি সুন্দর মানিয়েছে! একেই বলে, যোগ্য মিলন! আজ এই চিত্রের মিলন দেখে অনেক দিনের কথা মনে প'ড়ছে। আমারও একসময়ে এমন দিন তো গিয়েছে! শুধু পূর্ব্বরাগ কেন?—উত্তর, দক্ষিণ, পূব, পশ্চিম সব রকম রাগই তো হ'য়েছিল, কিন্তু বরাতে সইল না! সে গেল বিবাগী হ'য়ে, আমিও সেই থেকে রইলেম বিরাগী হ'য়ে! উঃ কি দম্ভ! একদিন তার সামনে তার এক খেলুনীর রূপের প্রশংসা করি, মনে ক'রলে বুঝি আমি তাকেই ভালবাসি—সে ভুল তার কিছুতেই ভাঙ্গতে পারলেম না! যাক, পুরোণো কথার তোলাপাড়ায় আর কাজ নাই। দু'খানা ছবিই ঢেকে রেখে, আবার অদৃশ্য হই। (অদৃশ্য হওন)

বাসবদত্তা ও সুসঙ্গতার প্রবেশ

বাসব। লুকিয়ে রেখেছ তো? কেউ দেখেনি তো?

সুস। না, কে আর দেখবে?

অম। কেন—আমি?

বাসব। কেমন মালা গেঁথেছি বল?

সুস। চমৎকার! একছড়া গাঁথলে কেন?

বাসব। দু'ছড়ায় কি হবে?

সুস। একছড়া তুমি মহারাজের চিত্রে পরিয়ে দিতে, আর

আমি আর একছড়া তোমার গলায় দিয়ে, সেই ছবির পাশে তোমাকে দাঁড় করিয়ে দিতেম; দেখতেম, কেমন মানায়!

বাসব। উত্তরা! তুমি নিশ্চয় কাউকে ভাল বাসতে। তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে, তোমার হাবভাব দেখে, আমার স্থির বিশ্বাস জন্মেছে, ভালবাসার প্রতিদান না পেয়েই বোধ হয়, তুমি চিরকুমারী ব্রত অবলম্বন ক'রতে গিয়েছিলে।

সুস। ছিঃ! চিরকুমারী-ব্রতধারিণীর কি ভালবাসতে আছে? আমি জীবনে কাউকে ভালবাসিনি বটে, কিন্তু আমায় একজন ব'লত যে আমায় ভালবাসে। কিন্তু দেখলেম, সে তার ভাণ! তোমায় বলিনি? বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙ্গে গেল; ভগবান আগে থাকতেই চোখ ফুটিয়ে দিলেন, কাজেই ভালবাসার চাতুরীতে আমায় আর ঠকতে হয় নি।

অম। ও বাবা! ইনিও যে একজন প্রণয়ের জহুরী! ইনি কে বটে? ও বাবা! যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই যে সন্ধ্যে হয়। এতো সেই সুসঙ্গতা! এতক্ষণতো ভাল ক'রে দেখিনি; আমি বলি কে? এই তো নিজমুখেই বল্লে, "জীবনে কাউকে কখনো ভালবাসিনি" —কিন্তু দেখাত তো যেন কত ভালবাসে! ওঃ! ভাগ্যে বিয়ে করিনি—তা হ'লে কি ঠকাটাই ঠকতে হ'ত?

বাসব। ভালবেসে ঠকা ভাল, কি ভাল না বেসে জেতা ভাল—তা বুঝতে পারিনি।

অম। আমিও না।

বাসব। সখি, মহারাজ উদয়নকে আমি ভালবাসি, কিন্তু তিনি যদি আমায় না ভালবাসেন,—তিনি যদি অন্য কাউকে বিবাহ ক'রে সুখী হন, আমি তো এতটুকুও মনে করি না যে, আমি ঠকলেম। কেন না, আমি তো জানি—আমি তাঁকে ভালবাসি। আমার, তাঁকে ভালবেসে যখন সুখ, তখন তাঁর ভালবাসা পেলেম না ব'লে অসুখ কেন? তিনি আমার প্রিয়—সেইতো যথেষ্ট। তাঁর প্রিয় যদি আমি না হই, তাতে আমার আক্ষেপ কেন? তাঁর মনের উপর আমার তো কোন অধিকার নাই!

সুস। তোমার হৃদয় মহৎ, তোমার ভালবাসা কামনাশূন্য। কিন্তু বোন্—নারীর হৃদয় বড় আততায়ী! সে কাচের মত ভঙ্গুর—জলের মত তরল,—দীপালোকের মত সদা চঞ্চল। এখন মুখে ব'লছ বটে, কিন্তু—যাক—সে কল্পনায় কাজ নাই!

বাসব। সেই ভাল। কোথায় রেখেছ?

সুস। এই যে—(বস্ত্র উন্মোচন করিলেন) একি!

বাসব। কি সখি?

সুস। মহারাজের চিত্রের বাম পার্শ্বে তোমার চিত্র কে রাখলে? তুমি তো আমায় একখানা ছবি দিয়েছিলে?

বাসব। তাই তো! আমার এ চিত্র কোথা থেকে এল? কে আঁকলে?

সুস। একি! নিম্নে যে মহারাজ উদয়নের স্বাক্ষর! তবে—তবে—

অম। আমারও যে কেমন সব গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে! পালাই। হাল তো সব বুঝলেম—মহারাজকে খবর দিইগে। না—আর একটু থেকে যাই। দেখিনা এরা দু'জনে কি করে?

সুস। একি কোন ভৌতিক কাণ্ড? ভৌতিকই হ'ক, আর যাই হ'ক, একটা সমস্যার তো মীমাংসা হ'ল? মহারাজ যে তোমায় ভালবাসেন, তার তো প্রমাণ পাওয়া গেল?

বাসব। আমি এখনও ঠিক বুঝতে পারছিনি।

অম। এ রোগের মজাই ঐ—বোঝা কোন কালেই যায় না, অথচ বোঝবার জন্য প্রাণান্ত।

সুস সখি, দেবতারা কি সদয় হ'য়ে মহারাজের অঙ্কিত এই চিত্র এখানে রেখে গেছেন?

অম। একরকম দেবতাই বই কি?

বাসব। সখি, এই মালা তুমি মহারাজের চিত্রে পরিয়ে দাও, আমার হাত কাঁপছে।

সুস। দাও; এই একগাছি মালা, তোমাদের দু'জনের গলায় পরিয়ে দিই, আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি,

যেন এই কুসুম-ডোরের বন্ধন চিরদিন অটুট হ'য়ে থাকে !

অম। এইবার দেখা দিই ; দেখা দিলে ঐ ছুঁড়ী যদি চিনে ফেলে ? ফেল্লেই বা—ওর সাক্ষীতে আরও প্রমাণ হবে—যে আমি ভূত নই, মানুষ।

অম। মহারাণী !

সুস। কে ডাকলে ?

অম। আজ্ঞে, ভয় পাবেন না ! আমি এখনি নিজমূর্ত্তি প্রকাশ ক'রব কেবল আপনাদের সাবধান ক'রে রাখছি, ভয় পাবেন না।

সুস। ভয় পাবনা কি ? এতো দেখছি ভূতুড়ে কাণ্ড ! কথা শুনতে পাচ্ছি, অথচ কাউকে দেখতে পাচ্ছিনি।

অম। আজ্ঞে, প্রেমটা যে আগা গোড়াই ভুতুড়ে ! ভুতুড়ে ব'লে ভয় পেলেতো চ'লবে না। স্থির হ'য়ে শুনুন।

বাসব। সখি, তুমি অন্তঃপুর রক্ষিণীদের সংবাদ দাও। কি এ ব্যাপার ?

সুস। এ অবস্থায় তোমাকে একা ফেলে যাই কি ক'রে ? এস, এখান থেকে চীৎকার ক'রে ডাকি।

অম। না, তাতে গোলযোগ বাড়বে বই কমবে না। তার চেয়ে আপনারা একটু অবহিত হয়ে শুনুন ; আমি ভূত নই, মানুষ ! আমিই ঐ চিত্র এনেছি !

বাসব। কে তুমি ? কোথায় তুমি ?

অম। আজ্ঞে এই যে! (প্রকাশ)

বাসব। কে এ? এঁকেতো কখনো দেখিনি!

সুস। না, না—একেতো আগে দেখেছি!

বাসব। তুমি দেখেছ? সখি, এ কে?

অম। ওঁকে আর ব'লে কষ্ট পেতে হবে না। মহারাণি, আমিই বলছি। আমি মহারাজ উদয়নের নর্ম্মসখা! জাতিতে ব্রাহ্মণ, পেশা মিষ্টান্নভোজন, উপস্থিত—মহারাজের শ্রীহস্ত অঙ্কিত আপনারই চিত্র নিয়ে এখানে আগমন! মার্জ্জনা ক'রবেন—নেহাত বিপদে পড়েই আমি অন্তঃপুরের মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারিনি। মহারাজ আপনাকে দেখে পর্য্যন্ত আত্মহারা; আমি গোপনে এসে আপনার মনোভাব জেনে তাঁকে ব'লব ব'লে, চোরের মত এখানে প্রবেশ ক'রে যে অপরাধ ক'রেছি, কৌশাম্বীতে গিয়ে, বিচার ক'রে তার দণ্ড বিধান ক'রবেন। আপনার মনোভাব জেনে বুঝছি, এখন্ আপনি আমার সখী—মহারাজ উদয়নের মহিষী—আমার আশীর্ব্বাদের পাত্রী।

বাসব। (স্বগতঃ) ছি ছি! কি লজ্জা! এ ব্রাহ্মণ তো মহারাজকে আমার মনের কথা সব ব'লবে? (প্রকাশ্যে) কিন্তু ব্রাহ্মণ, তুমি এখানে এলে কেমন ক'রে? আর সখি উত্তরা, তুমিই বা একে চিনলে কি ক'রে?

অম। মহারাণি, আপনার সখীর হ'য়ে আমিই উত্তর দিচ্ছি।

আপনার এই সখীটীর বাড়ী কৌশাম্বীতে, আমারও বাড়ী কৌশাম্বীতে। সুতরাং পূর্ব্ব পরিচয়ে আর আপত্তি কি? আর আমি এখানে এসেছি কি ক'রে যদি জানতে চান, তা হ'লে শুনুন। দৈবানুগ্রহে আমি এক অঙ্গুরীয় পেয়েছি। সে অঙ্গুরীয় দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলীতে ধারণ ক'রলে, আমি লোক-লোচনের অগোচর, আর বাম হস্তের অঙ্গুলীতে ধারণ ক'রলে নিজরূপে প্রকাশ!—এই যেমন আপনাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা কচ্ছি।

বাসব। সখা! মহারাজকে বলগে, আমি তাঁর আজ্ঞানুবর্ত্তিণী, আমার প্রতি তাঁর কি আদেশ?

অম। যে আজ্ঞে। আমি এখনি মহারাজকে সংবাদ দিয়ে পুনরায় এসে আপনাকে তাঁর মনোভাব জানাচ্ছি। (স্বগতঃ) এ ছুঁড়ী এখানে এল কি ক'রে, তাতো কৈ জিজ্ঞাসা করা হ'ল না? যাক! কেউই যখন পরস্পরকে ভ'লবাসি না, তখন আর মায়া বাড়িয়ে দরকার কি? আগে তো মহারাজকে খবর দিই।

[প্রস্থান।

বাসব। সখি, একি কোন যাদুকর তার প্রভাব দেখিয়ে গেল? সত্যই কি মহারাজ আমায় ভালবাসেন?

সুস। নইলে তোমার এ চিত্র আঁকবেন কেন?

বাসব। দেখলেম তো এ ব্রাহ্মণ তোমার পূর্ব্বপরিচিত ; তুমি ওকে চিনলে কি ক'রে ?

স্নস। সে অনেক কথা। ছেলেবেলা থেকেই ওকে চিনতেম ; ওরই সঙ্গে আমার বিবাহের সম্বন্ধ হয়, আমিই সে বিবাহ ভেঙ্গে দিই। কেন না ওরই ব্যবহারে আমি বুঝেছিলেম যে মানুষের প্রেম অনিত্য, তার কোন মূল্য নাই। সেই জন্যই তো চিরকুমারী ব্রত নিয়েছি।

বাসব। অন্যায় ক'রেছ।

স্নস। কেন ?

বাসব। পরে বুঝবে। ঐ সখীরা আসছে, তুমি ছবি দু'খানি ঢেকে রাখ ; ওরা দেখলে কি ব'লবে ?

সখিগণের প্রবেশ

(গীত)

না জানি পিরীতি কেমন, কেমন আকার,
কোথা ঘর তার, কেন করে উচাটন মন
এ পিরীতি শিখালে বা কে ?
রসের সাগর উজাড়ি' নিঙাড়ি'
ভূবন ভুলাতে পিরীতি তুলিল যে !
কেউ জেনে ভালবাসে, কেউ না জেনে ভাসে,
কাঁদে হাসে সমান কথা, অটুট এ প্রেমের বাঁধন ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

রাজপথ

হস্তীপৃষ্ঠে উদয়ন ও বাসবদত্তা

উদ। আজ আমার মৃগয়া সার্থক হ'ল! কপট হস্তীর কৌশলে আমি বন্দী হ'য়েছিলেম, তোমার অকপট প্রণয় শৃঙ্খলের বন্ধনে চির বন্দিত্ব লাভ ক'রে আজ আমি ধন্য হ'লেম। শালঙ্কায়ন! সাধ্য থাকে আমায় পুনরায় বন্দী কর।

বাসব। নাথ! ঐ যে উজ্জয়িনীর সৈন্যেরা আমাদের গতিবোধ ক'রতে আসছে।

উদ। আসুক না, ভয় কি? বিজয়লক্ষ্মী সশরীরে আমার পার্শ্ব আলো ক'রে আছে, কার সাধ্য আমাদের গতিরোধ করে!

[প্রস্থান।

ব্রাহ্মণ বেশধারী সশস্ত্র যৌগন্ধরায়ণের প্রবেশ

যৌগ। আমাদের পক্ষীয় যে যেখানে আছ, শত্রু সৈন্যের গতিরোধ কর। সাবধান, যতক্ষণ মহারাজ নির্ব্বিঘ্নে

স্বরাজ্যে উপস্থিত না হন, ততক্ষণ কারও মরবারও অধিকার নাই ! [প্রস্থান।

কৌশাম্বীর সৈন্যগণের প্রবেশ

সৈন্যগণ। জয় মহারাজ উদয়নের জয় !

[প্রস্থান।

শালঙ্কায়ন ও সৈন্যগণের প্রবেশ

শাল। ঐ প্রচ্ছন্ন বেশধারী, উন্মত্ত ব্রাহ্মণ নয়, মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ। ওকে বন্দী কর। ওরই কৌশলে উদয়ন বাসবদত্তাকে হরণ ক'রে পলায়ন ক'রছে।

সৈন্যগণ। জয় মহারাজ প্রদ্যোতের জয় !

[প্রস্থান।

[নেপথ্যে ক্রন্দন ধ্বনি]

নেঃ স্ত্রীলোকগণ। হায় হায় কি সর্ব্বনাশ হ'ল ! কুমারী বাসবদত্তাকে শত্রুতে অপহরণ করলে ?

শালঙ্কায়নের পুনঃ প্রবেশ

শাল। পুরবাসিনীগণের ক্রন্দনধ্বনি আমারই কলঙ্ক ঘোষণা ক'রছে। যদি বাসবদত্তাকে উদ্ধার ক'রতে না পারি, মহারাজকে এ মুখ দেখাব কি ক'রে ?

যৌগন্ধরায়ণকে বন্দী করিয়া কতিপয় সৈন্যের প্রবেশ

১ম সৈন্য। মন্ত্রী মহাশয়, উদয়নের বেগবান্ হস্তীর অনুসরণ আমরা

কেউ করতে পারিনি ; উদয়ন এতক্ষণ উজ্জয়িনীর সীমা অতিক্রম ক'রেছেন, কিন্তু মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ বন্দী।

যৌগ। মন্ত্রী শালঙ্কায়ন! এখন আমার এ বন্দিত্বে কোনও ক্ষোভ নাই। মহারাজের মুক্তির জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেম, সে প্রতিজ্ঞা আমার পূর্ণ হ'য়েছে। আজ আমার কৌশলে মহারাজ শুধু মুক্ত নন, ক্ষত্রিয়বীর্য্যের পুরস্কার স্বরূপ কুমারী বাসবদত্তা তাঁর মহিষী। এখন, এ লৌহশৃঙ্খল কেন, মৃত্যুর নিগড়ও আমার নিকট অতি তুচ্ছ। পরাজিত বন্দীর প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার করুন, আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত।

শাল। যৌগন্ধরায়ণ! তোমার প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহারই ক'রব। সৈন্যগণ, ইনি ভারতের অদ্বিতীয় রাজনীতিবিদ্ শুক্রাচার্য্যের ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি সচিব ; বন্ধন, এঁর প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার নয়—এঁকে এখনই শৃঙ্খলমুক্ত ক'রে উপযুক্ত সম্মান দান কর।

(শৃঙ্খল মোচন)

সৈন্যগণ। জয় মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের জয়!

যৌগ। শালঙ্কায়ন! তোমার এ ব্যঙ্গ লৌহ শৃঙ্খল অপেক্ষাও কঠিন ; এর অপেক্ষা মৃত্যুই আমার বাঞ্ছনীয় ছিল।

শাল। না যৌগন্ধরায়ণ, এ আমার ব্যঙ্গ নয়, এ মহতের প্রতি আমার অকপট হৃদয়ের সম্মান জ্ঞাপন!

যৌগ। শালঙ্কায়ন! তুমি অতি মহৎ, তোমার নিকটে আমি

আনন্দ সহকারে মস্তক অবনত ক'রছি। এইখানেই তোমার জয় সম্পূর্ণ; আমি আজ জয়ী হ'য়েও তোমার নিকট পরাজিত।

প্রদ্যোতের প্রবেশ

প্রদ্যোত। এখনও সম্পূর্ণ নয় ব্রাহ্মণ! মন্ত্রী শালঙ্কায়ন যার সূচনা করেছিলেন, যৌগন্ধরায়ণ যার পুষ্টিসাধন করেছেন, আজ আমিই তা সম্পূর্ণ ক'রব। আমার চিরদিনের সাধ ছিল, বাসবদত্তাকে উদয়নের হস্তে অর্পণ করি; এই নিমিত্তই আমি এতদিন ভারতের সকল রাজাকেই প্রত্যাখ্যান ক'রে এসেছি। শালঙ্কায়ন আর যৌগন্ধরায়ণ! তোমাদের জন্যই আজ এই আশা ফলবতী হ'ল। উদয়ন বাসবদত্তাকে বীর্য্যশুল্কে গ্রহণ ক'রে ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্যই করেছে। আমি তাকে বাসবদত্তাকে দান করলেম। ক্ষত্রিয় সমাজে বিধি আছে, যেখানে পাত্র পাত্রী উপস্থিত নাই, সেখানে চিত্রে বিবাহ সম্পাদিত হয়; এ ক্ষেত্রে তাই হ'ক। আমি চিত্রে অঙ্কিত বাসবদত্তাকে চিত্রাঙ্কিত উদয়নকে সমর্পণ ক'রব। মন্ত্রি! আপনি অন্তঃপুরে সংবাদ দিন, যোগ্য উৎসবের আয়োজন হ'ক।

শাল। যথা আজ্ঞা মহারাজ!

যৌগ। এর অপেক্ষা আর আনন্দ এ ভৃত্যের পক্ষে কি হ'তে

পারে জানি না মহারাজ! আমি ব্রাহ্মণ, আশীর্ব্বাদ করি এই বিবাহ জয়যুক্ত হ'ক। শালঙ্কায়ন, (তুমি) মহারাজকে বন্দী ক'রে সুহৃদের কাজ করেছ, তুমি আমার পরম সুহৃদ।

প্রদ্যোত। আসুন সকলে, মহারাণী উৎকণ্ঠায় আছেন, এ শুভ সংবাদ তাঁকে জ্ঞাপন করি।

কঞ্চুকীর প্রবেশ

কঞ্চুকী। মহারাজ!

প্রদ্যোত। কি সংবাদ বাদরায়ণ?

কঞ্চুকী। কাশীরাজ প্রেরিত দূত আচার্য্য জৈবন্তী, উদয়ন কর্ত্তৃক বাসবদত্তা হরণ, মহারাজেরই কৌশল অনুমান ক'রেছেন।

প্রদ্যোত। তাই যদি হয়?

কঞ্চুকী। তিনি ব'লেছেন, এরূপ আচরণে বাসবদত্তার পাণিপ্রার্থী সকল রাজাকেই উপেক্ষা করা হ'য়েছে। আপনাকে আর উদয়নকে এর জন্য বোধ হয় অচিরে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হ'তে হবে।

প্রদ্যোত। আচার্য্য জৈবন্তী দূত, তাঁকে বলবেন—এর উত্তর দূত মুখে নয়—আমি স্বয়ং রণক্ষেত্রে যদি কখনও কাশীরাজের সাক্ষাৎ পাই—তরবারি মুখে জ্ঞাপন ক'রব

যৌগ। আরও বলবেন যে, উদয়নের ভৃত্য যৌগন্ধরায়ণ এখনও জীবিত এবং বন্দী হ'য়েও মহারাজ প্রদ্যোতের সৌজন্যে মুক্ত।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বাসবদত্তার কক্ষ

সুসঙ্গতা

(গীত)

কেন নীর ধারা নীরস নয়নে ?
বিগত জীবন কেন ভাসে গো স্বপনে ?
কি জানি কি চাহে প্রাণ,
সুখ সাধ অবসান,
কেন এ বিষাদ গান (আজি) পড়ে গো মনে ?
চেতনা সহিতে শুধু. কি যাতনা অযতনে ॥

বাসবদত্তা চলে গেল, আমি কতদিনে ছুটি পাব ? অমরকের সঙ্গে দেখা হ'ল, সেও তেমন কিছু ব'ল্লে না. আমিও কিছু ব'ল্লেম না। তার ব্যবহারে স্পষ্টই তো বোঝা গেল, সে সত্যই আমাকে কখনও ভালবাসত না। যদি আমার উপর এতটুকুও মায়া থাকত, তা হ'লে, কতদিন পরে দেখা, আদর ক'রে কি একটা মিষ্টি কথাও কইত না; কি জিজ্ঞাসা ক'রত না "কেমন আছ ?" "এতদিন কোথায় ছিলে ?" না—ভগবান যা করেন, ভালর জন্যই করেন।

(নেপথ্যে) উত্তরা !

সুস। বোধ হয় মহারাণী ডাকছেন, যাই।

[প্রস্থান।

অপরদিক্ হইতে অমরকের প্রবেশ

অম। যাক্ নিশ্চিন্ত! রাজা বাসবদত্তাকে নিয়ে বোধ হয় এতক্ষণ স্বরাজ্যে পৌঁছেচেন। ভাগ্যে এই আংটী পেয়েছিলেম, তাই এত সহজে কার্য্যসিদ্ধি হ'ল। এবার আমিও সরে পড়ি, আর কেন এখানে? আমি হাওয়া হয়ে চলে যাব, আমায় তো কেউ দেখতে পাবে না, তবে আর ভাবনা কি? সুসঙ্গতার সঙ্গে দেখা হ'ল, কিন্তু জিজ্ঞাসা করা হ'ল না—এখানে কতদিন আছে, কেমন আছে, কি করে। যাক্, আমার জিজ্ঞাসা ক'রবার দরকার কি? তার সঙ্গে সম্বন্ধই বা কি? একদেশে বাড়ী, চেনা ছিল, এই পর্য্যন্ত। দেখা না হ'লে, তার কথাই হয়তো মনে প'ড়ত না। সেও আমায় ভালবাসে না, আমিও তাকে ভালবাসি না; তবে আর তার কথা ভাবি কেন?—এই যে, মনে ক'রতেই এই দিকে আসছে। দেখা দেব না কি? না—কাজ নাই। ক্ষতিই বা কি? একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রেই যাই না,—অনেক দিনের আলাপ। কাজ নাই, সরেই পড়ি। না, থাকি। থাকি, না যাই? যাই, না থাকি? দু'টো এক সঙ্গে হয় না? এঃ—এসে পড়ল যে!

সুসঙ্গতার প্রবেশ

সুস। (স্বগতঃ) মহারাণী ব'ল্লেন চিত্র দু'খানি নিয়ে যেতে হবে। চিত্রে বিবাহ! নূতন বটে! (প্রকাশ্যে) একি! তুমি!—তুমি এখানে? এখনও যাওনি?

অম। তাই তো, যাইনি নাকি?

সুস। কি মনে হয়?

অম। কৈ, মনে তো কিছুই হয় না।

সুস। রাজা চ'লে গেলেন, বাসবদত্তা চ'লে গেল, তবু তুমি এখনও এখানে কেন?

অম। আমি তো যাচ্ছিলেম, এমন সময় তুমি এলে। কেমন আছ? কতদিন এখানে আছ? শুনেছিলেম না, তুমি চিরকুমারীব্রত নিয়েছ? তবে এ রাজ-সংসারে কেন? সেটা কি মিছে কথা?

সুস। মিছে নয়, সত্য; চিরকুমারীই তো আমি। দশ বছর ত্রিপুরা মঠে ছিলেম। মঠের নিয়ম, বারো বছর ব্রহ্মচর্য্য পালন ক'রতে হবে, তারপর ভিক্ষুণীর বেশ—গেরুয়া। আমার আর দু'বছর বাকী। মঠ-স্বামিনী সংসারের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য এখানে পাঠিয়েছেন, এইবার মঠেই ফিরে যাব।

অম। অভিজ্ঞতা? কি অভিজ্ঞতা লাভ ক'রবে? দেখে আর কতটুকু অভিজ্ঞতা হবে? তার চেয়ে যদি কোন

ভাগ্যবান্‌কে বিয়ে ক'রতে, তোমার অমন গুণ— কাউকে যদি ভালবেসে সংসারী হ'তে, সংসারের কত উপকার হ'ত বল দেখি? তা না ক'রে, এ তুমি খেয়ালের বশে কি ক'রলে?

সুস। ভালবাসা—বিবাহ—শুনতে বেশ, কিন্তু আমার মঠের শিক্ষা, চিরব্রহ্মচারিণীর উপদেশ, সংসার-ত্যাগী সাধুর উক্তি কি বলে জান? বিবাহ, প্রেম—এ সবই মায়া, এর কোন মূল্য নাই, মর্য্যাদা নাই। ভালবাসা—ক্ষণিকের মোহ। বিবাহ—লালসা মেটাবার একটা বৈধ উপায়। রূপ দেখে আকৃষ্ট হই, ভালবাসি; গুণে মুগ্ধ করে; কিন্তু এ রূপ গুণের তো একটাও স্থায়ী নয়; কালে হয়, কালে যায়; রূপ মিছে, ভালবাসা মিছে, মানুষ মুখে মিছে বলে তোমায় ভালবাসি; কিন্তু অন্তরে তার দৃষ্টি অন্যদিকে; কাজেই এই অনিত্য মানুষের ভালবাসার সুখে লুব্ধ না হ'য়ে, নিত্য সুখের আশা কি ভাল নয়?

অম। ওঃ অনেক কথা শিখে ফেলেছ দেখছি। বেশ, তা হ'লে খুব আনন্দে আছ?

সুস। থাকব না কেন? কারুর তো ধার ক'রে খাইনি।

অম। ধার ক'রে খেলেই বুঝি যত দোষ?

সুস। তা নয়তো কি?

অম। কিন্তু ধার ক'রে যদি আর দিতে না হয়?

সুস। দিতেই হবে; এ জন্মে না হয়, পর জন্মে।

অম। ইহ জন্ম পর জন্ম, সবই দেখছি নখাগ্রে! যাক, বুঝলেম ভালই আছ, দেখে বেশ আনন্দ হ'ল।

সুস। আমার ভাল থাকায় তোমার আনন্দ নিরানন্দ কি? তুমি কেমন আছ?

অম। আমি? বেশ আছি, আমার তো নিত্য সুখের কোন, বালাই নাই। দিব্যি মানুষের অনিত্য ভালবাসায় নেচে গেয়ে বেড়াচ্ছি; মিষ্টান্ন ভোজন, দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শয়ন, প্রিয় সঙ্গ, বয়স্যোচিত রঙ্গ! খারাপ আর থাকব কেন?

সুস। তাহ'লেই হ'ল। তোমার কথা তো শুনলেম, হাঁ— ললিতা কেমন আছে?

অম। ভালই আছে। রমণী জীবনে যা বাঞ্ছনীয়, সবই পেয়েছে; মনোমত স্বামী, আবার সেই স্বামীর প্রাণ-ঢালা ভাল-বাসা, সংসারে কোন অভাব নাই, অনাটন নাই। তোমারি তো এক বয়সী? কতদিন আগে দেখেছিলেম কিন্তু তখনকার চেয়ে এখন যেন রূপ আরও ফেটে প'ড়ছে!

সুস। হাঁ, সেতো বরাবরই আমার চেয়ে দেখতে ভাল।

অম। সে তুমি যা বল, তোমার চোখে।

সুস। আমার চোখে কেন, তোমার চোখে কি নয়?

অম। নয় কেন? যে সুন্দর, সে সব চোখেই সুন্দর; বিদ্বেষের চক্ষু ছাড়া—কি বল?

সুস। আমাদের কথা কিছু বলে? আমাদের তার মনে আছে?

অম। মনে নাই? কত বলে; কত গাল দেয়।

সুস। (স্বগতঃ) গাল দেয়, এখনও রাগ! আমি তো তাই বুঝেই সরে পড়লেম। (প্রকাশ্যে) গাল দেয় কেন? আমি তার কি ক'রেছি যে, সে আমায় গাল দেয়? আমি তো আর তার সুখের প্রতিবন্ধক হইনি?

অম। মনে মনে সে ইচ্ছাও ছিল নাকি? তুমিও কি, সে যাকে ভালবাসে তাকে পেয়ে বসেছিলে?

সুস। ছি! এ তুমি কি ব'লছ? তুমি জান আমি জীবনে কখনও কাউকে ভাল বাসিনি; আর এখন চিরকুমারী আমি, এ অনিত্য ভালবাসার কথা আমায় শুনতেও নাই!

অম। না—তোমার যে এতটা বৈরাগ্য হয়েছে তা আমার জানা ছিল না; তবে কখনও যে কাউকে ভাল বাসতে না, এটা জানতেম বটে! তোমার ব্যবহারেই তো বুঝেছিলেম—যাক, সে পুরোনো কথায় আর কাজ নাই। তুমিও তোমার পথ বেছে নিয়েছ, আমিও আমার পথ বেছে নিয়েছি—কোন আক্ষেপ আর নাই। তবে, অনেক দিন পরে দেখা হ'ল, তাই দাঁড়িয়ে দু'টো কথা কইলেম—নইলে তোমার যে ব্যবহার, তাতে আর কেউ হ'লে তোমার সঙ্গে কথাও কইত না।

সুস। আমার ব্যবহার? কি অন্যায় ব্যবহার আমার দেখেছ যে, তুমি আমায় এ কথা ব'লছ?

অম। "ন্যায় অন্যায় জানিনি; কিন্তু মনে ক'রে দেখ দেখি তোমার আচরণ? ছেলেবেলা থেকে ভাব, ছেলেবেলার খেলুনী, ছেলেবেলা থেকে, ক্রমে জ্ঞানের সঙ্গে, আমরা পরস্পরেই তো জানতেম আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধ কি? তারপর এখন তুমিই তো, ছেলেরা যেমন সাজানো খেলাঘর নির্ম্মম হ'য়ে ভেঙ্গে দেয়, তেমনি নির্ম্মম হ'য়ে সে সাধের সাজানো ঘর ভেঙ্গে দিলে; নইলে আজ কি তোমায় মঠে মঠে ভিক্ষুণী সেজে বেড়াতে হ'ত!

সুস। আমি ভিক্ষুণী সেজে বেড়াই না বেড়াই, তাতে তোমার কি? একথা নিয়ে বিদ্রূপ ক'রবার তোমার অধিকার কি? এতো আমার আনন্দ! কিন্তু তুমি আমায় বলবার কে?

অম। আমি কোন কালেই তোমায় বলবার কেউ নই; এ তোমার আনন্দ তা আমি জানি।

সুস। হাঁ, এই জানবার জন্যই তো তোমার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ পাকা হ'লে আমি স্পষ্ট ক'রে বলেছিলেম যে তোমাকে কখনও বিবাহ ক'রব না। তোমায় চিনতে পেরেছিলেম বলেই তো সংসার থেকে দূরে এসে দাঁড়িয়েছি, নইলে আজ আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ত বল দেখি? তুমি আমায় প্রতারণায় ভুলিয়ে চিরজীবন তোমার দাসী ক'রে রাখতে!

অম   সেটা পারনি কি না, তাই বড় বিদ্রূপ করা হচ্ছে! প্রতারণা?

সুস   নয়তো কি তোমার ভালবাসার প্রতিদান? আমিও তো জানতেম তোমায় আমায় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধ কি। তারপর,—ললিতা এল, দু'জনে খেলতেম, তিনজন হ'ল, কিন্তু আমি দেখলেম কি? বুঝলেম কি? ললিতাই তোমার সব। আমার চোখ এড়াবে মনে ক'রেছ? আমি কি দেখিনি, আমার অসাক্ষাতে তুমি তাকে কত আদর ক'রতে, লুকিয়ে তাকে কত খেলনা এনে দিতে, তার যত আবদার ছিল তোমার উপর? তারপর, এখন? সেও মনোমত স্বামী পেয়ে সুখী হয়েছে, তুমিও আনন্দে আছ। আমি ভিক্ষুণী হই আর যাই হই, তোমার কি? তুমি তো মনোমত ভার্য্যা পেয়ে সুখী?

অম   মনোমত ভার্য্যা! মূলে স্ত্রী নাই, উত্তর শিয়র! তুমি আবোল তাবোল কি বকছ? তুমি কি মনে করেছ আমি ললিতাকে বিয়ে করেছি? নিজে আমায় প্রত্যাখ্যান ক'রে আবার উল্টো চাপ দিচ্ছ?

সুস   উল্টো চাপ কি রকম? অমরেন্দ্রের সঙ্গে ললিতার বিয়ে হয়েছে, এতো আমি স্পষ্ট জানি।

কে বলছে, না? সে আমিও তো স্পষ্ট জানি।

সুস   তবে?

অম। তবে আমি ভট্ট অমরক; আর ললিতার স্বামী আচার্য্য অমরক। আমিই তো দাঁড়িয়ে থেকে ললিতার বিয়ে দিই। তুমি আমায় প্রত্যাখ্যান ক'ল্লে, আর আমার সঙ্গে দেখা ক'ল্লে না; আমি ললিতাকে ছোট বোন্‌টীর মত ভালবাসতেম! আহা অনাথা! আমাদের দেশে এল, তার মামার বাড়ী, আমিই উদ্যোগী হ'য়ে তার বিয়ে দিলেম। তারপর শুনলেম, তুমি চিরকুমারী ব্রত নেবার জন্য মঠে গিয়েছ। আমি হঠাৎ হাতের কাছে কিছু করবার মত না পেয়ে, মহারাজ উদয়নের আশ্রয়ে এসে পড়লেম। এখন আমার দোষ দিচ্ছ?

সুন। তুমি কি বলছ? তোমার একথা কি সত্য?

অম। তোমার এখনও আমায় অবিশ্বাস? তুমি নিত্য সুখের আস্বাদ পেয়েছ, তুমি জান তোমার নিত্য সুখ কি, তাতে কি আনন্দ; কিন্তু আমার নিত্য সুখ তুমি। তুমি বিশ্বাস ক'রবে কিনা জানিনা, আমি ইষ্টধ্যানে তোমার আনন্দ-মূর্ত্তি দেখি; আমার সর্ব্বকার্য্যে তুমি, আমার সর্ব্বচিন্তায় তুমি, আমার সর্ব্বকল্যাণে তুমি! তোমার স্মৃতি আমার আনন্দ, তোমার বিস্মৃতি আমার নিরানন্দ! তোমার ধ্যানে আমি দশ বৎসর পরমানন্দে কাটিয়েছি। যদি আর কখনও তোমার সঙ্গে দেখা না হ'ত, তাহ'লে চির-জীবন তোমার ধ্যানে আনন্দেই কাটাতেম। আমি মনে করেছিলেম যে আমি তোমায় ভুলেছি, কিন্তু দশ বৎসর

পরে হঠাৎ তোমায় এখানে দেখে সে ভুল আমার ভেঙ্গেছে। না না, আমি তো তোমায় ভুলিনি—ভুলতে পারিনি—নইলে এখনও আমি এখানে কেন?

সুস   আর আমি? আমি? চিরকুমারী-ব্রতধারিণীর চিত্তে এ বিক্ষেপ কেন? আমি কি সত্য কখনও তোমায় ভাল-বাসতেম? আমি কি এখনও তোমায় ভালবাসি? না—না—

(দ্বৈত গীত)

সুস।— আমি ভুলিব বলিয়ে, ভেলায় ভেসেছি
অকূল এ ভব সাগরে।

অম।— আমি অমিয়া তেয়াগি', গরল খেয়েছি
ভুলিব বলিয়া তোমারে॥

সুস।— আমি মরম জ্বেলেছি, নিরাশ অনলে,

অম।— আমি গাঁথিয়াছি মালা নয়নের জলে,

সুস।— আমি ভালবাসিনি—

অম।— আমি ভানে ভুলিনি,

সুস।— আমি পেয়েছি,

অম।— আমি চেয়েছি,

সুস।— আমি যতনে রেখেছি জ্বালা
অতি আদরে।

উভয়ে।— দু'জনে জ্বলেছি দু'জনে সহেছি,
দু'জনে ভেসেছি পাথারে॥

নেপথ্যে। কোথায় গেল উত্তরা? ছবি আনতে গেল, এখনও তো ফিরল না। উত্তরা—উত্তরা!

সুস। কি সর্ব্বনাশ! আমি যে ছবির কথা একেবারেই ভুলে গেছি। এখনি বুঝি এরা এসে প'ড়ল, তুমি লুকোও, অদৃশ্য হও।

অম। অদৃশ্য তো হচ্ছি, কিন্তু তোমার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে?

সুস। সে কথা পরে—তুমি এখনি অদৃশ্য হও—ওরা এসে প'ড়ল ব'লে।

অম। আমার আর অদৃশ্য হ'তে কতক্ষণ? এই হাতের আংটী খুলে, এই আঙ্গুলে পরলেম—আর কি! আর আমায় দেখা যাচ্ছে না তো?

সুস। আর দেখা যাচ্ছে না কি? এই যে তুমি জল জ্যান্ত দাঁড়িয়ে আছ!

অম। অ্যাঁ! বল কি? এই তো আংটী বাঁ হাত থেকে খুলে ডান হাতে পরিছি, এখনও আমায় দেখতে পাচ্ছ?

সুস। পাচ্ছি বৈ কি। (স্পর্শ করিয়া) এই যে তুমি, এই যে তুমি।

নেপথ্যে। উত্তরা! উত্তরা!

সুস। যাচ্ছি। কি ছেলেমানুষী ক'রছ? এখনি অদৃশ্য হও, নইলে এখনি ওরা তোমায় দেখে ফেলবে।

অম। আরে আমারও তো একান্ত ইচ্ছা, কিন্তু হই কি ক'রে?

এই তো আংটী বাঁ হাত থেকে ডান হাতে প'রেছি, কিন্তু আর তো ভেল্‌কি খাটে না।

সুস। খাটে না কি? এখনি যে ধ'রে ফেলবে। অন্তঃপুর মধ্যে তুমি পুরুষ মানুষ, কি হবে বুঝতে পারছ না?

অম। বুঝতে আর পারছিনি? বুঝতে পেরেই তো ভয়ে কাঁপছি! আরে—যক্ষের কথায় বিশ্বাস ক'রে, আংটীর ভেল্‌কিতে প'ড়ে কি বিপদেই পড়লেম গা! আংটীর গুণ তো আর ফলে না দেখছি!

সুস। এর আবার গুণাগুণ আছে নাকি?

অম। আছে বৈ কি। আমার মাথা খেতে দেখছি, গুণের চেয়ে এর অগুণই বেশী।

সুস। অগুণ কি?

অম। আমার আদ্য শ্রাদ্ধ! কোন্ গয়ায় পিণ্ডি দিলে এ থেকে উদ্ধার হব তাতো জানিনি।

সুস। কি ছেলেমানুষী ক'রছ? এর গুণ গেল কিসে?

অম। তোমায় ভাল বেসে।

সুস। দেখ, ঠাট্টা নয়, রাজ অন্তঃপুর—ঐ সব এই দিকে আসছে; তুমি যদি ধরা পড়, তোমার আমার দু'জনেরই সর্ব্বনাশ!

অম। তাতে আর কোন সন্দেহ নাই—কিন্তু উপায়ও নাই। আংটীর কথা এই—যদি কোন ব্রহ্মচারিণী আমায় ভাল বাসে আর আমিও যদি তাকে ভালবাসি, আর সে কথা

পরস্পরে স্বীকার করি, তাহ'লে আংটী পূর্ব্বগুণ হ'তে তখনই বঞ্চিত হবে। হায় হায়! আমার মাথা খেতে কেন তুমি আমায় ব'ল্লে যে ভালবাস?

স্বস তুমিই বা কেন ব'ল্লে যে আমায় ভালবাস?

অম তাইতো, কি ঝকমারিই ক'রে ফেল্লেম! দোহাই যক্ষ! আবার যদি কখনো দেখা হয়, তোমার স্ত্রীকে ভাল ক'রে মোদক আর ঠাণ্ডা জল খাওয়াব। তোমার আংটীতে গুণ অন্ততঃ আজকের দিনের জন্য ফিরিয়ে দাও বাবা! হায় হায়! শেষে এই হ'ল?

রাণী অঙ্গারবতীর প্রবেশ

অঙ্গার। উত্তরা, অনেকক্ষণ তো চিত্র আনতে এসেছ, এখনও ফিরছ না কেন?—একি! রাজ অন্তঃপুরে, কুমারীর শয়ন কক্ষে, কে এ যুবক? উত্তরা! কে এ?

স্বস। মহারাণি, ইনি আমার স্বামী।

অঙ্গার। স্বামী! তুমি না চিরকুমারী? আর, তুমি? রাজ-অন্তঃপুর কি প্রহরীশূন্য? অন্তঃপুর-রক্ষিণী কে আছ?

দুই জন প্রহরিণীর প্রবেশ

প্রহরিণী। আদেশ মহারাণি!

অঙ্গার। এই অপরিচিত যুবক আর এই উত্তরাকে বন্দী ক'রে মহারাজের নিকট নিয়ে এস। এরা অন্তঃপুরের মর্য্যাদা নষ্ট করেছে, দু'জনেই শাস্তি যোগ্য।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কৌশাম্বী রাজোদ্যান

(সখীগণের গীত)

প্রাণে প্রাণে মেশামিশি ।
হৃদয়ে উথলে মধু, অধরে ধরে না হাসি ।
মিলে চাঁদে চাঁদে,
রতি মদন বাঁধা আঁখি ফাঁদে,
উদয় প্রণয় ভানু বিরহ-তমসা নাশি ।
মধুরে মাধুরী লীলা—আলো ছায়া পাশাপাশি ॥

[প্রস্থান ।

উদয়ন ও বাসবদত্তার প্রবেশ

উদ । পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য্য, সমস্ত মাধুর্য্য ও সুষমা একটী শব্দকে আশ্রয় ক'রে আছে ।

বাসব । সে কি নাথ ?

উদ । ভালবাসা ।

বাসব । সত্য ।

উদ । যখন তোমায় দেখিনি, তোমায় পাইনি, এ সংসার শুষ্ক বদরীর মত নীরস মনে হ'ত ! আর আজ সেই ফুল, সেই রাগময়ী উষা—সেই মধুর উজ্জ্বল আকাশ, সকলেরই

যেন বর্ণ অর্থ বদলে গেছে। পৃথিবী প্রাণময়ী—সংসার মাধুর্য্যের অনন্ত উৎস!

বাসব। সে তোমারি গুণে নাথ।

উদ। প্রিয়ে! ঘোষবতী বীণা বাজাবার তোমার আর আগ্রহ নাই কেন?

বাসব। না নাথ! আর আমার বীণা বাজাবার সাধ নাই। তোমায় দেখে, তোমায় পেয়ে আমার সব সুর হারিয়ে ফেলেছি! আমার প্রাণে এখন একটী সুর আছে, সে সুর তুমি। বরং তুমি বীণা বাজাও, আমি শুনি; যেমন তুমি নিশীথ রাত্রে অবন্তীতে বাজাতে! সে সুরের রেশ এখনও আমার কাণে অহরহ সুধা বর্ষণ করে। সেই গান বাজুক, যে গানে জড়-জগৎ প্রাণময়ী হয়।

(গীত)

গাও বীণা সেই গান।
যে গানে গোকুলে, অকূলে কিশোরী
হেলায় পেয়েছে ত্রাণ।
গাও প্রাণ খুলে, আপনা ভুলে—
সুরে সুরে ছেয়ে, মধু উছলি ফুলে,
কূলে কূলে ভরা, করি যমুনা উজান।
তোল তোল তান—হৃদি ভেদী গান,
গ্রামে গ্রামে যার, উঠিবে ঝঙ্কার,
অমরা আসিয়ে লুটিবে ধরায়, ভুলে গিয়ে অভিমান॥

উদ। সুন্দর গান! অতীতের স্মৃতি জীবন্ত হয়ে চোখের সামনে ফুটে ওঠে। তোমার গান শুনলে আমারও আর বীণা বাজাতে ইচ্ছা হয় না।

জনৈক পরিচারিকার প্রবেশ

পরি। মহারাজ! মন্ত্রী মহাশয় দর্শন প্রার্থনা করেন।

উদ। এত কি বিশেষ প্রয়োজন? তুমি এইখানেই তাকে আসতে বল।

[পরিচারিকার প্রস্থান।

প্রিয়ে, মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের জন্যই তোমাকে আমি সহজে পেয়েছি। যৌগন্ধরায়ণ যদিও মন্ত্রী, কিন্তু সে আমার সহোদরাধিক আত্মীয়।

বাসব। হঠাৎ মন্ত্রীর আগমনে আমার প্রাণ একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে কেন কেঁপে উঠল নাথ?

যৌগন্ধরায়ণের প্রবেশ

যৌগ। মহারাজ! মার্জনা করবেন, বিশেষ বিপদে পড়েই আপনার বিরামে ব্যাঘাত দিতে বাধ্য হয়েছি।

উদ। বিপদ ও সম্পদ ক্ষত্রিয়ের দুই ক্রীড়ার বস্তু, কি প্রয়োজন বল?

যৌগ। অবন্তীরাজকন্যার পাণি প্রার্থনায় যে সকল রাজা প্রদ্যোতের নিকট দূত পাঠিয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই

মহারাজ কর্ত্তৃক বাসবদত্তা হরণে অপমানিত হন; এতদিন পরে তারা প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রস্তুত।

উদ। বটে? তাঁদের উদ্দেশ্য কি?

যৌগ। আপনাকে পরাজিত ক'রে কৌশাম্বী তাঁদের অধিকার ভুক্ত ক'রবেন ব'লে সকলে মিলিত হয়েছেন। এই বার্ত্তা ল'য়ে দূতও আগত,—উত্তরের জন্য অপেক্ষা কচ্ছে।

উদ। মিলিত শক্তি! মিলিত তৃণগুচ্ছে উন্মত্ত হস্তীকে বন্ধন করা সহজ, কিন্তু প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার গতি তাতে নিবারিত হয় না। মন্ত্রী, এ নিমিত্ত চিন্তার কোন কারণ নাই। তুমি আমার বাহিনীকে প্রস্তুত হ'তে আদেশ দাও। কাশীরাজ এবং সম্মিলিত রাজগণ জানুক যে, বৎসরাজ উদয়ন শুধু বীণার ঝঙ্কারে অভ্যস্ত নয়, অস্ত্রের ঝঙ্কারও তার সমধিক প্রিয়।

যৌগ। যথা আজ্ঞা দেব!

[প্রস্থান।

বাসব। নাথ, এখনি কি যুদ্ধে যাবেন?

উদ। হাঁ প্রিয়ে! রণরঙ্গে তোমার প্রণয়-গীতি ক্ষণেকের জন্য ভুলতে হবে। এ আক্ষেপ, না আনন্দ?

বাসব। আপনি ভারতের রাজগণের মধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ! এ আমার আনন্দ! আপনি রণক্ষেত্রে অর্জ্জুনের ন্যায় যশস্বী হ'য়ে ফিরে আসুন, আমি সুভদ্রার গর্ব্ব নিয়ে,

আপনাকে বিজয়মাল্যে বরণ করবার জন্য প্রস্তুত হই! আমি ক্ষত্রিয়াণী, ক্ষত্রিয় মহিষী—এ সংবাদে আমার আক্ষেপ কেন হবে নাথ?

উদ। ভরত রাজবংশের আদর্শ মহিষী হ'য়ে তুমি যশোভূষিতা হও, এই আমার বাঞ্ছা।

বাসব। চল নাথ, আমি সহস্তে তোমায় রণবেশ পরিয়ে দিই।

উদ। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

অমরক ও সুসঙ্গতা

অম। এমন নাকালও কখন হই নি, আর এমন হাতে নাতে বোধ'হয় কেউ কখনও ধরাও পড়েনি! ওঃ কি আংটীই পেয়েছিলেম! আর এদের ভাবও তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি নি! সব শুনে একটা কথাও তো আমার বিশ্বাস ক'রলে না—কিন্তু শাস্তি না দিয়ে—দু'জনকে এখানে আটকে রেখে দিলে! শেষটা না খেতে দিয়ে মারবে নাকি?

সুস। এখনও খাই-খাই? এত লাঞ্ছনাতেও পেট ভ'রল না!

অম। কৈ আর ভ'রল! বামুনে ক্ষিদে কিনা—কিছুতেই তো মেটে না! দেখনি—আহারের আগেও গণ্ডুষ—পরেও গণ্ডুষ! অর্থাৎ একবার শেষ ক'রেও আবার গোড়া পত্তন ক'রতে চায়!

সুস। তুমিই তো এই গোল বাধালে?

অম। আমি আর কি ক'রব বল! স্ত্রীলোক যদি বলে ভালবাসি—এমন পুরুষ তো নাই যে, সে ফাঁড়া কাটিয়ে ওঠে! তুমি যদি আর একটু চেপে থাকতে!

সুস। আমার তো আর তোমাদের মত ভেতর বার নাই! বরাবর সোজা পথে চলি—চাপাচাপির ধার কোন

কালেই ধারিনি! যখন বুঝেছিলেম—তুমি ভাল-বাসনা—কোন কথা শুনিনি, কোন দিকে চাইনি—সোজা মঠে গিয়ে উঠেছিলেম; তারপর যখন দেখলেম তুমি কাতর—তোমার চোখ ছল ছল ক'রছে, কথা জড়িয়ে আসছে—তখন আর চুপ ক'রে থাকতে পারলেম কৈ? দশ বছরের বাঁধ এক লহমায় ভেঙ্গে গেল!

অম। আর সঙ্গে সঙ্গে হাতেও দড়ি প'ড়ল!

সুস। পায়ের বেড়ি যখন দশ বছরেও খুলতে পারিনি—তখন হাতের দড়িতে আর ভয় কি? চোখের জল যে দেখতে পারিনি—এত ক'রেও তো দুর্ব্বলতা গেল না!

অম। সেই জন্যই তো শাস্ত্রে বলেছে—সব বিশ্বাস ক'রো—কেবল নারীর হৃদয়কে বিশ্বাস ক'রো না!

সুস। সে বারনারীর! নইলে নারীকে বিশ্বাস না ক'রে কি উপায় আছে? নারীর উপর বিশ্বাস হারাও—দেখবে, একদিনে সংসার ভেঙ্গে চুরে ছারখার হ'য়ে গিয়েছে।

অম। থাক্, ঐ রাজা রাণী আসছেন! দেখি কপালে কি ক্ষার আছে?

প্রদ্যোত ও অঙ্গারবতীর প্রবেশ

প্রদ্যোত। কি ব্রাহ্মণ, শাস্তি নেবার জন্য প্রস্তুত আছ?

অম। অপ্রস্তুত থেকেই আর কি করছি বলুন মহারাজ! যখন আমার কোন কথাই বিশ্বাস কচ্ছেন না, তখন আর উপায় কি?

প্রদ্যোত। তুমি যে অপরাধ করেছ—তার উপযুক্ত শাস্তি হ'চ্ছে প্রাণদণ্ড! তবে তুমি ব্রাহ্মণ—এ চরম শাস্তি তোমার জন্য নয়, আমি তোমার চিরজীবন কারাবাসের ব্যবস্থা ক'রবো!

অম। আজ্ঞে কপাল গুণে একই দ্রব্য ভিন্নরূপ ফল দেয়। যে আগুনে লোক রেঁধে খায়—সেই আগুনেই তো পোড়ে! আপনি আমার আংটীর কথা বিশ্বাস ক'ল্লেন না—চিরজীবন কারাবাসের ব্যবস্থা ক'ল্লেন—আর এই আংটীর জন্যই মহারাজের কন্যা বাসবদত্তা অত সহজে উদয়নের মহিষী হ'লেন—কি আর ব'লব বলুন।

অঙ্গার। অদ্ভুত অঙ্গুরীয়—যদি সত্য হয়!

অম। আজ্ঞে মহারাণি, এখনও "যদি"! যদি নয়, সত্যই অদ্ভুত। আপনারা যে শাঁক ঘণ্টা বাজিয়ে চিত্রে বিবাহ দিলেন, সে এই আংটীরই গুণে; কেন না আমিই মহারাজের হাতে আঁকা চিত্র নিয়ে এসে পাশাপাশি দু'খানি চিত্র সাজিয়ে রাখি।

অঙ্গার। তার পর আংটীর গুণ গেল বুঝি?

অম। আর লজ্জা দেন কেন? সে যা হবার তা হ'য়ে গেছে; স্ত্রীলোক—অবলা, একটা কাজ ক'রে ফেলেছে—

সুস। কি? আমার দোষ দিচ্ছ?

অম। না—দোষ দু'জনেরই! এক হাতে কি আর তালি বাজে?

অঙ্গার। উত্তরা, তুমি কুমারীব্রত-ধারণের জন্য মঠে গিয়েছিলে না?

সুস। হাঁ, কিন্তু মা, দেখলেম—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে সবাইকে ফাঁকি দেওয়া যায়,—প্রতারণা চলে না কেবল নিজের মনের কাছে।

অঙ্গার। প্রতারণা নয় মা, তুমি সত্যকেই অবলম্বন করেছ; প্রতারণা করা হ'ত, যদি তুমি চিরকুমারী-ব্রত গ্রহণ করতে! তুমি সচ্চরিত্রা—ধর্মশীলা—কন্যা জ্ঞানেই তোমাকে আমি স্বগৃহে স্থান দিয়েছিলেম, তুমি সত্যবাদিনী—তুমি এই ব্রাহ্মণকে আমার সমক্ষে স্বামী ব'লে স্বীকার করেছ—আর এই ব্রাহ্মণের জন্যই আমার কন্যা সুপাত্রে প'ড়েছে—তোমার মুখ চেয়ে আমি এই ব্রাহ্মণকে মুক্তি দিবার জন্য মহারাজকে অনুরোধ করেছি।

প্রদ্যোত। সত্য। ব্রাহ্মণ, তুমি উদয়নের সখা; আমি সকল সন্ধান নিয়েছি—তুমি সাধুহৃদয়—আমার কন্যার অভ্যুদয়ের সহায়—আমি সানন্দে তোমায় মুক্তি দিলেম। আমি তোমায় কারাগারে দেব ব'লেছিলেম, বাক্য প্রত্যাহার ক'রবো না, তোমাকে এই সচ্চরিত্রা

কুমারীর হৃদয়-কারাগারে চিরদিনের জন্য আবদ্ধ ক'রলেম; দেখ, এ তোমার বন্ধন, না মুক্তি।

অম। শেষটা বুঝি এই হ'ল! ওর মুখ চেয়ে আমায় দিলেন মুক্তি! চিরজীবন এই খোঁটা খেয়ে আমায় বেঁচে থাকতে হবে? এর চেয়ে যে মহারাজ, কারাবাস আমার ছিল ভাল।

সুস। (জনান্তিকে) আর কথা ক'য়ো না, আমার জন্য বেঁচে গেলে এই ঢের!

অঙ্গার। ব্রাহ্মণ, কুণ্ঠিত কেন? স্ত্রীর সৌভাগ্যের উপরেই স্বামীর যশ ও আয়ু নির্ভর করে। তোমরা পরস্পরকে ভালবাস। তোমাদের মিলনে আমি যথার্থই সুখী। যথাবিহিত বিবাহান্তে তোমরা কৌশাম্বীতে গিয়ে এই শুভ সংবাদ দাও।

প্রদ্যোত। আমিও এতদিন পরে নিশ্চিন্ত হলেম। আমার আন্তরিক ইচ্ছা ছিল, বাসবদত্তার বিবাহের পর তীর্থ পর্য্যটনে যাব, এতদিন পরে সে সুযোগ উপস্থিত। চল প্রিয়ে, নিশ্চিন্ত মনে তার ব্যবস্থা করি।

[প্রদ্যোত ও অঙ্গারবতীর প্রস্থান।

অম। রাজা রাণী তো শুভকার্য্য সম্পন্ন ক'রে চলে গেলেন। এখন মঠে যাবে, না কৌশাম্বীতে ফিরে যাবে?

সুস। ঠাট্টা ক'রছ নাকি?

অম। ঠাট্টা নয়; নিত্য সুখ, বৈরাগ্য, ব্রহ্মচর্য্য—এমন সব ভাল ভাল শব্দ, এ গুলির এখন কি উপায় হবে?

সুস। মঠে যাবার আর উপায় নাই; চিরজীবন তুমি আমার সঙ্গে বাদ সেধে এসেছ, মঠের সুখেও বাদ সাধলে। এখন চল তোমার সঙ্গে মাঠে মাঠেই ফিরতে হবে। যেমন কপাল!

অম। মাঠে মাঠে ফিরতে হবে কেন? আমি কি গরু?

সুস। নয়তো কি? নইলে এমনি করে বাঁধা পড়? ছি!

অম। সকল পুরুষই এই তোমাদের কাছে এমনি গরু হ'য়ে বাঁধা আছে; তবে সেটা গোপনে! এই আংটীর জন্য আমিই ধরা পড়লেম, এই যা!

সুস। আর ব'লবে তোমায় কখন ভালবাসিনি?

অম। আবার! এই কাণ মলছি। কিন্তু এটা ঠিক, তুমি আমায় এখনও তেমন ভালবাস না।

সুস। কেমন?

অম। যেমন আমি বাসি।

সুস। এই বিশ্বাস থাকাই ভাল।

অম। কেন?

সুস। নইলে যে পেয়ে বসবে।

সখীগণের প্রবেশ

১ম সখী। হাঁলা, তোর মনে মনে ছিল এত?

২য় সখী। কিলো বিয়ের ফুল ফুটল?

সুস। সকলে মিলে জোর ক'রে ফোটালে আমি কি ক'রব বল।

অম। ভয় নাই, তোমাদেরও এইবার সব ফুটবে, কেননা এই ফুল বড় ছোঁয়াচে।

(সখীগণের গীত)

বিয়ের ফুল ফুটল এবার, সুবাসে মন মাতুয়ারা॥
যে যার পেলে মনের মতন, রতি পতি চিতহারা।
আমোদ আর ধরে না বুকে, ভাসল ধরা নুতন সুখে,
নুতন ভাবের বান এসে সই, ছুটিয়ে দিলে প্রেমের ধারা॥

পঞ্চম দৃশ্য

লাবণক গ্রাম

রুমন্বান ও যৌগন্ধরায়ন

যৌগ। সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ, অদৃষ্টের গতিই এইরূপ। আর মহারাজ উদয়নই তার জীবন্ত প্রমাণ।

রুম। ভরত বংশধর বৎসরাজ উদয়নের যে এমন ভাগ্য বিপর্য্যয় ঘটবে এ স্বপ্নেরও অগোচর। এক বাসব-দত্তাকে উপলক্ষ্য ক'রেই ভাগ্য তার চঞ্চলতার প্রমাণ রেখে গেল। ভারতের সমবেত রাজগণের সংহত শক্তির সমক্ষে মহারাজ পরাস্ত হয়ে দীন বেশে, এই ক্ষুদ্র গ্রামে, জীর্ণ কুটীরে মহারাণীকে নিয়ে বাস করছেন, এ দৃশ্য দেখবার আগে আমাদের মৃত্যুই বাঞ্ছনীয় ছিল।

যৌগ। আক্ষেপে ফল কি? পূর্ণব্রহ্ম রামচন্দ্রও ভাগ্যের গতিরোধ করতে পারেননি। তাঁকেও মা জানকীকে ল'য়ে বনে বাস ক'রতে হ'য়েছে। যাঁরা সাধু, তাঁরা ভাগ্য চক্রের এই উত্থান পতন সমান চক্ষেই দেখে থাকেন। জগতের এই স্বাভাবিক আঘাত আর তার প্রতিঘাত

সহ্য করা ভিন্ন উপায় নাই, এ অবস্থায় আমরা যদি কাতর হই, তা হ'লে মহারাজের জীবন আরও দুঃসহ হবে।

রুম। তুমি যে সিদ্ধ জ্যোতিষীগণের নিকট অদৃষ্টের এই রহস্য জানতে গিয়েছিলে, তার ফল কি হ'ল? তাঁরা কি বল্লেন?

যৌগ। তাঁরা যা বল্লেন, তা আরও ভয়ানক। আমি ভাবছি বাসবদত্তাকে সে কথা বলব কি ক'রে?

রুম। মহারাজের জীবন নাশের আশঙ্কা আছে নাকি?

যৌগ। না।

রুম। তবে? মহারাণী বাসবদত্তার কি—

যৌগ। মরণাধিক যন্ত্রণা।

রুম। সে কি? উৎকণ্ঠায় রেখনা, তাঁরা কি ব'ল্লেন বল?

যৌগ। মহারাণীকে স্বামী ত্যাগ ক'রতে হবে? মহারাজের কল্যাণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ ক'রতে হবে!

রুম। সে কি?

যৌগ। তাঁরা ব'ল্লেন, মগধেশ্বর দর্শক রাজার ভগ্নী পদ্মাবতীর সঙ্গে যদি মহারাজের বিবাহ হয়, তাহ'লে শত্রুহৃত রাজ্য আবার ফিরে আসবে। নচেৎ চিরজীবন তাঁকে এই দারিদ্র্য ভোগ ক'রতে হবে।

রুম। কি সর্ব্বনাশ! এতো বড় কঠিন সমস্যা! যতদিন বাসবদত্তা জীবিত থাকবেন, মহারাজ কিছুতেই অন্য নারীর

পাণিগ্রহণে সম্মত হবেন না। তা হ'লে দেখছি, উপস্থিত ভাগ্য পরিবর্ত্তনের আর কোন উপায় নাই।

যৌগ। কোন উপায় না দেখেই আমি স্থির করেছি, মহারাণীকে সকল কথা খুলে ব'লব, দেখি তিনি যদি কোন উপায় করতে পারেন। কেননা সতী রমণীর অসাধ্য কিছুই নাই।

দীনবেশে বাসবদত্তার প্রবেশ

বাসব। মন্ত্রি! মহারাজ এখনও ফিরে আসছেন না কেন? তিনি তো নিত্য প্রত্যূষেই দেব পূজায় বহির্গত হন। কিন্তু কোন দিনইতো তাঁর ফিরতে এত বিলম্ব হয় না? মধ্যাহ্ন উত্তীর্ণ প্রায়, আজ এখনও ফিরে আসছেন না কেন? শত্রুরা কি কৌশলে মহারাজকে বন্দী করেছে?

যৌগ। না, মা! মহারাজ বন্দী হন নি। এই দীন অবস্থায় আপনাকে দেখা তাঁর মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা। আমরা বুঝতে পারি তিনি সর্ব্বদাই চেষ্টা করেন আপনার কাছ থেকে দূরে থাকতে। তাঁর ইচ্ছা, এখনও যদি আপনি আপনার পিত্রালয়ে যেতে সম্মত হন, আপনাকে সুখী দেখে তিনি কতক নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন।

বাসব। তিনি নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন, কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত থাকব কি ক'রে? চিরদিন ঐশ্বর্য্যে লালিত হ'য়েছেন, সহস্র দাস দাসী সর্ব্বদা সতর্ক হ'য়ে যাঁর সেবা ক'রত, একটী

দাসীর সেবা হ'তেই বা তাঁকে বঞ্চিত করি কি ক'রে ? পিত্রালয়ে কি বলছো ? আজ মৃত্যু যদি আমাকে নিতে আসে, আমি করযোড়ে তাকে ব'লবো, আমার সহস্র বর্ষ পরমায়ু হো'ক আমি মহারাজের পদসেবা করি। আমার কি দুঃখ ? আমি পদসেবার দাসী—সে অধিকার থেকে যখন বঞ্চিত নই, তখন আমার সৌভাগ্যের কিছুই তো হ্রাস হয়নি। আমি তাঁকে ফেলে কোথায় যাব ?

রুম। কিন্তু মা, এই পদসেবার অধিকার থেকে আপনাকে কিছুদিনের জন্য বঞ্চিত থাকতেই হবে।

বাসব। কেন ?

রুম। এই বিধিলিপি।

বাসব। কে সে বিধিলিপি পাঠ করতে পারে ?

রুম। আমরা সেই কথাই এতক্ষণ বল্‌ছিলেম। আমরা মহারাজের ভৃত্য, তাঁর এই ভাগ্য বিপর্য্যয়ের জন্য আমরাও দায়ী। তাঁর এই দুঃখে মর্ম্মাহত হ'য়ে, উপায়ান্তর না দেখে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ সিদ্ধ-তপস্বীগণের নিকট ভবিষ্যৎ জানতে গিয়েছিলেন।

বাসব। তাঁরা কি ব'ল্লেন ?

যৌগ। অপ্রিয় হলেও মা, সে কথা আপনাকে না জানিয়ে থাকতে পারছিনি—অন্ততঃ থাকা আমাদের উচিত নয়।

বাসব। সংশয়ে রেখনা। তাঁরা কি বলেছেন তুমি অকপটে

আমার নিকট বল; আমিও তা শোন্‌বার জন্য প্রস্তুত !

যৌগ। তাঁরা ব'লেছেন,—মা মার্জ্জনা ক'রবেন,—অতি নির্ম্মম হ'লেও আমি তো আপনার নিকট বলছি; আপনার আর মহারাজের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রেখেই বলছি! যদি আপনি এক বৎসর মহারাজের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করেন, শুধু সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন নয় —যদি এক বৎসর এমন ভাবে অজ্ঞাতবাস ক'র্‌তে পারেন, মহারাজ জান্‌বেন যে, আপনি মৃতা, তা হ'লে মহারাজ আবার হৃত রাজ্য ফিরে পাবেন; আবার আপনি কৌশাম্বীর সিংহাসনে মহারাজের পার্শ্বে বসতে পারবেন।

বাসব। নচেৎ ?

যৌগ। নচেৎ তাঁকে চিরদিন এই জীর্ণকুটীরে দারিদ্র্যের সেবা ক'রতে হবে।

বাসব। তাহ'লে দেখছি, আমিই মহারাজের দুর্ভাগ্যের কারণ; আমাকে লক্ষ্য ক'রেই অদৃষ্ট তাঁকে এই তীব্র শেলাঘাত করছে; আমি তাঁর সঙ্গে আছি বলেই তাঁর এই দৈন্য! বেশ। তাই যদি বিধিলিপি হয়, সিদ্ধ তপস্বীগণ যদি এই আদেশই ক'রে থাকেন, যদি মহারাজের অভ্যুদয়ের আর দ্বিতীয় পথ না থাকে, তবে তাই হো'ক। অজ্ঞাত বাস কেন? আমি মহারাজের কল্যাণের

জন্য অনলে এ জীবন আহুতি প্রদান করছি! তাঁর মন্দ গ্রহ আমি, আমার ধ্বংসে তাঁর ভাগ্য প্রসন্ন হো'ক। তুমি চিতার ব্যবস্থা কর, আমি এ হেয় প্রাণ আর রাখবো না।

যৌগ। মা, এ মর্ম্মান্তিক কথা ব'লে সন্তানদের আর পীড়া দেবেন না।

বাসব। না মন্ত্রী, পীড়া দেবার জন্য আমি এ কথা বলিনি, অভিমানে ব্যথিত হ'য়ে এ কথা আমি বলিনি; আমি অতি আনন্দে, গর্ব্বের সহিত একথা বলছি। এ অপেক্ষা উচ্চ কামনা, এ অপেক্ষা উচ্চ তপস্যা, এ অপেক্ষা উচ্চ ব্রত কোন সৌভাগ্যবতী রমণীর এ পর্য্যন্ত হয়নি—যার অকিঞ্চিৎকর জীবনের বিনিময়ে স্বামীর অভ্যুদয়!

যৌগ কিন্তু মা, আপনার মৃত্যু তো তপস্বীগণের অভিপ্রায় নয়; তাঁরা আপনার অজ্ঞাত বাসের কথাই বলেছেন। সেই জন্যতো আমরা আপনাকে গোপনে পিত্রালয়ে যাবার জন্যে ব'ল্‌ছিলেম।

বাসব যদি আমার অজ্ঞাত বাসই তাঁদের অভিপ্রায় হয়, তা হ'লে পিত্রালয়ে কেন? দুর্দ্দিনে আত্মীয়ের দ্বারস্থ হওয়া অপেক্ষা বনবাসই তো শ্রেয়; আপনারা তারই ব্যবস্থা করুন; কিন্তু আর একটী বারও কি মহারাজের চরণ দর্শন ক'রতে পাবনা?

রুম। মা, সন্তান আমরা, আপনি জননী, সাবিত্রীর ন্যায় উচ্চ হৃদয়া আপনি, আপনাকে অধিক কি ব'লবো, আবার মহারাজের চরণ দর্শন—সেতো মমতারই শৃঙ্খল স্বরূপ হবে।

বাসব। না, আর মমতার শৃঙ্খল নয়, আমার সকল শৃঙ্খল, সকল বন্ধন, মহারাজের মঙ্গলের জন্য মুক্ত হোক ; আমি মহারাজকে দেখবার—আর একটীবার দেখবার লোভও সম্বরণ ক'রলেম। এই জীর্ণ কুটীর—মহারাজের পদাঙ্কিত ব'লে যাকে আমি কৌশাম্বীর রাজ প্রাসাদের অপেক্ষা কোন দিন হীন মনে করিনি, আমার সকল মমতার আধার, সকল গর্ব্বের, সকল সাধের তীর্থ, আমার সর্ব্ব সৌভাগ্যের এক মাত্র আশ্রয়, আমি স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ ক'রে অদৃষ্টের নির্দ্দিষ্ট অজ্ঞাত বাসের আশ্রয় গ্রহণ করতে চল্লেম, আর আমার কোন মমতা নাই।

যৌগ। রুমন্বান, আমি মহারাণীকে সঙ্গে লয়ে যাব ; তুমি মহারাজের নিকটে থাক, আমাদের গৃহত্যাগের পর এই কুটীরে আগুন ধরিয়ে দিও ; মহারাজ এলে তাঁকে বোলো, মহারাণী অগ্নি-দাহে জীবন বিসর্জ্জন দিয়েছেন, আর তাঁকে উদ্ধার ক'রতে গিয়ে আমিও মৃত। চলুন মা!

বাসব চল। (কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ফিরিলেন) না—না,

মন্ত্রি! আমি এখান থেকে যেতে পারছি না। মৃত্যু সহজ, কিন্তু বেঁচে থেকে মহারাজের সেবা হ'তে বঞ্চিত হব, আমি কখনও তা সহ্য ক'রতে পারব না! আমি রাজপুত্রী, রাজরাজেশ্বরী—আজ আমি যুক্ত করে, নতজানু হ'য়ে তোমাদের কাছে ভিক্ষা করছি, স্বামী-সেবার সাধ এখনও আমার পূর্ণ হয়নি—আমায় মহারাজের পদ সেবা করতে দাও,—অভাগিনী আমি, আমার উপর নিষ্ঠুর হ'ওনা?

রুম। (কম্পিত কণ্ঠে) যৌগন্ধরায়ণ!

যৌগ। না, এ দুর্ব্বলতার সময় নয়, কঠিন কর্ত্তব্য সম্মুখে; মা, এইতো আপনি এই কুটীর ত্যাগে সম্মত হলেন, তবে আবার এ কথা বলছেন কেন?

বাসব। মন্ত্রী, তুমি রমণী-হৃদয় কি তা জান না; জান্‌তে পারনা! তুমি যে আমার কি সর্ব্বনাশ ক'রছ তা বুঝতে পার্‌ছ না! বুঝতে পারছ না—এ কুটীর দগ্ধ নয়, আমার হৃদয়ে আগুন জ্বেলে দিচ্ছ!

যৌগ। কিন্তু মা, এই দারিদ্রে মহারাজ যে নিত্য দগ্ধ হ'চ্ছেন, আমরা ভৃত্য হ'য়ে কেমন করে তা দেখব? আপনি একটু কষ্ট স্বীকার ক'র্‌লে যদি এ দুঃখের লাঘব হয়, তা কি আমাদের কর্ত্তব্য নয়?

বাসব। কর্ত্তব্য? কর্ত্তব্য? তবে কর্ত্তব্যেরই জয় হ'ক। হৃদয়, তুমি দগ্ধ হও! আমার সকল সুখে, সকল সাধে,

বজ্রাঘাত হ'ক, আমি সহ্য ক'রব। মন্ত্রি! তোমাদের অভিলাষ পূর্ণ হোক, চল, আমি জন্মের মত এ কুটীর ত্যাগ করে যাই! হে দেব মণ্ডল, আমি স্বেচ্ছায় স্বামীর সঙ্গে সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে অজ্ঞাতবাস করতে যাচ্ছি, আমার স্বামীর কল্যাণ হ'ক্। হে পিতৃপুরুষগণ! হে সিদ্ধ তপস্বীবৃন্দ! হে ঋষি সংঘ! আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন—সর্ব্বগ্রহ বিমুক্ত হ'য়ে আমার স্বামী সূর্য্যের ন্যায় আবার দীপ্তিমান্ হ'ন! চল যৌগন্ধরায়ণ, কোথায় যেতে হবে।

যৌগ। চলুন মা।

[উভয়ের প্রস্থান।

রুম। যৌগন্ধরায়ণ কৌশাম্বীর রাজলক্ষ্মীকে ল'য়ে বনে চল্‌লো; আমার কার্য্য ততোধিক কঠোর!

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

পথ

দুইজন টোলের শিষ্য

১ম শিষ্য। আরে চল—চল, দ্রুতপদে চল, দ্রুতপদে চল, মগধেশ্বর দর্শক রাজার ভগ্নী আজ তপোবন দর্শনে যাবেন, তপোবন যে সাজিয়েছে যেন দ্বিতীয় নন্দন!

২য় শিষ্য। হাঁ তাইতো শ্রুত হলেম। আচার্য্য ব'ল্লেন তিন দিন অধ্যয়ণ নিষেধ, ব'ল্লেন, যাও এই সমারোহ দর্শন ক'রে এস।

১ম শিষ্য। আরে শুধু দর্শন নয়, শুনলেম রজত-কাঞ্চনের বর্ষণ হবে। কেবল দীয়তাম্ ভুজ্যতাম্। রাজকুমারী পদ্মাবতী তপোবনে এসে কল্পতরু হবেন।

২য় শিষ্য। বল কি ভায়া, কল্পতরু?

১ম শিষ্য। হাঁ হাঁ, যে যা যাচ্ঞা ক'রবে, আজ তাঁর কাছে তাই পাবে।

২য় শিষ্য। উত্তম সুযোগ, উত্তম সুযোগ! অনেকদিনের অভিলাষ ছিল যে, একটী সুশান্ত ঘোটকে আরোহণ করি; আজ দেখছি সে অভিলাষ সহজেই পূর্ণ হবে। আমিতো ভায়া, একটী ঘোটক ভিক্ষা ক'রব। আচার্য্য যখন দিগ্বিজয়ে যান, তখন তাঁর পুঁথি বহন ক'রে ল'য়ে যেতে বড়ই কষ্ট হয়। একটী ঘোটক হ'লে

আমাকে আর ভার বহন ক'রতে হবে না। সেই-ই পুঁথি আর আমাকে বহন ক'রে লয়ে যাবে। কি বল ভায়া ?

১ম শিষ্য। বেশ বেশ। উত্তম অনুধাবন করেছ ; তুমি একটা ঘোটক ভিক্ষা কোরো, আমি একটা সবৎসা গাভী ভিক্ষা ক'রে লব। ব্যাকরণের সন্ধি, সমাস, ধাতুর সূত্র আবৃত্তি ক'রতে ক'রতে কণ্ঠ তালু যখন শুষ্ক হ'য়ে আসবে, তখন ঐ গাভী দোহন—আর দুগ্ধ পান।

২য় শিষ্য। হাঁ হাঁ উত্তম সিদ্ধান্ত করেছ, উত্তম সিদ্ধান্ত করেছ ; চল চল।

গীত

২য় শিষ্য। আমি ঘোড়া চ'ড়ে ক'রব দিগ্বিজয়।
১ম শিষ্য। আমি বাঁটের মুখে মারব টান, আমারে কে পায়॥
২য় „ তল্পী বওয়া একটা মস্ত উপসর্গ—
১ম „ ততোধিক মুখস্থ করা সূহনে'ঘঃ—
২য় „ শিখেছি ন্যায়ের ফাঁকি,
১ম „ বিদ্যের আর নেইক বাকি,
উভয় „ আমরা যুগল মূর্ত্তি ক'রবো ফূর্ত্তি
২য় „ চড়ে টাটু—
১ম „ খেয়ে দুগ্ধ—
উভয় „ লুটব মজা রাজার রাজা
বিদ্যাবাগীশ গুরুর কৃপায়।

[উভয়ের প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

মগধ—তপোবন

তাপসী, কঞ্চুকী, পদ্মাবতী ও পরিচারিকার প্রবেশ

পদ্মা। মনোরম স্থান! যে দিকে চাই, সেই দিকেই যেন মূর্ত্তিমতী শান্তিদেবী বিরাজ ক'র্‌ছেন।

তাপসী। সংসারের কোলাহলে ব্যথিতা হ'য়ে, শান্তি তো তপোবনের আশ্রয় গ্রহণ ক'রে আছে।

পদ্মা। আজ আমি ধন্যা হলেম, এমন তপোবন দর্শন গৃহীর পরম ভাগ্যের কথা।

কঞ্চুকী। তপোবন রাজ-রক্ষিত, রাজা আবার তপস্বীগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত। সর্ব্বদা ঋষি রক্ষিত ব'লেই, পৃথিবীর মধ্যে ভারতবর্ষের এত গৌরব!

পদ্মা। আমাদের প্রধান কাজই যে ভুল হ'ল। (কঞ্চুকীকে উদ্দেশ করিয়া) আপনি ঘোষণা করুন, আজ তপোবনে আমি কোন প্রার্থীকে নিরাশ ক'রব না।

তাপসী। অনেক লোকই উৎসব দেখবার জন্য তপোবনের বাইরে অপেক্ষা করছে (কঞ্চুকীর প্রতি) আপনি রাজকুমারীর আদেশ তাঁদের জানান্!

কঞ্চু। সকলে শুনুন—মগধেশ্বর মহারাজ দর্শকের ভগ্নী কুমারী পদ্মাবতী আজ তপোবন দর্শনে এসেছেন। তাঁর অভিলাষ—কা'র কলসের প্রয়োজন, কে বস্ত্র ইচ্ছা করেন, গুরুদক্ষিণার জন্ম কার অর্থের আবশ্যক, আপনারা নিঃসঙ্কোচে বলুন। রাজকুমারী আপনাদের বাঞ্ছিত দান ক'রে কৃতার্থ হবেন ব'লে সকলকে আহ্বান করছেন।

প্রোষিতভর্ত্তৃকাবেশা বাসবদত্তাকে লইয়া তপস্বী-বেশধারী যৌগন্ধরায়নের প্রবেশ

যৌগ। আমি একজন প্রার্থী।

কঞ্চু। হে তপস্বী, আপনার কি প্রার্থনা বলুন।

যৌগ। ইনি আমার ভগ্নী, এক্ষণে প্রোষিতভর্ত্তৃকা! রাজকুমারী যদি এঁকে কিছু দিনের জন্ম আশ্রয় দেন, আমি নিশ্চিন্তমনে ঈশ্বর আরাধনায় প্রবৃত্ত হতে পারি। রাজকুমারী পরম ধর্ম্মশীলা ও ধীরা, এঁর কাছে থাকলে, আমার ভগ্নীর মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে, এই বিশ্বাসে আমি এঁকে এঁর নিকট রেখে যেতে চাই।

বাসব। (স্বগতঃ) দেখছি মন্ত্রী আমাকে এই তপোবনেই ত্যাগ ক'রে যেতে চান, দেখি অদৃষ্টে আরও কি আছে।

কঞ্চু। (পদ্মার প্রতি) দেখছি এঁর প্রার্থনা অতি গুরুতর। অর্থ, সম্পদ, এমন কি প্রাণও অতি সহজে দান করা

ন্যায়, তপস্যাও বরং সুখকর; কিন্তু গচ্ছিত বস্তু রক্ষা করা বড়ই কষ্ট সাধ্য ! কি ক'রবেন ?

পদ্মা। সে বিচার এখন নিষ্ফল। যখন প্রতিজ্ঞা করেছি প্রার্থীকে নিরাশ ক'রব না, তখন পুনর্ব্বিচার অনুচিত ! এঁর অভিলাষ নিশ্চয়ই আমি পূর্ণ ক'রব। (যৌগন্ধরায়ণের প্রতি) মহাশয়, আপনার ভগ্নীকে আমি আশ্রয় দিলেম। ভগ্নী জ্ঞানেই আমি এঁকে সর্ব্বদা আমার নিকটেই রাখব, আপনি নিশ্চিন্ত হোন।

তাপসী। তুমি সত্যবাদিনী। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি চিরজীবিনী হ'য়ে মনোমত পতি লাভ কর।

যৌগ। (বাসবদত্তাকে উদ্দেশ করিয়া) এস ভগ্নি, এত দিন তুমি আমার নিকটে ছিলে, আজ এই সত্যবাদিনী, ধর্ম্মাভিরামা রাজকুমারীর নিকট তোমাকে গচ্ছিত রেখে আমি নিশ্চিত হ'লেম।

বাসব। (স্বগতঃ) নচেৎ এখন আর উপায় কি, মন্দভাগিনী আমি, হয়তো এই আশ্রয়ই আমার শেষ আশ্রয় হবে।

পদ্মা। এস বোন, সঙ্কুচিতা কেন ? আমি যে তোমার আত্মীয়া, ছোট বোন !

বাসব। সুভাষিণি, আকৃতির অনুরূপ তোমার প্রকৃতিও অতি মধুর।

তাপসী। এঁকে দেখে মনে হচ্ছে, ইনি যেন কোন রাজকন্যা।

পদ্মা। আপনার অনুমান বোধ হয় মিথ্যা নয়; এঁকে দেখে আমারও মনে হ'চ্ছে, ইনি সুখেই পালিতা হ'য়েছেন।

বাসব। (স্বগতঃ) মহারাজকে পেয়ে পরম সুখভোগ করেছি, কিন্তু আজ আমার মতন দুঃখী বোধ হয় জগতে কেউ নাই।

জনৈক ব্রহ্মচারীর প্রবেশ

ব্রহ্ম আমি পরিশ্রান্ত! আজ এখানে একটু আশ্রয় পেতে পারি কি?

কঙ্কু। সে কথা আবার জিজ্ঞাসা করছেন কেন? আশ্রমতো সর্ব্ব সাধারণেরই। আপনি স্বচ্ছন্দে এখানে বিশ্রাম করুন।

ব্রহ্ম। প্রীত হলেম।

যোগ। আপনি কোথা থেকে আসছেন?

ব্রহ্ম। বেদাধ্যয়নের জন্য আমি লাবণ্যগ্রামে থাকতেম, উপস্থিত সেই স্থান হ'তেই আমি আসছি।

বাসব। (স্বগতঃ) লাবণ্যগ্রাম! ইচ্ছা হচ্ছে, ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করি, মহারাজ কেমন আছেন, কি ক'রছেন? কিন্তু হতভাগিনী আমি—সে কথা জিজ্ঞাসা করবার আমার অধিকার নাই।

যোগ। আপনি লাবণ্যগ্রাম ত্যাগ ক'রে এখানে এলেন কেন?

ব্রহ্ম। আমি লাবণ্যগ্রামে বেদাধ্যয়ন করতেম, সম্প্রতি সেখানে একটা দুর্ঘটনা হওয়ায়, এখন কিছুদিনের জন্য চতুষ্পাঠী বন্ধ থাকবে, সেই নিমিত্ত আমি স্বদেশে যাচ্ছি।

যৌগ। কি দুর্ঘটনা?

বাসব। (স্বগতঃ) কি দুর্ঘটনা, শোনবার জন্ম আমার প্রাণ যে বড়ই ব্যাকুল হ'য়ে উঠছে।

ব্রহ্ম। লাবণ্য গ্রামে উদয়ন নামে এক রাজা থাকেন, তাঁর মহিষী অবন্তীরাজপুত্রী বাসবদত্তাকে মহারাজ উদয়ন বড়ই ভালবাসতেন। একদিন রাজা দেব আরাধনায় গমন ক'রলে গৃহ দাহে মহারাণী দগ্ধা হন।

বাসব। (স্বগতঃ) মিথ্যা কথা, হতভাগিনী আমি এখনও জীবিতা।

ব্রহ্ম। মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ মহারাণীকে উদ্ধার ক'রতে গিয়ে অগ্নি-দাহে জীবন ত্যাগ করেন।

পদ্মা। কি ভয়ানক? তার পর?

বাসব। (স্বগতঃ) তার পর কি, শোনবার জন্য আমিও ব্যগ্র।

যৌগ। তার পর?

ব্রহ্ম। মহারাজ ফিরে এসে যখন শুনলেন যে, মহারাণী মৃতা, তখন শোকে অধীর হ'য়ে সেই আগুনে ঝাঁপ দিতে গেলেন। মন্ত্রীরা অতি কষ্টে তাঁকে নিবৃত্ত ক'রে রেখেছে মাত্র, কিন্তু তাঁর উন্মাদের মত অবস্থা দেখে লাবণ্য গ্রামের পশু পক্ষীরা পর্য্যন্তও স্তম্ভিত হয়েছে।

বাসব। (স্বগতঃ) আমার প্রতি তাঁর দয়া তো আমি জানি!

ব্রহ্ম। মহারাজের আহার নিদ্রা নাই। বাসবদত্তার নাম নিয়ে তিনি উচ্চ ক্রন্দনে সকলকে আকুল ক'রে তুলছেন!

তার পর সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিরাশি শীতল হ'লে তিনি সেই ভস্মরাশি সর্ব্বাঙ্গে লেপন ক'রে বলতে লাগলেন, এই আমার প্রিয় শিষ্যা বাসবদত্তার দেহাবশেষ ভস্ম। তার পর মহারাণীর দগ্ধ আভরণ আলিঙ্গন ক'রে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়লেন।

বাসব। কি সর্ব্বনাশ! তার পর?

যৌগ। ভগ্নি!

বাসব। (স্বগতঃ) না, আমি প্রকৃতিস্থ হচ্ছি; কিন্তু এর পরের কথা জানবার জন্য যে, আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। মহারাজ মূর্চ্ছিত আর আমি এখানে? নিয়তি! তোমার কঠোরতার কি সীমা নাই?

পদ্মা। তার পর?

ব্রহ্ম। মন্ত্রীগণের যত্নে মহারাজ পুনরায় সংজ্ঞালাভ ক'ল্লেন বটে, কিন্তু তাঁর শোক ক্রমেই প্রবল হয়ে উঠছে!

বাসব। (স্বগতঃ) আমার কি মরণ নাই?

পদ্মা। মহারাজ মূর্চ্ছিত হয়েছিলেন শুনে আমার হৃদয় যেন শূন্য ব'লে বোধ হচ্ছিল; ভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে উঠেছেন, এখন আশ্বস্ত হলেম। যে রমণীর এমন স্বামী, তাঁর মত ভাগ্যবতী বোধ হয় স্বর্গেও নাই। (বাসবদত্তার প্রতি) একি বোন, তুমি কাঁদছ কেন?

যৌগ। যাঁরা কোমল হৃদয়া, তাঁরা পরের দুঃখে এমনি কেঁদেই থাকেন।

তাপসী যথার্থই বলেছেন ; পরের দুঃখে যাঁরা কাঁদেন, তাঁরাই মহৎ।

বাসব। (স্বগত:) কে পর ? আমার রাজা, আমার সর্ব্বস্ব, আমার জীবনাধিক প্রিয় !

ব্রহ্ম রাজা শোকে যে রকম অধীর হয়েছেন, চক্রবাকও তেমন হয় না। তাঁর অবস্থা দেখে সকলের সীতা-হারা রামচন্দ্রকে মনে পড়ছে। সকলেই ব'লছেন, ধন্যা বাসবদত্তা—যাঁর এমন স্বামী !

পদ্মা। সত্যই বলেছেন ; সেই স্ত্রীই ধন্যা, যাঁর স্বামী এমনি ভালবাসেন। স্বামী-স্নেহের জন্য বাসবদত্তা দগ্ধা হ'লেও আজ অদগ্ধা।

তাপসী। এই ব্রহ্মচারীর নিকট রাজার কথা শুনে মনে হচ্ছে, তিনি পরম গুণবান্। আর কোন ভাগ্যবতী এঁর সেবার অধিকারিণী হবে কি না কে জানে ?

পদ্মা। (স্বগতঃ) তাপসী আমার মনের কথাটিই বলেছেন।

বাসব। (স্বগতঃ) তাই যদি হয়, ভগবান্ ! এর উপরেও কি আর পরীক্ষা বাকি আছে ?

পদ্মা। ভগ্নি, দেখছি তুমি ক্রমশঃই কাতরা হয়ে উঠছ। এ অপ্রিয় প্রসঙ্গে আর কাজ নাই, চল আমরা গৃহে যাবার জন্য প্রস্তুত হই।

কঞ্চুকী। হাঁ, ক্রমে দিবাও অবসান হ'য়ে আসছে। ঐ দেখুন, মুনিগণ স্নানার্থ গমন ক'রছেন, হোমাগ্নি শিখা প্রজ্জ্বলিত

হয়ে উঠছে,আশ্রম মৃগ ধীরে ধীরে আশ্রমের দিকে ফিরে আসছে ; চলুন, আমরা গৃহে যাবার জন্য প্রস্তুত হই।

যৌগ। ভগ্নি, নিশ্চিন্ত মনে তুমি এই রাজকুমারীর সঙ্গে গমন কর। কাল পূর্ণ হ'লেই, আমি ফিরে এসে আবার তোমায় নিয়ে যাব।

বাসব। (স্বগতঃ) আমার কাল তো পূর্ণই হয়েছে, নচেৎ অকালে আমাকে, স্বামী ত্যাগ ক'রে পরের আশ্রয় গ্রহণ ক'রতে হবে কেন ?

পদ্মা। এস ভগ্নি, এই তাপসীকে প্রণাম ক'রে আমরা যাত্রার উদ্যোগ করি। (তাপসীকে উভয়ের প্রণাম)

তাপসী। (পদ্মাবতীকে) তুমি ধর্ম্মশীলা ; আশীর্ব্বাদ করি, মনোমত পতি লাভ কর। (বাসবদত্তাকে) তুমি অপরিচিতা হ'লেও, তোমায় দেখে মনে হচ্ছে তুমি রমণীকুলে ধন্যা। আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সত্বর স্বামীর সহিত মিলিতা হও।

বাসব। (স্বগতঃ) আপনার আশীর্ব্বাদ সফল হ'ক।

পদ্মা। তা হ'লে আমাদের বিদায় দিন।

তাপসী। (পদ্মাবতীকে উদ্দেশ করিয়া) তুমি তপোবন দেখতে আসবে শুনে, তাপস বালক বালিকাগণের আনন্দ আর ধরে না। এই তপোবনে তারা কৃত্রিম বৃন্দাবন প্রস্তুত ক'রেছে, তোমার প্রীতির জন্য তারা কৃষ্ণলীলার অভিনয় করবে।

পদ্মা। মুনি বালক বালিকাগণের এই সাধু সঙ্কল্পে আমি সত্যই অনুগৃহীতা হলেম।

তাপসী। এই দেখ মা,—কৃত্রিম বৃন্দাবনে, মহর্ষি নারদ, শ্রীরাধার নিকট কৃষ্ণ দর্শন প্রার্থনা ক'রছেন।

দৃশ্যান্তর—রাসমণ্ডপ

শ্রীরাধিকা ও নারদ

(নারদের গীত)

যে তোমার প্রাণের গোপাল, ব্রজের রাখাল,
তারে একবার দেখাও।
যে ব্রজের মাঠে বাজিয়ে বেণু, চরায় ধেনু—
তারে একবার দেখাও॥
মদন মান ভঙ্গ, যে তোমার ত্রিভঙ্গ—
তারে একবার দেখাও!
যে বাজিয়ে বাঁশি ফেরে যমুনা তীরে,
নূপুর-নিকনি যার বাজে ব্রজ মনপুরে—
যে তোমা হারা আপন হারা—
রাধা ব'লে কেঁদে সারা—
তারে একবার দেখাও॥
(আমি একবার শুধু দেখে যাব)
(আমার তৃষিত তাপিত ব্যথিত প্রাণ—
শ্যাম শীতল চরণ সরোজে—
বারেক নিরখি' জীবন জুড়াব॥)

(শ্রীরাধিকার গীত)

আর কি আমায় সেদিন আছে।
যার আদরে আদরিণী সে শ্যাম ধন ছেড়ে গেছে॥
আর কারে দেখাব বল ?
আমার কালা নয়তো অার আমার,
সে যে গেছে যমুনা পার!
আমি কালাহারা কালামুখী—
আমার রাধার গরব আর কি আছে ?
আমার জীবন মরণ নিশার স্বপন,
হারিয়ে কালা আঁধার ভুবন—
আমার ঘুম জাগরণ, জীবন মরণ
সবই যে সেই শ্যামের কাছে।

(গোপিগণের প্রবেশ ও গীত)

রাই, তোমার আসবে কালা।
আমরা ক'রব বরণ কালবরণ
সাজিয়ে প্রেমের বরণ ডালা।
তুমি রাশেশ্বরী রসময়ী,
তোমা বিনা গতি কই,
আসবে সে মদন মোহন,
ভাঙ্গবে মান ধ'রবে চরণ—
আমরা শ্যাম-সায়রের শীতল জলে
ভাসিয়ে দেব সকল জ্বালা॥

(অষ্ট কৃষ্ণ ও অষ্ট রাধিকার সহসা দোলায় আবির্ভাব)

(গোপিগণের গীত)

রাসে ওই রাসবিহারী, দেখলো নয়ন ভ'রে।
হৃদয় আলো এলো কাল বাঁশীর সুরে প্রাণ হরে।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লাবণ্য গ্রাম—দগ্ধ কুটীর

উদয়ন ও অমরক

উদয়ন। আমি এখনও কেন বেঁচে আছি? যে অগ্নি বাসবদত্তাকে দগ্ধ ক'রেছে, সে কি আমাকে দগ্ধ ক'রতে অক্ষম? দেবতা নিষ্ঠুর, নইলে সে স্বর্ণপ্রতিমা কি অনলে দগ্ধ হয়? সখা, তোমার ভাগ্যে আমি বাসবদত্তাকে পেয়েছিলেম, কিন্তু আমার ভাগ্যে আবার তাকে হারিয়েছি। এ জন্মে কি আর দেখা পাব না?

অম। মহারাজ! কালের ধর্ম্মই এই; সে একবার যাকে গ্রাস করে সে তো আর ফিরে আসে না! যিনি পরলোকে, তাঁর জন্য আপনার কি এমন শোক করা উচিত?

উদ। কে পরলোকে, আমার প্রিয়া? না—না—মিথ্যা কথা।

নহে পরলোকে—
ইহলোকে হেরি
লোকেশ্বরী ভুবনমোহিনী
বামা নিরুপমা—

বিধাতার ধ্যানের গঠন !
ফুলে ফুলে হেরি ফুল তনু তার,
মাধুরী যাহার—
তারা-হারে গ্রথিত গগনে ;
শ্যামকুঞ্জে পত্রে পত্রে প্রতিকৃতি তার ;
বিহগের কলকণ্ঠে কাকলী প্রিয়ার ;
সরসীর স্বচ্ছ জলে লাবণ্যের ধার ;
গগনে পবনে
ফুলরেণু সৌরভ যাহার,
মত্ত করি' প্রাণ অকাতরে বিতরে ধরায়,
পরলোকে, কেমনে তাহারে কহ ?
সে যদি হে পরলোকে,
কেমনে সম্ভবে
ইহলোকে জীবন প্রবাহ এই ?
মিথ্যা কথা !
নহে মৃতা—
চির প্রাণময়ী প্রাণেশ্বরী মোর ।

অম । মহারাজ, তিনি কল্পনায় জীবিত বটেন, কিন্তু বাস্তব জগতে আর তাঁকে কোথায় খুঁজে পাবেন ?

উদ । পাব না ? সত্যই পাব না ? তবে সত্যই আমার প্রিয়া নাই ? তবে বৃথা এ দেহভার কেন বহন করছি ? রাজ্যহারা, পত্নীহারা, অভাগা উদয়নের জীবনে

প্রয়োজন কি? তুমি কেন আমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরছ? অযোগ্য আমি, আমাকে ঘৃণা ক'রেই বাসবদত্তা আমায় পরিত্যাগ ক'রেছেন, তুমি আর এ হতভাগ্যের সঙ্গে কেন?

অম। আমার আর স্থান কোথায় মহারাজ? আমি চির-দিনই তো আপনার সঙ্গী।

উদ। তোমার পত্নী কোথায়?

অম। মহারাজ, বিস্মৃত হ'চ্ছেন কেন, আপনার পরিচর্য্যার নিমিত্ত আমরা দু'জনেই যে এই গ্রামে কুটীর নির্ম্মাণ ক'রে বাস করছি।

উদ। বটে—বটে; যাও—যাও—তার সঙ্গহারা হ'য়োনা। যাকে ভালবাস তাকে চোখের আড় ক'রোনা—কি জানি, যদি ফাঁকি দিয়ে চলে যায়? আমি কাছে থাকলে অগ্নির কি সাধ্য হ'ত বাসবদত্তাকে দগ্ধ করতে?

রুমণ্বানের প্রবেশ

রুম। (অমরকের প্রতি) মহারাজ কি এখনও প্রকৃতিস্থ হন নি?

অম। না, যত দিন যাচ্ছে, ততই তো অধৈর্য্য হ'য়ে পড়ছেন।

রুম। এ আমাদের সকলেরই দুর্ভাগ্য।

উদ। এই স্থানে বাসবদত্তা ব'সত; হাঁ—এই স্থানে! এখানে ব'সেই প্রিয়া আমার বীণা শিক্ষা ক'রত! বাসবদত্তা নাই,—সে বীণাও পুড়ে ছাই হয়েছে! এই যে মন্ত্রী! দেখ, দেখ, বাসবদত্তাকে উদ্ধার ক'রতে গিয়ে যৌগন্ধরায়ণ বুঝি পুড়ে ম'ল? ওহো! এক সঙ্গে নারীহত্যা ব্রহ্মহত্যা দুই দেখতে হ'ল? কি মহাপাতকী আমরা!

রুম। মহারাজ! আপনার শোকে পৌরজনেরা মৃতপ্রায়—রাজ্য শত্রু-করগত! এ অবস্থায় আপনি যদি চিত্ত স্থির না করেন, আমরা কি অবলম্বন ক'রে জীবন ধারণ ক'রব?

উদ। মন্ত্রি! সূর্য্য যদি অস্ত যায়, শত চেষ্টায়ও কি আর দিবালোকের দর্শন পাও? বাসবদত্তা অস্তমিতা—আমাদের বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, সবই তো অন্ধকারে আচ্ছন্ন!

অম। মহারাজ! আপনি যা ব'লছেন, সবই সত্য! কিন্তু স্থির চিত্তে বিচার ক'রে দেখুন, সূর্য্য অস্ত গেলেও চন্দ্র তো আকাশপটে উদিত হন!

উদ। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে চন্দ্রালোকও দীপ্তিহারা!

রুম। মহারাজ! আমাদের একটী নিবেদন শুনুন।

উদ। কি বল?

রুম। মগধেশ্বর দর্শকরাজ মৃগয়ার নিমিত্ত এখানে এসেছেন।

আমাদের মুখে মহারাজের কথা শুনে, তিনি প্রকৃতই মর্ম্মাহত! মহারাজের যদি অভিপ্রায় হয়, তিনি একবার আপনার দর্শন প্রার্থনা করেন।

উদ। আমার আর কারও দর্শনে প্রয়োজন নাই। সখা! দেখতে পাচ্ছ? অগ্নির কি তীব্র শিখা? কি বিশ্বগ্রাসী তার জিহ্বা? মুহূর্ত্তে বাসবদত্তাকে গ্রাস ক'রলে! যদি পার রক্ষা কর, রক্ষা কর! ঐ প্রিয়ার আর্ত্তনাদ! এই হাহাকার ধ্বনি! আর আমি এখনও নিশ্চিন্ত?—না, না প্রিয়ে, এই যে আমি যাচ্ছি! যদি পুড়তে হয়, দু'জনে একসঙ্গেই পুড়ব।

[প্রস্থান।

রুম। আবার আত্মহারা হ'য়ে ঐ দিকে চ'ল্লেন; অমরক'! দৈবপ্রেরিত হ'য়েই দর্শকরাজ লাবণ্যগ্রামে এসেছেন। আমাদের অভিপ্রায়, এঁর সঙ্গে কোন সুযোগে যদি সম্বন্ধ স্থাপন করা যায়, তা হ'লে মহারাজ হৃত রাজ্য আবার ফিরে পাবেন। কিন্তু মহারাজের যেরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্য দেখছি, তা'তে মনে হয়, আমাদের সকল চেষ্টা, সকল যত্ন বুঝি বিফল হয়। আমি যাই, দেখি, যদি কোন রকমে রাজাকে শান্ত ক'রে দর্শকরাজের সহিত মিলিত ক'রতে পারি।

[রুমণ্বানের প্রস্থান।

অম। উজ্জয়িনী থেকে কৌশাম্বীতে ফিরে আসবার এই অল্পদিনের মধ্যে কি সর্ব্বনাশই হ'য়ে গেল!

সুসঙ্গতার প্রবেশ

সুস। তুমি এখানে একা? মহারাজ কোথায়?

অম। এইমাত্র এখান থেকে চ'লে গেলেন।

সুস। আমি খাদ্যদ্রব্য সবই প্রস্তুত ক'রেছি; দেখ, যদি কোন সুযোগে আজ তাঁকে কিছু খাওয়াতে পার।

অম। পত্নী-বিয়োগে এত কাতর, কখনো শুনিনি, দেখিনি!

সুস। সখী বাসবদত্তা, স্বামীর এই দুর্লভ ভালবাসা পেয়েও, ভোগ ক'রতে পেলে না! তার মত সৌভাগ্যবতী অথচ এমন অভাগী, আর কেউ জন্মগ্রহণ ক'রেছে কি না জানি না! তার সৌভাগ্যে আমার ঈর্ষা হয়। মনে হয়, একবার ম'রে দেখি তুমি কি কর?

অম। বটে? আমি দেশ ছেড়ে পালাই, আর কি করি!

সুস। কেন?

অম। ভূতের ভয়ে! আর কেন?

সুস। তামাসা নয়—রাজার এই অবস্থা দেখে অনেক কথাই মনে পড়ে। ভালবাসা—কি এ মোহ!

অম। ভালবাসাটা মোহ হ'ল বুঝি? আর সব? কোন্‌টা মোহ কোনটা সত্য, কিছুই তো বুঝতে পাল্লেম না; তবে মোহ ব'লে নাক সেঁটকাই কেন?

সুস। মোহ নয় তো কি? দেখছ না—ম'রেও এর হাত থেকে নিষ্কৃতি নাই। বাসবদত্তা ম'রেছে, আর হাজার মাথা খুঁড়লে তাকে একবার দেখতে পাওয়া যাবে না, তবু দেখ মহারাজ তার জন্য কেঁদে সারা! রাজ্য, পরিজন, এমন কি নিজের দেহেও কোন মমতা নাই! মোহ নয়?

অম মোহ ব'লে মোহ—একেবারে আচাভুয়া বোম্বা চাক্! মাথা নাই তার মাথা ব্যথা! কেন যে ভালবাসি তা বলবার মত কোন একটা কারণ নেই। রূপ? তারও তো একটা নির্দ্দিষ্ট আকার নাই, একটা পরিমাণ কি সীমা নাই। যার চোখে যেটা সুন্দর বোধ হয়। গুণ? "ভিন্ন রুচির্হি লোকাঃ।" কেউ ভাল মানুষকে ভাল বাসে, কেউ ডাকাতের কুকী শুনলে আমোদে বাঁচেন না। অথচ এ সংসারে একটা বিনুনীর মধ্যে দিয়ে সকলকেই যেতে আসতে হচ্ছে; কারুর এড়াবার যো নাই। একটি বাঁধন—ঐ ভালবাসা! তা মোহই বল, আর সত্যই বল এড়িয়ে যাবার যখন যো নাই, তখন আর মোহ ব'লে অবজ্ঞা করি কেন?

সুস। অবজ্ঞা করিনি, এর প্রভাবের কথাই বলছি। নইলে আমি? আমি তো সংসার থেকে দূরে স'রে দাঁড়িয়েছিলেম; একদিন আধ দিন নয়—দশ বছর। মঠের

ব্রহ্মচর্য্য—কঠোরতা—সব—সব ভেসে গেল নিমিষের দেখায়—এক মুহূর্ত্তে! কোন্ যাদুকর কি মায়া যষ্টি দিয়ে যে ভুলিয়ে দিলে কিছুই বুঝতে পাল্লেম না। যখন জ্ঞান হ'ল, তখন দেখলেম আমি সব হারিয়ে ব'সে আছি!

অম। মিথ্যা কথা! হারিয়ে ব'সেছিলে, না, পেয়ে ব'সেছিলে?

সুস। পাওয়া হারান—এখন কি বুঝবে বল? সে বুঝবে মরার পর! নইলে পুরুষ তোমরা—বিশ্বাস ঘাতকের জাত, তোমাদের দেওয়া নেওয়া দুই সমান। সবই মুখের বড়াই! এই দেখছ মহারাজ বাসবদত্তার জন্য এত কাতর, আবার হয়তো দু'দিন পরে দেখবে—আর একজনকে বিয়ে ক'রে আনন্দে হেসে খেলে বেড়াচ্ছেন!

অম। দেখ, তোমার মত অত ভবিষ্যৎ ভাবতে গেলে—এ সংসার তো একেই দুঃখের তার মধ্যে যেটুকুও আনন্দ বা তৃপ্তি পাওয়া যায়, সেটুকু থেকেও বঞ্চিত হ'তে হয়! আমার—তোমার মত অত—কাল কি হবে,—পেয়েছি কি পাইনি—থাকবে কি হারাব ওসব দুশ্চিন্তা নাই! দু'দিন হাসবার অবসর পাই, দু'দিনই হেসে নিই। তারপর বরাতে যা আছে তাতো হবেই! তোমায় পেয়েছি—অন্ততঃ এই মনে ক'রেও তো আনন্দে আছি—বস্!

রুমন্বানের প্রবেশ

রুম। অমরক! মহারাজ মগধেশ্বর দর্শক রাজার সঙ্গে মগধে যেতে সম্মত হ'য়েছেন—আনন্দের কথা সন্দেহ নাই! কিন্তু আমাকে বিশেষ রাজকার্য্যের জন্য এখন এখানে থাকতেই হবে। তুমি মহারাজের সঙ্গে যাও। তুমি কাছে থাকলে তিনি অনেকটা সুস্থ থাকবেন—আমরাও নিশ্চিন্ত থাকতে পারব।

অম। যে আজ্ঞে, এতে আমার এতটুকু আপত্তি নাই! তবে মগধ রাজগৃহে মহারাজের সঙ্গে অতিথি হব, ভয় হচ্ছে রাজভোগ কি আর সইবে!

রুম। কেন? তোমার আবার মিষ্টান্নে অরুচি হ'ল নাকি?

অম। মন্ত্রী মহাশয়! আপনি কঠোর রাজকার্য্য নিয়েই ব্যস্ত, এসব আপনি বুঝবেন না। বিবাহের পর একটি জিনিষ ছাড়া সকল পুরুষেরই, মিষ্টান্ন কি বলছেন, অমৃতেও অরুচি হয়!

রুম। কি সে?

অম। আজ্ঞে, তরুণী ভার্য্যার অধর সুধা—অর্থাৎ গালাগালি!

রুম। দূর পাগল! আমি যাই, তুমি সত্বর প্রস্তুত হ'য়ে এস।

অম। যে আজ্ঞে, আমি তো পা বাড়িয়েই আছি। এক প্রতি বন্ধকের মধ্যে ইনি। তা এঁকে আপনার কাছে গচ্ছিত রেখে নিশ্চিন্ত হ'য়ে যাই, নইলে তিনকূলে আর কেউ তো নাই।

রুম। বেশ! আমি কন্যা জ্ঞানে তোমার পত্নীকে আমার নিকট গচ্ছিতা রাখলেম।

[প্রস্থান।

সুস। এখনি কি যেতে হবে?

অম। এখনি! নইলে মহারাজকে কে দেখবে?

সুস। বেশ, তোমার ফিরে আসা পর্য্যন্ত আমি এখানেই থাকব, না কৌশাম্বীতেই যাব?

অম। কৌশাম্বীতে এখন নয়। যদি মহারাজ কখনও কৌশাম্বীর সিংহাসনে আবার বসেন, তবেই কৌশাম্বী; নচেৎ অরণ্যই বা কি আর এখানেই বা কি? মন্ত্রী রুমন্বান রইলেন; কোন ভাবনা নাই। তিনি তোমার তত্ত্বাবধারণ ক'রবেন।

সুস। একলা থাকতে পারবে তো?

অম। নিরাশাকে বুকে নিয়ে দশ বছর যদি পেরে থাকি—ভরাবুকে আর পারব না—কি বল?

সুস। সে তুমি বোঝ!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

মগধ রাজোদ্যান

সখিগণ

(গীত)

ময়ূর ময়ূরী নাচে মনোসুখে
কপোত কপোতী কুহরে।
কত সুখ ছবি ফোটে কিশোরী বুকে
অজানা আমোদে কত চিত শিহরে॥
কত নব-গীতি—কত নব ছন্দ রে,
মানস কুসুমে কত প্রীতি, কত মধু গন্ধ রে
মুক্ত করে মুগ্ধা প্রকৃতি কত মাধুরী বিতরে॥

কন্দুক ক্রীড়ারতা পদ্মাবতী ও বাসবদত্তার প্রবেশ

পদ্মা। সখী অবন্তিকে! এইবার তুমি এই কন্দুকটি আমার দিকে গড়িয়ে দাও।

বাসব। না সখি, তুমি বড় পরিশ্রান্ত হ'য়েছ, একটু বিশ্রাম কর। মুক্তাফলের ন্যায় তোমার ললাট হ'তে স্বেদ-বিন্দু ঝ'রে প'ড়ছে! করতল দু'টী জবাফুলের মত টুকটুকে লাল হ'য়েছে। মনে হ'চ্ছে যেন এ আর একজনের হাত।

পদ্মা। না, আমি তো এখনও ক্লান্তা হইনি।

সখী। রমণী-জীবনে কুমারীকালই ভাল; খেলা ধূলোয় হেসে গেয়ে স্বপ্নের মত দিন কাটে; জীবনটা ভার হয় বিয়ের পরে।

বাসব। (স্বগতঃ) মিথ্যা নয়! আমারও এমনি দিন তো একদিন ছিল! গগনচারিণী বিহঙ্গীর মত নেচে গেয়ে বেড়াতেম; তার পর—এখন—পরগৃহে দুর্ভর জীবন নিয়ে মরণের অপেক্ষা করছি! (প্রকাশ্যে) নারী জীবনে কুমারীকালই যে ভাল, তাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু পদ্মাবতীর শ্রী যেমন দিন দিন ফুটে উঠছে, তাতে মনে হয়—

সখী। কি মনে হয়?

বাসব। যেন এঁর মুখে, এঁর ভাবী-বরের মুখ উঁকি মারছে।

পদ্মা। তুমি ঠাট্টা ক'রছ, না?

সখী। তুমি ঠিকই ব'লেছ। আমাদের সখী পদ্মাবতীকে পুত্রবধূ করবার জন্য, শুনছি মহাসেন নাকি দূত পাঠিয়েছেন।

পদ্মা। মহাসেন কে?

বাসব। উজ্জয়িনীর রাজা, নাম প্রদ্যোত।

সখী। এ সম্বন্ধ তো অনেকদিন থেকেই এসেছে, কিন্তু মহাসেনের পুত্রবধূ হ'তে আমাদের সখীর আদৌ ইচ্ছা নাই।

বাসব। তবে কা'কে বরণ ক'রতে অভিলাষ?

সখী। তা বুঝি জাননা? বৎসরাজ উদয়নের সম্প্রতি স্ত্রী বিয়োগ হ'য়েছে! তাঁর গুণের কথা শুনে, সখী যে আমাদের তাঁকেই মনে মনে আত্ম সমর্পণ ক'রেছেন!

পদ্মা। এটী তোমার রচনা।

সখী। আমার নয়, তোমার। তাইতো আমাদের রাজা লাবণ্যগ্রাম থেকে মহারাজ উদয়নকে আনবার জন্য মৃগয়ার ছলে নিজেই গিয়েছেন।

বাসব। (স্বগতঃ) পদ্মাবতী আর্য্য-পুত্রকেই স্বামীরূপে পেতে চায়! আর আমি এর আশ্রিতা।—আত্ম-গোপন আমার ব্রত। এ যৌগন্ধরায়ণের কৌশল, না সত্যই বিধিলিপি? (প্রকাশ্যে) কি কারণে তুমি বৎসরাজের অনুরাগিনী? তাঁকে কি কখনও দেখেছ?

পদ্মা। না, আমিতো তাঁকে কখনও দেখিনি!

বাসব। তবে?

সখী। চোখে দেখে নয়—তাঁর গুণের কথা কাণে শুনে। বিশেষ, তাঁর স্ত্রী বাসবদত্তা অকালে ম'রে, প্রমাণ রেখে গিয়েছে যে, বৎসরাজ অতি স্নেহশীল, অতি দয়ার্দ্রচিত্ত।

বাসব। (স্বগতঃ) জানি জানি! তাঁর এত দয়া ব'লেই তো আমি পাগল হ'য়েছিলেম!

সখী। ভাল, সখি! মনে মনে তুমি যে উদয়নকে বরণ ক'রে রেখেছ, তিনি যদি দেখতে কদাকার হন? শুধু গুণ শুনে তো মুগ্ধ হ'লে হয় না?

বাসব। না, না, তিনি অতি প্রিয়দর্শন ; রূপে গুণে যথার্থই অতুলনীয়!

পদ্মা। তুমি জানলে কি ক'রে ?

বাসব। (স্বগতঃ) কি সর্ব্বনাশ! অন্যমনে কি ব'লে ফেল্লেম ? (প্রকাশ্যে) উজ্জয়িনীতে লোকে ব'লত, শুনেছি।

পদ্মা। তা অসম্ভব নয়! শুনেছি, উজ্জয়িনীতে তিনি অনেক দিন বন্দী হ'য়েছিলেন। তারপর সেই বন্দী অবস্থাতেই তিনি বাসবদত্তাকে চুরী ক'রে নিয়ে পালান।

বাসব। না—না—চুরী ক'রবেন কেন ? বাসবদত্তা ইচ্ছা ক'রেই তাঁর সঙ্গে চ'লে এসেছিল।

পদ্মা। তুমি বাসবদত্তার মনের কথা জানলে কি ক'রে ?

বাসব। বোন্, এও আমার শোনা কথা। (স্বগতঃ) চিত্ত চাঞ্চল্যে ক্রমশঃই দেখছি নিজের মনের উপর অধিকার হারিয়ে ফেলছি। এ কুমারী মহারাজের পক্ষপাতিনী ব'লে, একে দেখে আমার রাগও হ'চ্ছে, আনন্দও হ'চ্ছে। শুনলেম তো, এঁর ভ্রাতা দর্শকরাজ বৎস-রাজকে আনবার জন্যই লাবণ্যগ্রামে গিয়েছেন। স্বামী কি আবার বিবাহ ক'রবেন ? আমি কি চিরদিনই অজ্ঞাতবাসে থাকব ?

পদ্মা। সখি! তুমি কি বৎসরাজকে কখনও দেখেছ ?

বাসব। আমার আর দেখবার সম্ভাবনা কি ?

সখী। এইবার দেখবে—যদি সখী পদ্মাবতীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়!

বাসব। পরের স্বামীকে দেখা আমাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ।

পদ্মা। হাঁ—হাঁ! তুমি যে প্রোষিতভর্ত্তৃকা, সে কথা সখীর মনেই নাই। যিনি তোমায় গচ্ছিতা রেখে গেছেন, তিনি কবে ফিরে আসবেন? কবে তুমি তোমার স্বামীর সঙ্গে মিলিতা হবে?

বাসব। অন্তর্য্যামীই জানেন! আমি কি ব'লব বল, আমি তো পরাধীনা।

জনৈক সখীর প্রবেশ

২য় সখী। সখি—সখি—তুমি এখানে? আর ওদিকে যে তোমার সম্প্রদান হ'য়ে গেল?

বাসব। কা'কে?

২য় সখী। বৎসরাজ উদয়নকে।

বাসব। তিনি কেমন আছেন? তাঁর কুশল তো?

২য় সখী। হাঁ—কুশল বৈ কি? স্ত্রী বিয়োগে অত্যন্ত কাতর হ'য়েছিলেন বটে, কিন্তু এখন অনেকটা সামলেছেন। শুনছি, আমাদের সখীকে বিবাহ ক'রতেও স্বীকার ক'রেছেন।

বাসব। এ অত্যন্ত অন্যায়!

২য় সখী। কেন? এর আর অন্যায়টা কোন্‌খানে?

বাসব। (নিজেকে সামলাইয়া) না, না, অন্যায়ই বা কেন?

তবে শুনেছিলেন বাসবদত্তার মৃত্যুতে তিনি নাকি বড়ই কাতর হ'য়েছিলেন,—তাই—

২য় সখী। কাতর তো হ'য়েইছিলেন ; কিন্তু যাঁরা জ্ঞানী, তাঁদের শোক তো বেশী দিন থাকে না।

বাসব। (স্বগতঃ) এই যদি জ্ঞানীর লক্ষণ হয়, তাহ'লে যারা অজ্ঞান তারাই প্রশংসার যোগ্য। (প্রকাশ্যে) তিনি কি নিজেই বরণ ক'রেছেন ?

২য় সখী। না—না—আমাদের মহারাজ তাকে অনেক ক'রে ভুলিয়ে এখানে এনেছেন। তারপর তাঁর বংশ, জ্ঞান ও রূপ দেখে, নিজেই তাঁর ভগ্নীকে দান ক'রেছেন।

বাসব (স্বগতঃ) তাহ'লে তাঁর আর দোষ কি ? আমি তো তাঁর পক্ষে মৃতা !

পদ্মা (স্বগতঃ) সত্যই কি আমার অভিলাষ পূর্ণ হবে ?

২য় সখী। (পদ্মাকে) মহারাণী তোমায় ডাকছেন তুমি শীঘ্র এস। আজকের নক্ষত্রও খুব ভাল। আজই তোমাদের কৌতুকমঙ্গল হ'বে ; আজই বিবাহ। এস—এস—আর দেরী ক'রো না।

পদ্মা। সখী অবন্তিকে ! তুমি তো আমার সঙ্গে যাবে না ?

বাসব (স্বগতঃ) যাব ? কোথায় ? নিজের মৃত্যু দেখতে ! হা ভগবান্ ! (প্রকাশ্যে) না—আমার তো যেতে নাই ! মন্দভাগিনী আমি,—এ শুভকার্য্যের মধ্যে থাকবার আমার অধিকার কই ?

১ম সখী। তবে আমরা আর দেরী ক'রব না, কি বল ভাই?

বাসব। না। (স্বগতঃ) এরা যত ব্যস্ত হ'চ্ছে,—আমি ততই চারিদিক অন্ধকার দেখছি!

২য় সখী। বেশ! সখী অবন্তিকে! আমরা নূতন বরের জন্য বাসর সাজাইগে; তুমি তোমার স্বামীর ধ্যানে বিরহকে জাগিয়ে তোলগে।

বাসব। তাই যাই!

[প্রস্থান।

(সখিগণের গীত)

ওলো তোর এসেছে নাগর।
আমরা চাটিকা ফুলে মালা গেঁথে সাজাব বাসর॥
যা আছে মোদের আজ সব দিব গো ডালি,
প্রীতি প্রণয় মধু সে চরণে ঢালি,
দিব অনুরাগ, সলাজ সোহাগ—
দিব যতনে সঞ্চিত যত মরম আদর॥

বাসবদত্তার পুনঃ প্রবেশ

বাসব। কিছুতেই মন স্থির ক'রতে পারছিনি। ঐ শাঁখ বাজছে, উলুধ্বনি উঠছে, আর আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে যাচ্ছে! তবে কি যৌগন্ধরায়ণ জেনে শুনেই আমাকে এখানে রেখে গিয়েছিল? মহারাজ যে আবার বিবাহ

ক'রছেন, এ কি তারই কৌশল? এই জন্যই কি সে রটিয়েছিল যে আমি মৃতা? যদি সে এ কথা জানত, তবে কেন সে আমায় তখন মরতে দিলে না? আমি তার কি ক'রেছি যে, সে আমার সঙ্গে এই বাদ সাধলে? না—না—আমি ভুলে যাচ্ছি কেন? কেন আমি যৌগন্ধরায়ণকে অপরাধী ভাবছি? সে তো তার প্রভুর কল্যাণের জন্যই নির্ম্মম হ'য়ে, আমাকে এই কঠোর ব্রত অবলম্বন ক'রতে ব'লেছে। তার প্রভু! আমারও তো তাই? আমারই জন্য তিনি তো রাজ্য-হারা! তবে আমি এখন কাতর হচ্ছি কেন? কেন এ জ্বালা! বুক যে পুড়ে যাচ্ছে! আজ আমার কি সর্ব্বনাশই হ'ল!

(গীত)

আঁখি বারি কেমনে নিবারি।
এ দুঃখ পসরা হায় কেমনে পাশরি।
যে ছিল আমার, সে নহে আমার,
কি ফল বল এ জীবনে আর,
ধরা কারাগার-হৃদে হাহাকার
নারী হ'য়ে আর কত সহিতে পারি।

জনৈক সখীর প্রবেশ

সখী। তুমি এখনও এই মল্লিকা-কুঞ্জেই আছ ভাই? আমি তোমাকেই খুঁজছিলেম।

বাসব। কেন?

সখী। মহারাণী ব'ল্লেন, তুমি খুব সুলক্ষণা; আমাদের সখী পদ্মাবতীর বিয়েতে কৌতুকমালা গাঁথতে হবে। তাই এই একরাশ ফুল নিয়ে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি।

বাসব। (স্বগতঃ) আমি সুলক্ষণা না অলক্ষণা! (প্রকাশ্যে) এ মালা কার জন্য গাঁথতে হবে সখি?

সখী। আমাদের সখী পদ্মাবতীর জন্য; তোমার ভাগ্য ভাল যে, আর কাউকে না দিয়ে, মহারাণী তোমাকেই এই মালা গাঁথতে দিয়েছেন।

বাসব। (স্বগতঃ) এমন ভাগ্য যেন পৃথিবীতে আর কোন রমণীর না হয়! ভগবান্! তুমি না দয়াময়? আজ আমার জন্য কি তুমিও পাষাণ হ'য়েছ? এ মালাও আমাকে গাঁথতে হবে? এর চেয়ে সত্য সত্যই অগ্নি-দাহে আমার মরণ হ'ল না কেন?

সখী। দেখ, একটু তাড়াতাড়ি ক'রে মালা গাঁথতে হবে। বর মণিভূমিতে স্নান ক'চ্ছেন; এখন আর কিছু চিন্তা না

ক'রে, তুমি এক মনে শীঘ্র শীঘ্র এই মালা গেঁথে দাও, আমাকে এখনি নিয়ে যেতে হবে।

বাসব। আমি তো আর অন্য চিন্তা ক'রতে পাচ্ছিনি বোন্! তুমি কি আমার—পদ্মাবতীর স্বামীকে দেখেছ?

সখী। হ্যাঁ—দেখেছি বই কি।

বাসব। (স্বগতঃ) জিহ্বা এখনও পূর্ব্ব সংস্কার ত্যাগ ক'রতে পারছে না! এখনও ব'লতে যাচ্ছে, "আমার!" আর আমার নয়, এখন তিনি পদ্মাবতীর। (প্রকাশ্যে) তিনি দেখতে কেমন?

সখী। অমন রূপ কখনও দেখিনি! হাতে ধনুর্ব্বাণ দিলে ঠিক যেন কামদেব!

বাসব। সত্য? (স্বগতঃ) সকলেই কি তাঁকে আমার চোখ দিয়ে দেখে?

সখী। সত্য নয়ত কি মিছে বলছি ঠাকরুণ? তুমি যদি দেখ—

বাসব। ছিঃ।—ও কথা বলতে নাই।

সখী। কেন?

বাসব। তিনি যে পরপুরুষ! যাক্ ও কথা যাক্।—এখন কি ক'রতে হবে বল?

সখী। এই ফুল নাও, আর সেই সঙ্গে ওষুধ দু'টীও নাও।

বাসব। ওষুধ কিসের?

সখী। তোমার তো বিয়ে হ'য়েছে? তুমি জাননা—কৌতুক-মালার সঙ্গে কি ওষুধ দেয়?

বাসব। না, আমার তো অমন ক'রে—হাঁ—আমার সে মনে নাই। এটি কি ঔষধ?

সখী। আরে ভাই,—এটী হ'ল "অবিধবাকরণ"। মালার সঙ্গে এটী গেঁথে দিলে আর বিধবা হ'তে হয় না।

বাসব। (স্বগতঃ) তাহ'লে এটিতে পদ্মাবতীরও যেমন প্রয়োজন, আমারও তেমনি প্রয়োজন! মালার সঙ্গে এটি যত্ন ক'রেই গাঁথতে হবে। পদ্মাবতী জন্ম-আয়তী হ'ক। মহারাজের সহস্রবর্ষ পরমায়ু হ'ক! (দ্বিতীয় ঔষধ লইয়া প্রকাশ্যে) এটি কি?

সখী। এটির নাম ভাই "সপত্নী-মর্দ্দন"। মালার সঙ্গে এটি গেথে দিলে, সখী পদ্মাবতীকে আর সতীনের কাঁটা সইতে হবে না।

বাসব। এটী তো আমি কিছুতেই গাঁথব না।

সখী। কেন? হঠাৎ আবার এ ভাব কেন? এটি গাঁথতে বাধা কি?

বাসব। বাধা কিছুই না, তবে ওটীতে আর প্রয়োজন নাই।

সখী। কেন?

বাসব। পদ্মাবতীর সতীন অনেক দিন পুড়ে ম'রে গেছে? তবে আবার সতীনের ভয় কেন?

সখী। বেশ। তবে তুমি শীঘ্র মালা নিয়ে এস, আমি আর দেরী ক'রতে পাচ্ছিনি।

বাসব। চল। (স্বগতঃ) আমারই হাতে গাঁথা যে মালা এক

বাসবদত্তা

'দিন তাঁকে আমার ক'রেছিল, আমারই হাতে গাঁথা
সেই মালা আজ তাঁকে পর ক'রে দিলে! অদৃষ্ট!'
তুমিই ধন্য!

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কৌশাম্বারীর নিকটবর্ত্তী স্থান—শিবির

কাশীরাজ ও ছদ্মবেশে যৌগন্ধরায়ণ

কাশী। আপনি ত্রিকালদর্শী, অদ্ভুত আপনার গণনা করবার ক্ষমতা।

যৌগ। কিন্তু মহারাজ খুব সাবধানে, খুব গোপনে, এ কাজ ক'রবেন ; কেউ যেন না জানতে পারে ; কেন না সৌভাগ্যের পথে অনেক বিঘ্ন।

কাশী। নিশ্চয় ! সে মন্দির এখান থেকে কতদূর ব'ল্লেন ?

যৌগ। অতি নিকটে, মাত্র দুই ক্রোশ। মাঠের মধ্যে ভগ্ন মন্দির, লোকজন বড় একটা সে দিকে যায় না।

কাশী। কখন্ গেলে দেখা হবে ?

যৌগ। তিনি বৎসরে একদিন মাত্র এই মন্দিরে আসেন, আজ ত্রয়োদশী, এই পূর্ণিমায় তিনি গোপনে এসে ইষ্টপূজা ক'রে আবার চলে যাবেন। সিদ্ধচারণী, লোকালয়ে থাকেন না। পূর্ণিমার শেষ রাত্রে যদি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে, তাঁর অনুগ্রহ লাভ ক'রতে পারেন, তাহ'লে অদৃষ্টের সমস্ত রহস্য অক্ষরে অক্ষরে আপনি জানতে পারবেন।

আর তিনিই বলে দেবেন আপনার সৌভাগ্যের পথে যে বিঘ্ন আছে, তা খণ্ডনের উপায় কি ?

কাশী। আপনি দেখলেন সসাগরা পৃথিবীর আধিপত্য লাভ আমার অদৃষ্টে আছে ?

যৌগ। তাতে কোন সন্দেহ নাই।

কাশী। আর আসন্ন যুদ্ধের ফল ?

যৌগ। এ যুদ্ধ তো গোষ্পদ ! উদয়ন এখন পরগৃহে পরের আশ্রয়ে ; তার সাধ্য কি যে আপনাদের পরাজিত ক'রে কৌশাম্বী পুনরধিকার করে।

কাশী। আমাকে একাকী যেতে হবে ?

যৌগ। না, যুদ্ধ আসন্ন, এ সময়ে, অমন নির্জ্জন স্থানে গভীর রাত্রে একাকী যাওয়া কোন রকমে যুক্তিসঙ্গত নয়।

কাশী। তাহ'লে ?

যৌগ। আপনি জন কয়েক বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে যেতে পারেন। তবে তাদের মন্দির থেকে একটু দূরে, অন্তরালে, একটু প্রচ্ছন্নভাবে রেখে দেবেন, অথচ প্রয়োজন হ'লে আপনি সঙ্কেত করলে আপনাকে সাহায্য ক'রতে পারে।

কাশী। এ উত্তম পরামর্শ।

যৌগ। তবে সাবধান, কেউ যেন না জানতে পারে আপনি কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাচ্ছেন। কেন না চারণীর সঙ্গে দেখা হবার সময় কেউ যদি সেখানে উপস্থিত হয়, তাহ'লে জানবেন সে আপনার পরম শত্রু। সে যদি

আপনার আত্মীয় বা ভাই হয়, এমন কি যদি আপনার পুত্র সে সময় সেখানে যায়, তাহলে জানবেন সে আপনার অভ্যুদয়ের পথে মহা বিঘ্ন ; সে আপনার মহাশত্রু। তাই বা বলি কেন,—সে শুধু আপনার বিঘ্ন বা শত্রু নয়, সে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী ! সে জীবিত থাকতে আপনি কিছুতেই ভারতের একচ্ছত্র সম্রাট্ হ'তে পারবেন না।

কাশী। বুঝলেন। বুঝলেম অদৃষ্ট-প্রেরিত হ'য়েই আপনি আমাকে এই অযাচিত করুণা বিতরণ করতে এসেছেন। ক্ষুদ্র কাশী—ক্ষুদ্র কৌশাম্বী—এতে আমার তৃপ্তি কৈ ? আমি যত দিন ভারতের সমস্ত রাজাকে আমার পদানত ক'রতে না পারছি, ততদিন নিশ্চিন্ত নই। আবার কি আপনার কখনও দেখা পাব ?

যোগ। সময়ে আবার দেখা হ'তে পারে। আমি তবে এখন আসি, আপনার কল্যাণ হ'ক।

[প্রস্থান।

কাশী। ইনি একজন মহাতপস্বী, আমার জীবনের কত ঘটনা, যা আমি ভিন্ন আর কেহই জানেনা, দেখলেম অনায়াসে পুস্তকপাঠের মত ব'লে গেলেন। ব'ল্লেন, আমি সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি হব, আমারও বাল্যকাল থেকে এই আকাঙ্ক্ষা। এঁর বাক্যে স্বচ্ছন্দে বিশ্বাস ক'রতে পারি। যখন অনুচর নিয়ে যাব, তখন গুপ্ত শত্রু হ'তেও

তো আশঙ্কা দেখছি না, যদি প্রস্তুত হয়ে যাই তাহ'লেই বিপদ। ব'ল্লেন, সামান্য একটু বিঘ্ন আছে, সে বিঘ্ন নিবারণের উপায়ও ব'লে গেলেন। এ সুযোগ কিছুতেই ত্যাগ করা যেতে পারে না। দেখি অদৃষ্ট। তোমার লৌহদ্বার উন্মুক্ত করতে পারি কিনা?

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

মগধ রাজোদ্যান

পদ্মাবতী ও বাসবদত্তা

বাসব। কেমন দেখলে?

পদ্মা। যেমন শুনেছিলেম, তার চেয়েও সুন্দর!

বাসব। তুমিই ধন্যা!

পদ্মা। কিন্তু, দেখলেম, এখনও বাসবদত্তাকে ভুলতে পারেন নি।

বাসব। কিসে বুঝলে?

পদ্মা। তাঁর ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস, সদা অন্যমনস্ক ভাব, দু'এক বার 'হা বাসবদত্তা! তুমি কোথায়!', আমায় সম্বোধন ক'রতে গিয়ে আমার নাম না ধ'রে হঠাৎ ব'লে উঠলেন 'বাসবদত্তা', আবার তখনি লজ্জায় মলিন হ'য়ে পড়লেন—এই সব লক্ষণ দেখেই বুঝলেম, বাসবদত্তা এখনও তাঁর হৃদয় অধিকার ক'রে আছে।

বাসব। না না, বাসবদত্তা মরেছে, তাঁর হৃদয়ে আর তার স্থান কোথায়?

পদ্মা। তবে কি তুমি মনে কর তিনি বাসবদত্তাকে তেমন ভাল বাসতেন না? তার জন্য যে অত কাতর হয়েছিলেন, সে সবই কি মিছে?

বাসব। না না, তিনি বাসবদত্তাকে খুবই ভাল বাসতেন তা আমি জানি।

পদ্মা। তুমি কি ক'রে জানলে?

বাসব। আমি? তাঁর হৃদয় যেমন মহৎ শুনেছি, সেই অনুমানে।

পদ্মা। তা সম্ভব। ভাল সখি, তোমায় এখানে প্রথম যেমন দেখেছিলেম, তার চেয়ে ক্রমশঃ এখন মলিন দেখছি কেন? বিশেষ এই ক'দিন তুমি যেন আরো শুকিয়ে গেছ। তোমার তো কোন অসুখ করেনি?

বাসব। যে ম'রে আছে তার আবার অসুখ কি?

পদ্মা। বালাই, ম'রবে কেন? স্বামী কি কারো বিদেশে যায় না? তোমার স্বামী আবার আসবেন, আবার তোমায় আদর ক'রবেন, তখন এ বিরহ সুখেরই মনে হবে।

বাসব। (স্বগতঃ) গাছ পুড়ে গেলে তাতে কি আর ফুল ফোটে? (প্রকাশ্যে) তোমার স্বামী তোমায় পেয়ে, তোমার যত্নে খুব প্রফুল্ল হয়েছেন সন্দেহ নাই; অনেকদিন কেউ তো তাঁর সেবা করেনি!

পদ্মা। তাঁর মনের কথা আমি কি ক'রে জানব? তবে তাঁর সেবা ক'রে আমি যে ধন্যা হয়েছি সেটা বুঝতে পারি। আহা! মহারাজকে দেখে বাসবদত্তার কথাই আমার মনে পড়ে; তার জন্য আমারও বড় কষ্ট হয়। অকালে মরে গেল, প্রাণ ভ'রে এমন স্বামীর সেবা করতে পেলেনা—সত্যই অভাগিনী!

বাসব। বাসবদত্তা ম'রে তো ভালই হয়েছে, তুমি মনোমত

স্বামী পেয়েছ! সে বেঁচে থাকলে তো তুমি মহা-রাজের দেখাও পেতে না।

পদ্মা। না, তা যদি ধর, বাসবদত্তা ম'রে আমার উপকারই করেছে, এজন্য আমি তার কাছে ঋণী।

বাসব। (স্বগতঃ) সরলা বালিকা—নির্ম্মল এর অন্তঃকরণ! একে পত্নীরূপে লাভ ক'রে মহারাজ নিশ্চয়ই সুখী হবেন; এও আমার আনন্দ—এত কষ্টেও একটা শান্তি, তৃপ্তি! (প্রকাশ্যে) বোন, তুমি আমায় আশ্রয় দিয়েছ, আমি তোমার বয়সে বড়, আশীর্ব্বাদ করি—তুমি স্বামীর ভালবাসায় গরবিণী হ'য়ে, তাঁর সেবায় তোমার নারীজীবনকে ধন্য ও মহনীয় ক'রে তোল।

পদ্মা। দেখ, আজ সন্ধ্যার পর আমি সমুদ্র-গৃহে থাকব, তুমি একছড়া মালা গেঁথে আমায় সেখানে দিয়ে এস; তোমার হাতের মালা বড় সুন্দর হয়, মহারাজকে দেব—ফুল ভাল বাসেন, খুব আনন্দ ক'রবেন, আমি এখন যাই; তুমি যেও, ভুলো না।

[পদ্মাবতীর প্রস্থান।

বাসব। না ভুলব না। পদ্মাবতী! জিজ্ঞাসা করছিলে না, দিন দিন মলিন হচ্ছি কেন? সরলা বালিকা! কি জানবে, কি বুঝবে—কি এ ব্যথা! নিজের হাতে চিতা সাজিয়ে তিল তিল ক'রে ত'াতে পুড়ছি—বলবার তো উপায় নাই, সে কি জ্বালা! যাই, মালা গাঁথিগে;

তিনি তো প'রবেন।—ওমা, একি! মহারাজ আর তাঁর বয়স্য যে এই দিকেই আসছেন। আহা! কতদিন দেখিনি কতদিন! সত্যইতো মলিন হয়ে গেছেন, অন্তরাল থেকে একবার ভাল ক'রে না দেখে, তাঁর কথা না শুনে তো যেতে পারছিনি। একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে প্রাণ ভ'রে দেখে যাই, কি বলেন শুনে যাই। (অন্তরালে গমন)

উদয়ন ও অমরকের প্রবেশ

উদ। (স্বগতঃ) কিছুতেই ভুলতে পারছিনি। পদ্মাবতীকে পেয়ে কেবল বাসবদত্তার কথাই মনে পড়ছে।

অম। এখানে এসে আমার মনে হচ্ছে, পদ্মাবতী নিশ্চয়ই এখানে ছিলেন, আর একটু আগেই এখান থেকে চলে গেছেন।

উদ। তুমি কিসে বুঝলে?

অম। দেখছেন না, সেফালিগুচ্ছ থেকে এইমাত্র ফুল তোলা হয়েছে?

উদ। অমরক, এ উদ্যানের ফুলগুলি অতি সুন্দর!

অলক্ষ্যে বাসব। অমরক! মহারাজ আর তাঁর প্রিয় বয়স্যকে দেখে আমার মনে হচ্ছে, যেন উজ্জয়িনীতেই আছি। মহারাজ যে ভাল আছেন, দেখে যথার্থই সুখী হলেম।

অম। মহারাজ! এখন এ উদ্যান তো শূন্য, কেউ কোথায় নাই, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি।

উদ। কি বল?

অম। আপনি কাকে বেশী ভাল বাসেন? বাসবদত্তাকে না পদ্মাবতীকে?

উদ হঠাৎ একথা জিজ্ঞাসা করবার সাধ তোমার হ'ল কেন?

অম। না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

উদ। জিজ্ঞাসা করা যত সহজ, উত্তর দেওয়া তত সহজ নয়।

বাসব। দেখছি মহারাজ বড়ই সঙ্কটে পড়লেন; কি উত্তর দেন জানবার জন্য আমিও যে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছি।

অম। শক্তটাই বা কি? ব'লে ফেলুন না! একজন তো মরে গেছেন, আর একজন তো এখানে নাই।

উদ। সখা! সত্য বলতে কি, পদ্মাবতী যদিও রূপে, শীলে ও মাধুর্য্যে আমার আদরের পাত্রী, কিন্তু বাসবদত্তায় আবদ্ধ আমার হৃদয় এখনও তিনি হরণ ক'রতে পারেন নি।

বাসব। এও দেখছি আমার দুঃখের এক অমূল্য পুরস্কার! এ অজ্ঞাতবাস অতি কষ্টের হ'লেও, এ কথায় সত্যই আমার আনন্দ হচ্ছে।

অম। আচ্ছা, দাঁড়ান,—পদ্মাবতীকে আমি এই কথা ব'লে দিচ্ছি।

বাসব। ভাল ব্রাহ্মণ, কৌশাম্বীতে গিয়ে ভাল ক'রে তোমার মিষ্টান্নের ব্যবস্থা ক'রব।

উদ। তুমি তো আমার কথা শুনলে, এখন তুমি বল দেখি কে তোমার প্রিয়—বাসবদত্তা না পদ্মাবতী?

বাসব। ঠিক হ'য়েছে, এইবার দেখি ব্রাহ্মণ, তুমি কি উত্তর দাও।

অম। আমাকে আর কেন?

উদ। দু'জনের কেহই যখন এখানে নাই, তখন আর ব'লতে তোমার আপত্তি কি?

অম। বাসবদত্তা আমার সম্মানের পাত্রী, তাঁরই জন্য আমি মনোমত ভার্য্যা পেয়েছি, তাঁকে আমি কখনও ভুলতে পারবনা। পদ্মাবতী সুদর্শনা, অহঙ্কারশূন্যা ও মধুর ভাষিণী বটে; কিন্তু মহারাজ, বাসবদত্তা রাজরাজেশ্বরী মহিমময়ী! বাসবদত্তা আর পদ্মাবতী যেন এক আকাশে চন্দ্র ও নক্ষত্র।

উদ। তুমি আমার মনের কথাই ব'লেছ। আমি অনিচ্ছার সঙ্গে এ বিবাহ করেছি, কেবল প্রিয়জনের দুর্দ্দশা লাঘব করবার জন্য, আর তপস্বীগণের আদেশ অমান্য ক'রব না ব'লে। তাঁরা ব'ল্লেন পিতৃ পিতামহগণ রক্ষিত রাজ্য পুনরুদ্ধার হবে না যদি আমি এই দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ না করি। বাসবদত্তা মৃতা, ঋষিবাক্যে অশ্রদ্ধা করা পাপ, এই নিমিত্ত কেবল কর্ত্তব্য বোধে আমি এই বিবাহ করেছি।

বাসব। একথা শোনবার পর আমার তো আর রুষ্ট হবার কোন কারণ নাই।

পরিচারিকার প্রবেশ

পরি। কৌশাম্বীর মন্ত্রী এসেছেন; বিশেষ প্রয়োজন, রাজদর্শন প্রার্থনা করেন। [প্রস্থান।

উদ। বয়স্য, বোধ হয় মন্ত্রী রুমন্বান এসেছেন, আমি উৎকণ্ঠিত হ'য়ে তাঁর আগমন প্রতীক্ষা করছি। কি সংবাদ জানবার জন্য আমি এখনি চল্লেম, সন্ধ্যার পর আবার দেখা হবে। [প্রস্থান।

অম। এইজন্যই সুসঙ্গতা বলে, পুরুষ বিশ্বাসঘাতক। আমাদের মত অবস্থা হ'লে বলতেম, মহারাজের পুনরায় বিবাহ করা কখনো উচিত হয়নি, নিশ্চয়ই উচিত হয়নি, একশ' বার উচিত হয়নি। কিন্তু বড় ঘরের বড় কথা, নইলে হয়ত রাজ্যের উদ্ধার হয়না—রাজা ভেসে বেড়ান—রাজলক্ষ্মী বনবাসের আশ্রয় নেন—কাজেই উপায় কি! আমাদের রাজ্যও নাই, সম্পদও নাই, কাজেই কোন বালাই নাই। এক রাজ্যের মধ্যে পত্নীর হৃদয়-রাজ্য, আর সম্পদের মধ্যে প্রিয়তমার ভালবাসা—তার হাজাও নাই, শুকোও নাই—মাঝে মাঝে আছে একটু আধটু কলহ; কারণ, ভার্য্যাটি বড়ই মুখরা।

বাসব। (স্বগতঃ) একি! ব্রাহ্মণ কি বিবাহিত নাকি? দাঁড়াও, ব্রাহ্মণকে একটু ভয় দেখাই। (প্রকাশ্যে) তোমার ভার্য্যার সঙ্গে দেখা হ'লে আমি কিন্তু এ কথা ব'লে দেব।

অম। ও বাবা! ভর সন্ধ্যা বেলা কোথা থেকে এ আওয়াজ এল? বাসবদত্তার কণ্ঠস্বরের মত না? কিন্তু কাকেও তো দেখতে পাচ্ছিনি!

বাসব। সব সময় কি সকলকে দেখা যায়?

অম। এই সেরেছে রে! ঠিক বাসবদত্তার কথার মতই তো! সন্ধ্যা বেলা দেখ কোথা থেকে কি বিভ্রাট হ'ল? হায় হায়, কেন মহারাজাকে ছেড়ে দিয়ে এখানে একা রইলেম? অজানা দেশ—

বাসব। আংটী হাতে দিয়ে তুমিই না উজ্জয়িনীর অন্তঃপুরে আমার শয়ন কক্ষে গিয়ে আমায় ভয় দেখিয়েছিলে? এখন কি হয়?

অম। এই খেয়েছে আমার মাথা! আবার সেই আংটীর কথা! ব'ল্লে, "আমার শয়ন কক্ষে"; তবে তো এ নিশ্চয় বাসবদত্তার প্রেতাত্মা!—আজ্ঞে হাঁ, ঝকমারী ক'রেছিলেম, হাজার বার ঘাট মানছি, একটী অকাজ হ'য়ে গিয়েছিল।

বাসব। আর কখন কারও অন্তঃপুরে যাবে?

অম। আজ্ঞে, আজকের দিন যদি টেঁকি, অন্তঃপুরে কি, কোন পুরেই আর যাব না। দিব্যি কচ্ছি, একেবারে বনে গিয়ে বাস ক'রব।

বাসব। তা'হলে সুসঙ্গতার দশা কি হবে?

অম। বৈধব্য, আর কি?

বাসব। কিন্তু ব্রাহ্মণ, তোমার উপর আমি বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছি।

অম। আমার কপাল! এখন সূক্ষ্ম দেহে এরকম ক'রে আমায় ভয় না দেখালে আমিও সন্তুষ্ট হ'য়ে চলে যাই। ও বাবা, মরেও যে পেছু ছাড়ে না! তা হ'লে সুসঙ্গতা যে বেঁচে থেকে দশ বছরের পরে পেছু নেবে, এর আর আশ্চর্য্য কি? মহারাণি, আপনি তো পুড়ে মরেছিলেন—তবে এখন কথা ক'চ্ছেন কি ক'রে?

বাসব। ব্রাহ্মণ, আমি পুড়ে মরেছিলেম সত্য, এখনও তোমাদের দেখছি আর জ্বলছি, কিন্তু আমি এখনও মরিনি—এই দেখ।

অম। আমি কিন্তু মরেছি! কথা শুনেই কাঁপছি, আবার ও চেহারা দেখি? এই চোখ বুজলেম, রাম রঘুপতি! রাম রঘুপতি! রাম রাম! অগ্নিদগ্ধা,—এতো পেত্নী হবেই! রাম রঘুপতি! রাম রঘুপতি!

বাসব। ব্রাহ্মণ, তুমি আমায় দেখলেনা, তাহ'লে আমার কোন দোষ নাই, তবে আমি যাই।

অম। স্বচ্ছন্দে! যত সত্বর পারেন! আমিও মহারাজাকে খবর দিইগে, ভাল ক'রে যাতে আপনার প্রেতকৃত্য করেন। স্ত্রী ম'রে গেলে দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করলেই হয় না, পেত্নীর হাত থেকে আত্মরক্ষা করা চাই! রাম রঘুপতি! রাম রঘুপতি!

বাসব। ব্রাহ্মণ, তুমি চোখ চাও। যথার্থই আমি এখান থেকে চল্লেম। তবে যাবার সময় একটা কথা ব'লে যাই, তোমার ভার্য্যার যদি ভাল মন্দ কিছু হয় দ্বিতীয় পক্ষে আর বিবাহ ক'রোনা।

অম। ও বাবা, আবার পক্ষ? কোন রকমে একটী পক্ষ হঠাৎ গজিয়েছে—আর আমার পক্ষাপক্ষে কাজ নাই।

বাসব। (স্বগতঃ) যাই, সন্ধ্যা হ'য়ে গেল, পদ্মাবতী বোধ হয় এতক্ষণ সমুদ্র-গৃহে গেছে, মালা গেঁথে নিয়ে যেতে হবে।

[প্রস্থান।

অম। গেছে নাকি? ওগো বাসবদত্তার প্রেত মূর্ত্তি, তুমি সত্যই গেছ না আছ? আমি চোখ চাইব—না চোখ বুজেই এখানে ইষ্ট স্মরণ ক'রব? রাম রঘুপতি! যা থাকে কপালে, চেয়েই দেখি; নইলে তো চোখ বুজে এক পা ও চলা যায় না। (চাহিয়া)—ও বাবা! ঐ যে হন্ হন্ ক'রে চলে যাচ্ছে! বাসবদত্তাই তো! আমার পা যে অসাড় হ'য়ে গেল, পালাই কি ক'রে? মহারাজ—মহারাজ—রক্ষা করুন, রক্ষা করুন। একে তো বাসবদত্তা পেত্নী হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার উপর এই ব্রাহ্মণের অপমৃত্যু হ'লে ভূতের উপদ্রব থেকে কিছুতেই আত্মরক্ষা ক'রতে পারবেন না। রাম রঘুপতি! রাম রঘুপতি! স্ত্রী বিয়োগ হ'লে

আর কেউ যেন কখনো না বিয়ে করে। চোখ বুজে হাতড়াতে হাতড়াতেই পালাই, নইলে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেই মারা যাব।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

লাবণ্য গ্রাম

যৌগন্ধরায়ণ ও রুমন্বান

রুম। তারপর ?

যৌগ। তারপর আর কি, দুই রাজাই আমার টোপ গিলেছে।

রুম। এত সহজে যে তারা তোমায় বিশ্বাস করবে, এ আমি মনে করিনি।

যৌগ। তাহ'লে আমি মনে ক'রব যে, তোমার লোক-চরিত্রে অভিজ্ঞতা কম।

রুম। কেন ?

যৌগ। যারা লোভী, উচ্চাভিলাষী, পার্থিব সম্পদ্ মাত্র যাদের কাম্য, যারা গর্ব্বী অথচ অদৃষ্টবাদী, তারা বালকের মত সহজেই প্রতারিত হয়। আমি কাশীরাজাকে যা বল্লেম, সৌরাষ্ট্রের রাজাকেও ঠিক তাই বলে এসেছি। এই দুই অরিণামদর্শী উদ্ধত রাজা আমাকে একজন তপস্বী ব'লেই গ্রহণ করেছে। দেখ, যে বেশে পরমার্থ লাভ হয়, সেই বেশই আমাকে মহা অনর্থপাতের সুযোগ করিয়ে দিলে। এখন আমি যার সূত্রপাত করে এসেছি, তোমার উপর তার উপসংহারের ভার ; তুমি কত দূর কি করেছ ?

রুম। আমি তোমার উপদেশ মত অমরকের পত্নী সুসঙ্গতাকে সমস্ত কথা ব'লে সম্মত করেছি। সে অতি বুদ্ধিমতী, বহুকাল বৌদ্ধমঠে প্রতিপালিত হ'য়েছে, তার সাহসও অসাধারণ। মহারাজ উদয়নের মঙ্গলের জন্য সে এই কঠিন ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ ক'রবে ব'লেছে। তুমি তার সঙ্গে একবার দেখা ক'রে নিজেই তাকে উপদেশ দাও না, কি ক'রতে হবে।

যৌগ। না, এখন আমি আর তাকে দেখা দেবনা ; তাকে তুমি প্রচ্ছন্ন বেশে পূর্ণিমার রাত্রে মন্দিরে রেখে চ'লে এস। তাকে বোলো তার কোন ভয় নাই, আমি অতি নিকটেই অন্তরালে থা'কব! আমার রচিত একটি গান তোমায় দিয়ে যাব; সেটি তাকে দিও, সে শেষ রাত্রে সেই গানটি গাইবে। দেখি, যে জাল বিস্তার করেছি তাতে এই দুই উদ্ধত হস্তী আবদ্ধ হয় কিনা।

রুম। পদ্মাবতীর সঙ্গে তো মহারাজের বিবাহ হয়ে গেছে। দর্শকরাজও সৈন্য দিয়ে সাহায্য ক'রতে সম্মত হয়েছেন, তবে তুমি এখনও আত্মপ্রকাশ করছ না কেন?

যৌগ। না, এখনও আত্মপ্রকাশের সময় হয়নি। যত দিন মহারাজাকে কৌশাম্বীর সিংহাসনে বসাতে না পারছি, ততদিন আমি আত্মপ্রকাশ ক'রব না। লোক-চক্ষে আমি মৃত, তারপর আমার এই তপস্বীর বেশ, আমি যে যৌগন্ধরায়ণ কেউ তা সন্দেহ ক'রবে না,

গোপনে কাজ করবার এই তো আমার উপযুক্ত অবসর।

রুম। কাশীরাজ সৌরাষ্ট্রপতির সঙ্গে মিলিত হ'য়েই আমাদিগকে পরাজিত ক'রে কৌশাম্বী অধিকার করেছেন, যদি তোমার কৌশলে এই দুই প্রবল শক্তিকে ভেদ নীতির দ্বারা বিচ্ছিন্ন করা যায়, তা হ'লে কৌশাম্বীর পুনরধিকার তো অতি সহজ!

যৌগ। যতক্ষণ না কার্য্য শেষ হয়, ততক্ষণ কিছুই সহজ নয়।

রুম। আমিও যতদূর সম্ভব আমাদের বিক্ষিপ্ত সৈন্যগণকে মিলিত ক'রেছি; কৌশাম্বীর প্রজারা গোপনে প্রস্তুত হয়েছে; মিত্র রাজারাও সাহায্যার্থে প্রস্তুত; অর্থ ও খাদ্যের অপ্রতুল নাই; এখন শেষ রক্ষা আমাদের সকলেরই ভাগ্য সাপেক্ষ।

যৌগ। আমি ভাবছি, মহারাণী বাসবদত্তার কথা। বেঁচে থেকেও মৃতার ন্যায় তাঁকে সপত্নী গৃহে বাস ক'রতে হচ্ছে; স্বামীকে দেখছেন, তাঁর কথা শুনছেন, অথচ মুখ ফুটে কাউকে কিছু বলতে পারছেন না। সীতার অগ্নি-পরীক্ষা অপেক্ষা বাসবদত্তার পরীক্ষা আরো কঠিন।

রুম। যদি মহারাজ হৃতরাজ্য আবার ফিরে পান, সে মহারাণীর গুণে। কিন্তু আমি ভাবছি মহারাজ কৌশাম্বীর সিংহাসনে ব'সে যখন আমাদের এ কৌশল জানতে পারবেন, তখন কি ব'লবেন?

যৌগ। কি ক'রব, প্রয়োজন হ'য়েছিল তাই মহারাজের সঙ্গে প্রতারণা ক'রেছি, নচেৎ বাসবদত্তা জীবিত থাকতে তিনি কখনও পুনরায় বিবাহ ক'রতে সম্মত হতেন না, আর কৌশাম্বীর উদ্ধারও সম্ভব হ'ত না।

রুম। সে কথা ঠিক।

যৌগ। তা হ'লে চারণীর ভার তোমার উপর দিয়ে আমি আপাততঃ নিশ্চিন্ত হলেম। তুমি যাও আর বিলম্ব ক'রোনা; আমিও যাই, শত্রুধ্বংসের অন্য উপায় দেখিগে।

[উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

মগধ রাজকক্ষ

(কাল—রাত্রি)

উদয়নের প্রবেশ

উদ। পরিচারিকা সংবাদ দিলে, পদ্মাবতী সমুদ্র-গৃহে আছে। কিন্তু কৈ? এখানে তো তাকে দেখতে পাচ্ছিনি? শয্যা প্রস্তুত রয়েছে বটে, কিন্তু পদ্মাবতী কৈ? তাহ'লে কি আমার শোনবার ভুল হ'য়ে থাকবে? যাই হ'ক, বড় ক্লান্তি বোধ হ'চ্ছে, একটু বিশ্রাম না ক'রে যেতে পাচ্ছিনি। নিদ্রাও আসছে। স্নিগ্ধ বায়ু—শ্রান্তিহর! মনোরম স্থান! কিন্তু, এই তৃপ্তিতেও আমার অশান্তি! সুখে দুঃখে বাসবদত্তার চিন্তা কিছুতেই ত্যাগ ক'রতে পাচ্ছিনি! বাসবদত্তা! বাসবদত্তা!—আর বসতে পার'ছনি, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে,—একটু বিশ্রাম করি। (শয়ন)

বাসবদত্তার প্রবেশ

বাসব। পদ্মাবতী ব'ল্লে আমি সমুদ্র-গৃহে থাকব, তুমি মালা সেইখানে দিয়ে এস। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এখানে কেউ একটা আলোও রাখেনি? তবে কি

পদ্মাবতী এখানে আসেনি? (শয্যায় নিরীক্ষণ করিয়া) না, এই যে সখী দেখ্‌ছি আমার আগেই এখানে এসে ঘুমিয়ে প'ড়েছে। ডাকব না! মালা গাছটি এখানে রেখে চ'লে যাই। (মালা-রাখিল) কিন্তু, তাও তো উচিত হয় না। সখী যদি এখনি জাগে? একা—কি মনে ক'রবে? পরি-চারিকা বা কোন সখীও ত এখানে নাই; আমি একটু শয্যা পার্শ্বে ব'সে অপেক্ষা করি।

(উপবেশন)

উদ। (স্বপ্নাবস্থায়) হা প্রিয়ে বাসবদত্তা! কেন তুমি আমায় অকালে ত্যাগ ক'রে গেলে? আমি তোমার কাছে কখনও তো কোন দোষ করিনি!

বাসব। এ্যাঁ! একি? এতো পদ্মাবতী নয়। কি—কি ব'ল্লেন? আমি তো তোমায় ত্যাগ করিনি, তুমিই আমায় ত্যাগ ক'রেছ। আহা! কতদিন এমন ক'রে দেখিনি! কতদিন! নিমিষে আমার সর্ব্বশরীর কে যেন অবশ ক'রে দিলে। এখান থেকে আর আমার তো যেতে ইচ্ছে হ'চ্ছে না! কিন্তু এখানে থাকাও তো আমার উচিত নয়। উচিত নয়, কিন্তু যেতেও তো পাচ্ছিনি! আর কিছু কি ব'লবেন? আর একটী কথা?—আমার স্বামী আমার নয়—পরের!—অথচ আমার—একি নিদারুণ ব্যথা।

উদ। তোমার স্বর্ণ কান্তি অনলে দগ্ধ ক'রলে—আমার কেন মৃত্যু হ'ল না ?

বাসব। ছি! ছি! ওকথা কি ব'লতে আছে ? দেবতারা তোমায় দীর্ঘায়ু করুন। আমি দাসী—আমি ম'লে ক্ষতি কি ? তোমার পদসেবার দাসীর তো অভাব নাই ?

উদ। বাসবদত্তা! আমাকে দগ্ধ ক'রবার জন্যই কি তুমি দগ্ধা হ'য়েছ ?

বাসব। এখনও তো দগ্ধ হ'চ্ছি নাথ !

উদ। না, না, মিথ্যা কথা! তুমি তো দগ্ধা নও! কোথায় তুমি ? কোথায় তুমি ? (উদয়ন বাহু প্রসারণ করিলেন)

বাসব। (হাত ধরিয়া) এই যে নাথ, তোমার পাশে। একি আত্মহারা হ'য়ে আমি কি করছি ? অজ্ঞাতবাসে থাকব ব'লে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি ; আমার উপরেই স্বামীর কল্যাণ নির্ভর করছে ; আমি কি সে ব্রত ভঙ্গ ক'রে স্বামীর অমঙ্গলের কারণ হ'ব ? কখনও না— কখনও না! কিন্তু পায়ে কে যেন শেকল পরিয়ে দিয়েছে ! যেতেও তো পারছিনি ! কিন্তু তবু যেতেই হবে। হা মন্দভাগিনী! হাত দুখানি যেমন ছিল, শয্যার উপর তেমনই রেখে যাই। (উদয়নের পদে মস্তক স্পর্শ করিয়া) ভগবান্ যদি দিন দেন, তবে আবার দেখা হবে, নইলে এই বিদায় শেষ বিদায়। [প্রস্থান।

উদ। (নিদ্রাভঙ্গে) একি! সে কোমল স্পর্শ কোথায় গেল? না—না—এ তো স্বপ্ন নয়—সত্যই তো বাসবদত্তার কথা শুনেছি, তাকে স্পর্শ ক'রেছি, তার নিশ্বাসের সৌরভ এখনও যে অনুভব কচ্ছি! কৈ, কোথায় গেলে? বাসবদত্তা—বাসবদত্তা (দ্বারাভিমুখে গমন ও পতন)

অমরকের প্রবেশ

অম। এখানেও যে বাসবদত্তা ব'লে আওয়াজ উঠছে! বাবা কি বাসবদত্তাতেই পেয়েছিল! এখানে প'ড়ে কে? একি! মহারাজ? সখা, সখা, আপনার এ অবস্থা কেন?

উদ। কৈ? কোন দিকে গেলে? সখা, তুমি এখানে কি আমার প্রিয়াকে দেখেছ? এই যে আমার সঙ্গে কথা ক'য়ে চ'লে গেল!

অম। রাম রঘুপতি! রাম রঘুপতি! এখানেও তাই? মহারাজ আমায় ধরুন, আমি আর দাঁড়াতে পারছিনি।

উদ। ওকি? তুমি অমন ক'রছ কেন? বল—বল? আমি একটু আগে আমার প্রিয়াকে দেখেছি, এইখান থেকে চ'লে গেল। তুমি দেখেছ কিনা বল?

অম। মহারাজ! একটু আগে দেখেছি, কিন্তু আমার আর দেখবার সাধ নাই।

উদ। তুমিও দেখেছ? তাহ'লে নিশ্চয় প্রিয়া আমার

মরেন নি, বেঁচে আছেন, রুমণ্বান আমার সঙ্গে প্রতারণা ক'রেছে।

অম। আজ্ঞে, ঐ রকমই মনে হয় মহারাজ! কখনও হাওয়া, কখনও সশরীরে, আমিও ঠিক দেখেছি; হন্ হন্ ক'রে চ'লে গেল; ভর সন্ধ্যাবেলা, বাগানে। আর একটু হ'লেই ঘাড় মটকাত মহারাজ! আপনাকে তো দেখলেম একেবারে ভূমিশায়ী ক'রে রেখে গেছে! এখনও যা হয় একটা উপায় করুন, নইলে ঘন ঘন এমনি আনাগোনা হ'লে, রোজার বাবা এলেও কিছু ক'রতে পারবে না।

উদ। তুমি বাতুলের ন্যায় কি ব'লছ?

অম। মহারাজ! বাসবদত্তা অপঘাতে ম'রে, "তাই" হ'য়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন!

উদ। কি হ'য়ে?

অম। রাত্রে আর নামটা ক'রব না! এই যা হ'য়ে নাকি-স্বরে কথা কয়, বাঁকা পায়ে চলে; যার উপর আড়ি আছে তার ঘাড় মটকায়, কখনও তেশূন্যে তোলে, কখনও মাটীতে ফেলে!

উদ। ছি—ছি—তুমি মনে ক'রছ আমি পরিহাস করছি? না, না, সখা!—

বাণী তার বীণা জিনি' সুমধুর,
কর্ণে মোর অমৃত ঢালিল,

কুসুম-পেলব করবল্লী তার—
স্পর্শে হের কণ্টকিত তনু মম
শিহরে হরষে!
বরষে সুরভি-ধারা নিশ্বাসে তাহার :
আমোদিত, সলিল-শীকর সিক্ত
উন্মাদ পবন—আত্মহারা,
এখনও হে অন্বেষণ করিছে প্রিয়ার ;—
জীবিত সে বরাঙ্গনা
এ বিশ্বাস না হারাব কভু!
ভীত চিত কি হেতু তোমার—
বুঝিতে না পারি!
যদি দেখে থাক—ভাগ্যবান্ তুমি।
আমি অভাগা নিশ্চয়,
বাহু পাশে পেয়ে তারে হারাইনু হায়!
কে বলে আমার প্রিয়া ইহলোকে নাই?

অম। ওঃ! এই রকম ক'রেই তো ঐ জাতটা পুরুষকে পাগল ক'রে শেষ তার ঘাড়ের রক্ত খায়—তা কে জানে জীয়ন্তে, কে জানে ম'রে! মহারাজ! দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ ক'রে কি ঝকমারীই ক'রেছেন। বাসবদত্তা যখন বেঁচে ছিলেন, তখন অনুরাগে ফুলতেন, আর এখন ম'রে সপত্নীর বিষের জালায় রাগে ফুলছেন। ওৎ পেতে আছেন, সুবিধা পেলে ঘাড় মটকাবেন!

আমার উপর পর্য্যন্ত রাগ যায় নি ! যত শীঘ্র পারেন, এর একটা ব্যবস্থা করুন, নইলে উপদ্রব ক্রমশঃই বাড়বে। বাসবদত্তা সূক্ষ্ম শরীরে, আর পদ্মাবতী সশরীরে—ক'দিক সামলাবেন বলুন ? ঘুমিয়ে ছিলেন ? স্বপ্নে দেখেছেন ! জেগে তাই হ'য়ে দেখা দিয়েছেন, একলা আর কোনখানে যাবেন না ! আমি তো দিব্য ক'রেছি, এ বাড়ীতে আর জলগ্রহণ ক'রব না।

উদ। সত্যই কি স্বপ্নে দেখেছি ? কি জানি, কিছুতেই বিশ্বাস ক'রতে ইচ্ছা হ'চ্ছে না যে, এ স্বপ্ন !

নাহি জানি স্বপ্ন জাগরণে
কিবা ব্যবধান।
সুষুপ্তি নিদ্রায় যদি বর-অঙ্গ তার
স্পর্শ সুখ ক'রে থাকি অনুভব—
তবে জাগরণে কিবা প্রয়োজন ?
স্বপ্ন হ'ক্ জীবনের সাথী,
স্বপ্নে নিত্য হেরি প্রিয়ারে আমার !
স্বপ্নময়ী সে ললনা—
কিরণে গঠিত তনু—চম্পক বরণ ;
জ্যোতির্ম্ময়ী—
সমাহার সর্ব্ব সুষমার !
আলোকিত অন্তর আমার,
রূপের বিভায় তার !

জন্ম তার উন্মাদ করিতে মোরে,
সম-সাথী জীবনে মরণে !
সন্তাপ, সন্তোষ—
স্মৃতি সূত্রে গাঁথা পাশাপাশি—
অবিনাশী আত্মার মিলন !

অম মহারাজ ! অত হা হুতাশ ক'রবেন না ! আপনার না হয় পুরোণা, কিন্তু পদ্মাবতীর নব অনুরাগ ; তিনি যদি শোনেন, তা হ'লে অভিমান ক'রে ব'সবেন, আপনার সারা রাত্রি মান ভাঙ্গতে নিদ্রাও থাকবেনা, সুষুপ্তিও থাকবে না।

জনৈক সখীর প্রবেশ

সখী। আমাদের সখী পদ্মাবতী শিরঃপীড়ায় কষ্ট পাচ্ছেন ব'লে এখানে আসতে পারেন নি ; আমায় ব'ল্লেন, মহারাজাকে সংবাদ দিতে।

উদ। তাঁকে বলগে, আমি এখনি যাচ্ছি।

সখী। যথা আজ্ঞা।

[প্রস্থান

অম। এই জন্যই সাধুরা বলেন, দু'নৌকোয় পা দিওনা। তাঁর শিরঃপীড়া—আর মহারাজের মর্ম্ম পীড়া ;—এখন শ্যাম রাখি, কি কুল রাখি ? চলুন মহারাজ ! আর বিলম্ব ক'রবেন না। শুনলেন তো পীড়া একেবারে

মাথায় উঠেছে—পায়ে না ধ'রলে আর সহজে যাবে না। চলুন, চলুন। রাম রঘুপতি! রাম রঘুপতি! দু'জনে একলা যাচ্ছি, দোহাই বাসবদত্তা, আর যেন দেখা দিও না!

[উভয়ের প্রস্থান।

সপ্তম দৃশ্য

ভগ্ন মন্দির—কাল—শেষ রাত্রি

সুসঙ্গতা

সুস। জীবনটা সেজে সেজেই গেল! দশ বছর মঠে সঙ্ সেজে এলেম, উজ্জয়িনীতে গিয়ে সাজলেম বৈতালী, আবার মন্ত্রী ব'ল্লেন চারণী সাজতে! মন্ত্রী রুম-ন্বান সঙ্গে ক'রে রেখে গেলেন, বল্লেন যাবার সময় সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবেন একজন তাপসী। তাকে তো কখনও দেখিনি, তার কথা এই প্রথম শুনলেম! মন্ত্রী তো একছড়া মালা দিয়ে ব'ল্লেন, মন্দিরে বসে গান গাও গে। গান শুনে যদি কেউ আসে, তাকে মালাটী দিয়ে ব'লতে হবে, এ বিজয় মাল্য; এ মালা প'রে যেখানে যাবে, কার্য্য সিদ্ধি নিশ্চয়। কার কার্য্য সিদ্ধি তাতো বুঝতে পারলেম না। মালা দিয়েই এই মন্দিরের গুপ্ত দ্বার দিয়ে আমাকে স'রে পড়তে হবে, এই তো উপদেশ। ছেলে বেলায় এই মন্দিরে কত খেলা ক'রেছি, আমার তো এর পথ ঘাট জানতে বাকী নাই। তবে নিস্থতি রাত্রি, একা স্ত্রীলোক। যাক্, মন্ত্রীও ব'ল্লেন, তিনি অন্ত-

রালে থাকবেন। চাঁদও ঢ'লে প'ড়ছে, গান তো ধরি—দেখি কেউ আসে কিনা।

গীত

এস ধীরে—ধীরে।
পিছনে চেওনা ফিরে ফিরে॥
অজানা অচেনা দেশ, নাহি সীমা নাহি শেষ—
নিবিড় আঁধার হের চরণ ঘিরে।
কভু দামিনী দলকে, হিয়া চমকে
পবন গরজে ঘন প্রাণ শিহরে ;—
এস ধীরে—এস ধীরে
কাল-সাগর তীরে—
নিরাশ আশ, দারুণ পিয়াস,
সব শেষ নিবেশ নয়ন নীরে।

ধীরে ধীরে কাশীরাজের প্রবেশ

কাশী। এই যে সুমধুর সঙ্গীত দিগন্ত মুখরিত ক'রে আমায় ডাকছে। সাধু তপস্বী! তোমার বাক্য সফল হবে তাতে কোন সন্দেহ নাই। (নতজানু হইয়া) হে সিদ্ধচারণী! আমি তোমার কথা সব শুনেছি, আমি তোমার কৃপাপ্রার্থী! সসাগরা ধরণীর আধিপত্য যদি আমার ললাট লিখন হয়, তুমি আশীর্ব্বাদ কর আমার পথের বিঘ্ন দূর হ'ক্!

সুস। এই নাও বিজয়-মাল্য! এ মালা প'রে যেখানে যাবে কার্য্য সিদ্ধি নিশ্চয়। (মালা ছুড়িয়া দিল, হঠাৎ সৌরাষ্ট্রপতি আসিয়া তরবারি দ্বারা মাল্য গ্রহণ করিল) [সুসঙ্গতার প্রস্থান।

সৌরাষ্ট্ররাজের প্রবেশ

সৌ-রাজ। কিন্তু এ মালার অধিকারী আমি, আর কেউ নয়!

কাশী। একি! তুমি এখানে কেন? তুমি—

সৌ-রাজ। বিস্মিত হ'ওনা, আমিও সঙ্গীত শুনেছি; সময়েই এসেছি। আমি আশ্চর্য্য হ'চ্ছি তুমি এখানে এলে কি ক'রে?

কাশী। যেমন ক'রেই আসি, যখন আমি আগে এসেছি এ মালা আমার, তোমার নয়। যদি ভাল চাও এখনি মালা আমায় দাও।

সৌ-রাজ। কখনও না।

কাশী। তুমি এখানে এসে বিঘ্ন ঘটালে, তুমি আমার শত্রু, মিত্র নও! এ সময়ে কে তোমায় আসতে ব'ল্লে?

সৌ-রাজ। যেই বলুক, আমার কার্য্যসিদ্ধি নিশ্চিত! আমার কৌশাম্বীতে আর প্রয়োজন নাই। তুমি পার, কৌশাম্বী রক্ষা কর—আমার লক্ষ্য আরও উচ্চে। আমি একাকী, অপরের বিনা সাহায্যে ভারত জয় ক'রব—কৌশাম্বী কি ছার!

কাশী। মূর্খ! আমি হাতে পেয়ে এই অমূল্য রত্ন ত্যাগ ক'রব ভেবেছিস? এইখানেই যুদ্ধে স্থির হ'ক, কে ভারতের অধীশ্বর হবে? (তরবারি উন্মোচন)

সৌ-রাজ। আমিও অপ্রস্তুত নই; বেশ তাই হ'ক।
(তরবারি উন্মোচন)

জনৈক সৈন্যের প্রবেশ

সৈন্য। মহারাজ, আপনারা দু'জনেই এখানে? ওদিকে শত্রুরা অতর্কিতে আমাদের শিবির আক্রমণ ক'রেছে। আপনাদের কাউকে না দেখতে পেয়ে সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হ'য়ে পালাচ্ছে, কেউ তাদের নিবারণ ক'রতে পাচ্ছেনা।

উভয়ে। এঁ্যা! সে কি?

কাশী। হঠাৎ শত্রুর এ আক্রমণ আমরা তো সম্ভব মনে করিনি, কোন চরও এ সংবাদ দেয় নি।

সৈন্য। আপনারা দু'জনেই সন্ধ্যা থেকে শিবিরে নাই সৈন্যেরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিদ্রা যাচ্ছিল; হঠাৎ রণবাদ্য বেজে উঠল, আমি কিছু ঠিক ক'রতে না পেরে আপনাদের অনুসন্ধান ক'রতে ক'রতে এই দিকে এসে প'ড়েছি। আপনারা কেউ তো কিছু ব'লে আসেন নি।

কাশী। আমি গোপনেই এসেছিলেম।

সৌ-রাজ। না, আমিও গোপনেই এসেছিলেম।

কাশী। তবে কি আমরা দু'জনেই প্রতারিত?

সৌ-রাজ। কিছুই তো বুঝতে পাচ্ছি নি। তোমাকে এখানে আসতে কে ব'ল্লে?

কাশী। একজন তাপস। তুমি এখানে কেন?

সৌ-রাজ। ঐ তাপসের কথায় বিশ্বাস ক'রে!

কাশী। তবে এ চারণী কে? এ সবই কি কৌশল? সে তাপস কি ছদ্মবেশী?

সৌ-রাজ। আমাদের এই রকমে প্রলুব্ধ ক'রে হঠাৎ শিবির আক্রমণে, তাই তো মনে হ'চ্ছে।

কাশী। কোথায় গেল চারণী? এই তো মন্দিরে ছিল? অন্বেষণ কর—অন্বেষণ কর। আমার সঙ্গে অনুচর আছে, তাদের সংবাদ দাও।

সৌ-রাজ। আমারও সঙ্গে অনুচর আছে। দু'জনকেই তা'হলে একই কথা ব'লে সৈন্যদের কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। সে তাপস মহা-কৌশলী, তাতে আর সন্দেহ নাই।

কাশী। আমরাও মহা মূর্খ—তাতেও আর কোন সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় সৈন্যের প্রবেশ

২য় সৈন্য। মহারাজ! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে, শত্রুরা নগর প্রবেশ ক'রেছে।

কাশী। আমার সৈন্যরা?

২য় সৈন্য। যে যেদিকে পাচ্ছে, পালাচ্ছে।

সৌ-রাজ। আমার ?

২য় সৈন্য। একই দশা !

নেপথ্যে। পালাও পালাও—শ্রাবণের ধারার মত শরবৃষ্টি হ'চ্ছে,
আর রক্ষা নাই !

উভয়ে। তাইতো ! কি হ'ল ? কি হ'ল ?

[সকলের প্রস্থান

অষ্টম দৃশ্য

কৌশাম্বী—সজ্জিত প্রাসাদ

রুমন্বান

রুম। মহারাজ উদয়ন যে আবার কৌশাম্বীর সিংহাসনে ব'সবেন, এ আশা ছিল না! মহারাজ দর্শকরাজের সাহায্যে, যৌগন্ধরায়ণের কৌশলে, বাসবদত্তার ত্যাগে হৃতরাজ্য আবার উদ্ধার হ'ল! এই জন্যই, অদৃষ্ট নেমির উত্থান পতনে, যাঁরা সাধু তাঁরা বিচলিত হন না, বিপৎকালে অধৈর্য্য হয়ে মানুষ দুঃখকেই প্রশ্রয় দেয়, ধৈর্য্যই পরম ঔষধ।

উদয়ন ও পদ্মাবতীর প্রবেশ

মহারাজ উদয়নের জয় হ'ক! মহারাণী পদ্মাবতীর জয় হ'ক! মহারাজ! কৌশাম্বীর প্রজারা মহারাণীকে দেখবার জন্য সকলেই ব্যস্ত হ'য়েছে।

উদ। এ প্রাসাদ ত প্রজাদেরই। প্রজারা আমার পুত্র কন্যা, তারা রাজা ব'লে স্বীকার ক'রেছে ব'লেই আমি রাজা—আর পদ্মাবতী রাণী! সকলকে অবাধে আসতে বল, সকলেই উৎসবে যোগ দিক!

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতি। মহারাজ! অবন্তীর ঈশ্বর মহাসেন আপনাকে আশীর্ব্বাদ ক'রবার জন্য দ্বারে সমাগত।

উদ। বল কি? এ যে আমার পরম সৌভাগ্য! মন্ত্রী রুমন্বান, যাও যাও—সমাদরে তাঁকে এখানে নিয়ে এস।

[মন্ত্রী ও প্রতিহারীর প্রস্থান।

পদ্মা। মহারাজ! বাসবদত্তার পিতা আমারও পিতা; তিনি এসেছেন, আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু আমি তো তাঁর মনঃপীড়ারই কারণ হব? তাঁর কন্যা মৃতা, আমাকে দেখলে তিনি শোকে অধীর হবেন। আমি কি এখন এখান থেকে চলে যাব?

উদ। না প্রিয়ে, তোমাকে যদি না দেখাই, তাঁর অসম্মান করাই হবে, তুমি থাক। তিনি কন্যা-শোকে অধীর হবেন সত্য, কিন্তু উপায় কি? কালই বলবান্!

রুমন্বানের সহিত প্রদ্যোতের প্রবেশ

উদ। (উঠিয়া প্রণাম করিয়া) আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনার পদধূলি প'ড়ল।

প্রদ্যোত। বৎস উদয়ন! আমি তীর্থ পর্য্যটনে গিয়েছিলেম, মাঝে যে দুর্ঘটনা হ'য়েছে তার সংবাদ পূর্ব্বে পাইনি, ফিরে এসে সব শুনলেম। তোমার পুনরভ্যুদয়ে

আমরা সকলেই আনন্দিত। বাসবদত্তা মৃত:—কি ক'রব, আমাদের ভাগ্য! তোমাকে আর নব বধূকে আশীর্ব্বাদ ক'রবার জন্যই আমি এসেছি। আশীর্ব্বাদ করি, সকলের বরণীয় হ'য়ে তুমি এই রাজ্য ভোগ কর। পদ্মাবতী! মা! বাসবদত্তা নাই, এখন তুমিই আমার কন্যা—আশীর্ব্বাদ করি, স্বামীর মনোমত হও।

পদ্মা। (পদধূলি লইয়া) আপনি আমার পিতা।

প্রদ্যোত। বৎস উদয়ন, ভূমি বাসবদত্তাকে হরণ ক'রে এনেছিলে, আমি রীতি অনুযায়ী বিবাহ দিতে পারিনি; চিত্রে তোমাদের গান্ধর্ব্ব্য বিবাহ সম্পন্ন ক'রেছিলেম। বাসবদত্তা পরলোকে, তার চিত্র আমি এনেছি, জীবিত এ পুরীতে তার স্থান হ'লনা—আশা করি, তার এই চিত্র তুমি সমাদরেই রাখবে। প্রতিহারি, বাসবদত্তার চিত্র তার স্বামীকে দাও।

উদ। (চিত্র লইয়া) আমারই হাতে আঁকা সেই চিত্র! দেহ চিত্র হতেও নশ্বর। হায়! হায়! এ অমূল্য নিধি পেয়ে হারালেম!

পদ্মা। মহারাজ! মহারাণী বাসবদত্তা আমার ভগ্নী, তাঁকে জীবিত দেখবার ভাগ্য আমার হয়নি; কৈ, তাঁর চিত্র দেখি?

উদ। এই দেখ।

প্রতিহারীর প্রবেশ

প্রতি। মহারাজ! অবন্তীর ঈশ্বর মহাসেন আপনাকে আশী-র্ব্বাদ ক'রবার জন্য দ্বারে সমাগত।

উদ। বল কি? এ যে আমার পরম সৌভাগ্য! মন্ত্রী রুমন্বান, যাও যাও—সমাদরে তাঁকে এখানে নিয়ে এস।

[মন্ত্রী ও প্রতিহারীর প্রস্থান।

পদ্মা। মহারাজ! বাসবদত্তার পিতা আমারও পিতা; তিনি এসেছেন, আমার পরম সৌভাগ্য। কিন্তু আমি তো তাঁর মনঃপীড়ারই কারণ হব? তাঁর কন্যা মৃতা, আমাকে দেখলে তিনি শোকে অধীর হবেন। আমি কি এখন এখান থেকে চলে যাব?

উদ। না প্রিয়ে, তোমাকে যদি না দেখাই, তাঁর অসম্মান করাই হবে, তুমি থাক। তিনি কন্যা-শোকে অধীর হবেন সত্য, কিন্তু উপায় কি? কালই বলবান্!

রুমন্বানের সহিত প্রদ্যোতের প্রবেশ

উদ। (উঠিয়া প্রণাম করিয়া) আমার পরম সৌভাগ্য যে আপনার পদধূলি প'ড়ল।

প্রদ্যোত। বৎস উদয়ন! আমি তীর্থ পর্য্যটনে গিয়েছিলেম, মাঝে যে দুর্ঘটনা হ'য়েছে তার সংবাদ পূর্ব্বে পাইনি, ফিরে এসে সব শুনলেম। তোমার পুনরভ্যুদয়ে

আমরা সকলেই আনন্দিত। বাসবদত্তা মৃত—কি ক'রব, আমাদের ভাগ্য! তোমাকে আর নব বধূকে আশীর্ব্বাদ ক'রবার জন্যই আমি এসেছি। আশীর্ব্বাদ করি, সকলের বরণীয় হ'য়ে তুমি এই রাজ্য ভোগ কর। পদ্মাবতী! মা! বাসবদত্তা নাই, এখন তুমিই আমার কন্যা—আশীর্ব্বাদ করি, স্বামীর মনোমত হও।

পদ্মা। (পদধূলি লইয়া) আপনি আমার পিতা।

প্রদ্যোত। বৎস উদয়ন, তুমি বাসবদত্তাকে হরণ ক'রে এনেছিলে, আমি রীতি অনুযায়ী বিবাহ দিতে পারিনি; চিত্রে তোমাদের গান্ধর্ব্ব বিবাহ সম্পন্ন ক'রেছিলেম। বাসবদত্তা পরলোকে, তার চিত্র আমি এনেছি, জীবিত এ পুরীতে তার স্থান হ'লনা—আশা করি, তার এই চিত্র তুমি সমাদরেই রাখবে। প্রতিহারি, বাসবদত্তার চিত্র তার স্বামীকে দাও।

উদ। (চিত্র লইয়া) আমারই হাতে আঁকা সেই চিত্র! দেহ চিত্র হতেও নশ্বর। হায়! হায়! এ অমূল্য নিধি পেয়ে হারালেম!

পদ্মা। মহারাজ! মহারাণী বাসবদত্তা আমার ভগ্নী, তাঁকে জীবিত দেখবার ভাগ্য আমার হয়নি; কৈ, তাঁর চিত্র দেখি?

উদ। এই দেখ।

পদ্মা। (দেখিয়া স্বগতঃ) একি! এযে আমার গচ্ছিতা অবন্তিকার চিত্র? (প্রকাশ্যে) মহারাজ, সত্যই কি এ বাসবদত্তার চিত্র?

উদ। কেন প্রিয়ে, তাতে কি কোন সন্দেহের কারণ আছে?

পদ্মা। না, সন্দেহ নয়—

উদ। তবে?

পদ্মা। আমি যে বড়ই আশ্চর্য্য হচ্ছি! যাঁকে আপনারা মৃতা ব'লছেন, এ যদি তাঁরই চিত্র হয়, তবে তিনি কখনও মৃতা ন'ন্—তিনি জীবিতা!

উদ ও প্রদ্যোত। সেকি! তুমি কি ব'লছ?

পদ্মা। আমি ঠিকই ব'লছি। আমি পুনরায় আপনাদের জিজ্ঞাসা করি, সত্যই এ কি বাসবদত্তার চিত্র?

উদ। কেন পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা ক'রছ? কেন ব'লছ যে বাসবদত্তা জীবিতা?

অমরকের প্রবেশ

অম। মহারাজ! একজন তাপস এসে আপনার দর্শন প্রার্থনা ক'রছেন।

উদ। কে তাপস?

অম। প্রার্থী।

উদ। প্রতিহারি, তাঁকে সম্মানের সঙ্গে এখানে নিয়ে এস।

[প্রতিহারীর প্রস্থান।

পদ্মা আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছিনি। এ চিত্র যদি সত্যই বাসবদত্তার হয়, তাহ'লে—

তাপসবেশী যৌগন্ধরায়ণের প্রবেশ

যৌগ। মহারাণি! আমায় চিনতে পারেন?

পদ্মা। হাঁ, চিনতে পারি বৈকি, আপনার সঙ্গে সেই তপোবনে দেখা হ'য়েছিল।

যৌগ। মা! কাল পূর্ণ হয়েছে—এইবার আমার গচ্ছিতাকে ফিরিয়ে দিন।

পদ্মা। উত্তম সুযোগ। গচ্ছিত বস্তু সাক্ষী রেখেই প্রত্যর্পণ ক'রতে হয়। আমার পিতা মহাসেন এখানে উপস্থিত, আমার স্বামী, তাঁর সখা, মন্ত্রী, সকলেই বিদ্যমান; গচ্ছিত বস্তু প্রত্যর্পণের এই তো শুভ সুযোগ। আপনারা অপেক্ষা করুন, আপনাদের সামনেই এঁর গচ্ছিত বস্তু ফিরিয়ে দিচ্ছি। [প্রস্থান।

উদ। আমি কি স্বপ্ন দেখছি? এ তাপস তো যৌগন্ধরায়ণ; তবে কি যৌগন্ধরায়ণ মৃত নন্?

যৌগ। মহারাজ! যতদিন উদয়ন রাহুগ্রস্ত ছিলেন, আমি মৃতই ছিলেম, আজ আপনি রাহু-মুক্ত,—সঙ্গে সঙ্গে আমিও জীবিত।

উদ। তা হ'লে, আমার বাসবদত্তা?

অম। আবার বাসবদত্তা!

অবগুণ্ঠনবতী বাসবদত্তাকে লইয়া পদ্মাবতীর প্রবেশ

পদ্মা। এই নিন মহাভাগ, আপনার গচ্ছিতাকে গ্রহণ করুন। দেখুন, ইনি যথার্থই আপনার গচ্ছিতা কিনা ; আর এই দেখুন মহারাজ, এই আমি এঁর অবগুণ্ঠন উন্মোচন ক'রছি—দেখুন, ইনিই এই চিত্রে অঙ্কিত দেবীর সজীব বিগ্রহ কিনা? (অবগুণ্ঠন মোচন)

উদ ও প্রদ্যোত। একি! এযে সত্যই বাসবদত্তা!

অম। রাম রঘুপতি! রাম রঘুপতি! এ যে দিনের বেলাও দেখা দেয়। মহারাজ, আমায় ধরুন, আমি চোখ বুজলেম ;—নচেৎ আপনার ব্রহ্মহত্যার পাতক হবে। রাম রঘুপতি!

বাসব। ব্রাহ্মণ, ভয় নাই, সত্যই আমি মৃতা নই—আমি জীবিতা।

উদ। একি প্রহেলিকা!

প্রদ্যোত। মা বাসবদত্তা! সত্যই তুমি জীবিতা?

উদ। (যৌগন্ধরায়ণকে) যৌগন্ধরায়ণ, কি এ?

রুম। মহারাজ! এ সবই যৌগন্ধরায়ণের কৌশল। যৌগন্ধরায়ণ বা বাসবদত্তা কেহই মরেন নি। সিদ্ধ জ্যোতিষিগণের কথায়, মহারাজের মঙ্গলের জন্য আমরা এই প্রতারণা ক'রেছিলেম।

অম। যাক্, তাহ'লে শুধু বাসবদত্তা নয়—সঙ্গে সঙ্গে আমিও

বাঁচলেম। মহারাণী সত্যই আপনি জীবিতা! মগধে এই ভুলটা ভেঙ্গে দিলেন না কেন, তাহ'লে তো আর সপত্নী দর্শনটা হ'ত না!

বাসব। কে সপত্নী? আমার ভগ্নী!

পদ্মা। (বাসবদত্তার পদধূলি লইয়া) দিদি, না জেনে কত অপরাধ ক'রেছি, ছোট বোন্ ব'লে আমায় মার্জ্জনা কর।

বাসব। ওঠ বোন—মার্জ্জনা কি? তুমি আমার আদরের সামগ্রী!

উদ। প্রিয়ে, আনন্দে আমার মুখ থেকে কথা বেরোচ্ছেনা। ভাষায় কি শব্দ আছে, যে তোমার গুণ গরিমার কথা প্রকাশ ক'রব? আমি কি ব'লে তোমার কাছে মার্জ্জনা চাইব?

অম। আজ্ঞে, নাক কাণ ম'লে মার্জ্জনা চাইবেন, নইলে আবার কি ক'রে চায়? লোকের একটা হয়না, আপনি দু'টো পেলেন—আবার জিজ্ঞাসা ক'চ্ছেন কি ক'রে মার্জ্জনা চাইতে হয়?

প্রদ্যোত। সত্যই, এ আনন্দ রাখবার স্থান নাই।

অম। সত্যই তো! ইনি এঁর গচ্ছিতাকে পেলেন—আপনি আপনার কন্যাকে পুনরায় লাভ ক'ল্লেন—মহারাণী বাসবদত্তা আবার কৌশাম্বীর সিংহাসনে মহারাজের পাশে বসলেন—আনন্দ রাখবার স্থান নাই তো!

উদ। মন্ত্রি, এ আনন্দের দিনে কারুর সাধ অপূর্ণ রা'খবনা! তুমি প্রজাদের মধ্যে ঘোষণা কর, রাজকোষের দ্বার উন্মুক্ত হ'ক—যে যা চায় দাও!

অম। দাঁড়ান, সকলেই তো যার যা ফিরে পেলেন; আমার একটী ছোট খাট বস্তু এই মন্ত্রী রুমন্বানের কাছে গচ্ছিত রেখে আপনার সঙ্গে মগধে গিয়েছিলেম, সেটীকে তো এখনও ফিরিয়ে নেওয়া হয়নি। কি বলেন মন্ত্রী ম'শায়?

রুম। হাঁ, ছোট খাট নয় ব্রাহ্মণ! তোমার গচ্ছিত বস্তুও অমূল্য। সমাদরেই তাঁকে এনেছি, সমাদরেই তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি; অপেক্ষা কর।

[প্রস্থান।

উদ। কি সে?

যৌগ। অমরকের পত্নী; অতি বুদ্ধিমতী—তারই সাহায্যে আমি কাশীরাজ ও সৌরাষ্ট্রপতিকে প্রলুব্ধ ক'রে শিবির হ'তে স্থানান্তরে লয়ে যাই।

সুসঙ্গতাকে লইয়া রুমন্বানের প্রবেশ

রুম। এই নাও ব্রাহ্মণ, তোমার গচ্ছিতা।

বাসব। একি! সখী উত্তরা!

অম। আর উত্তরা নয় মহারাণি, সুসঙ্গতা। (প্রদ্যোতকে লক্ষ্য করিয়া) মহারাজ! আংটী হাতে দিয়ে আপনার অন্তঃপুরে গিয়েছিলেম বলে, শাস্তিস্বরূপ চিরজীবন এই

কারাগারেই তো আবদ্ধ ক'রেছেন—দেখুন রাজ-আজ্ঞা ঠিক পালন কচ্ছি কি না? কারাগার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন!

বাসব। সে কি পিতা?

প্রদ্যোত। মা! তোমাদের চলে আসবার পর, আমি এই ব্রাহ্মণের সঙ্গে এই উত্তরার বিবাহ দিই; এ আমার কন্যাস্থানীয়া, তোমার ভগ্নী।

অম। আমিও তাহ'লে রাজার জামাই! কেও কেটা নয়?

বাসব। আমিও বড় আনন্দিত হ'লেম; সখি উত্তরা!

সুস। আর "উত্তরা" কেন? "উত্তরা" তো ম'রে গিয়েছে, এখন তোমার সখী "সুসঙ্গতা"।

বাসব। (জনান্তিক) কেমন, বলেছিলেম না? ভালবেসে ঠকা ভাল, না, না ভালবেসে জেতা ভাল?

অম। আজ্ঞে তা যদি বলেন, ভালবাসার কোনটাই ভাল নয়।

বাসব। না, ভালবাসার সবই ভাল।

প্রদ্যোত। মহারাণী অঙ্গারবতীকে সংবাদ দেবার জন্য এখনি লোক যাক্; কন্যার মৃত্যুর জন্য তিনি মৃতার ন্যায় জীবন ধারণ ক'রছেন! মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ! মন্ত্রী রুমন্বান! তোমাদের মত প্রভুভক্ত সচিব বিরল, তোমরাই এ আনন্দের কারণ। আয়োজন কর,—যা উজ্জয়িনীতে

পারিনি, এখানে সেই মহা উৎসবের অনুষ্ঠান হ'ক। এক কন্যার বিবাহে তখন সমারোহ করতে পারিনি, আজ আমার তিন কন্যা—বাসবদত্তা, পদ্মাবতী ও সুসঙ্গতার বিবাহে সমারোহ করি। আর কায়মনো-বাক্যে প্রার্থনা করি—সর্ব্বকল্যাণ আকর ভগবান্ সকলের কল্যাণ করুন—পৃথিবী ধন-ধান্যময়ী হ'ক—গৃহে গৃহে শান্তি বিরাজ করুক!

———

দৃশ্য পরিবর্ত্তন

উজ্জ্বল দৃশ্য

(সখিগণের গীত)

মেঘ অন্ত।
উদিত উদয়ন বিমল মন গগনে।
কনক কমল দুই ভুজ পাশে,
মধু মারুতে হাসে, প্রেম বিলাসে—
হরষে বিকাশে চিত সুখ স্বপনে॥
সাগর সঙ্গে মিলে যমুনা গঙ্গে, শুভ লগনে—
উথলে রস শান্ত॥

যবনিকা

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তকাবলী

১।	রামানুজ (মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত)				মূল্য	১৲
২।	শুভদৃষ্টি (মিনার্ভা ও ষ্টারে অভিনীত)				মূল্য	১৲
৩।	আহুতি	ঐ	ঐ	ঐ	„	১৲
৪।	রঙ্গিলা	ঐ	ঐ	ঐ	„	।৵০
৫।	উর্ব্বশী (ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত)				„	১৲
৬।	ছিন্নহার	ঐ	ঐ	ঐ	„	১।০
৭।	রাখীবন্ধন	ঐ	ঐ	ঐ	„	১৲
৮।	দুমুখো সাপ	ঐ	ঐ	ঐ	„	॥০